পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি, ২০১১

তদন্ত প্রতিবেদন

ঢাকা

৩১ মার্চ ২০১১

পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি-২০১১

প্রযত্নেঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ফোনঃ ৭১৭৪৩৯৯ ফ্যাক্সঃ ৯৫৫২৪১০, ৯৫৬১২১১ ই-মেইলঃ chairman@krishibank.org.bd

পুতক/নীতি/৯-২০১১ ৩১ মার্চ ২০১১

জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত
মাননীয় অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভবন নং-৭, কক্ষ নং-৩৩৫
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

তদন্ত প্রতিবেদন

ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৫৩.০১৪.০০.০০.০৮৫.২০০৫(অংশ-৬)-৫৪ অনুসারে গঠিত তদন্ত কমিটি পুঁজিবাজার বিপর্যয় সম্পর্কে টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী তদন্ত সমাপনান্তে ৩(তিন) কপি মূল প্রতিবেদন সরকারের বিবেচনার্থে পেশ করছে।

প্রতিবেদনটি নয়টি অধ্যায় এবং তিনটি পরিশিষ্ট পর্বে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে তদন্ত কমিটির গঠন, কার্যপরিধি, কার্যপদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ও সংস্থাসমূহের পরিচিতি ও পরিচালন ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ২০০৯-১০ সালে পুঁজিবাজারে দুই পর্বে যে অশুভ উত্থান ঘটেছিল এবং ২০১০-১১ সালে যে ত্বরিৎ পতন ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে যথাযথ পরিসংখ্যানসহ বিশ্লেষণ ও অনুমিতি (inference) উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দশটি পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও সর্বসাধারণসহ অর্ধ সহস্রাধিক ব্যক্তির বক্তব্য, মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে একটি perception study সন্নিবেশিত হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাজার বিপর্যয়ে মার্কেট প্লেয়ার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের লক্ষণীয় ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ১৭টি কেস-ষ্টাডির মাধ্যমে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে দুর্নীতি, অনৈতিকতা, অস্বাভাবিকতার সুনির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশন করে বিশেষ পর্যবেক্ষণ রাখা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে পুঁজিবাজার সংহত করার লক্ষ্যে ২৫টি সুচিন্তিত এবং সর্বসম্মত সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট তিনপর্বে বিভক্ত। রেফারেন্সের সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-'ক' তে প্রজ্ঞাপন, আদেশ প্রভৃতি; পরিশিষ্ট-'খ' তে perception study এর রেকর্ড এবং পরিশিষ্ট-'গ' তে জরুরী পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে।

(খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ)
সভাপতি

(ডঃ তৌফিক আহমদ চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আব্দুল বারী এফ,সিএ)
সদস্য

(নিহাদ কবির, বার-এট-ল)
সদস্য

বিষয় সুচী

১. তদন্ত কমিটি গঠন, কার্যপরিধি, কার্যপদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা

২. বাংলাদেশের পুঁজিবাজার, সংস্থাসমূহ ঃ পরিচিতি ও পরিচালন

৩. পুঁজিবাজারে সাম্প্রতিককালিন উত্থান-পতন

৪. সংশ্লিষ্টদের ধারণা ও মতামত

(ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালকমন্ডলী, সদস্য ও সংশ্লিষ্টজন

(খ) মার্চেন্ট ব্যাংক নির্বাহীবৃন্দ

(গ) তালিকাভূক্ত কোম্পানী সমূহ

(ঘ) এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী

(ঙ) পুঁজিবাজার সাংবাদিক ফোরাম

(চ) সুশীল সমাজ, সংবাদ মাধ্যম ও সর্বসাধারণের ধারনা ও মতামত

৫. পুঁজিবাজারে ব্যক্তি/সংস্থা সমূহের লক্ষণীয় ভূমিকা

৬. পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা

৭. কেস ষ্ট্যাডির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ

৮. দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট তথ্য ও বিশেষ পর্যবেক্ষণ

৯. সুপারিশমালা

পরিশিষ্ট ঃ

পরিশিষ্ট-ক ঃ প্রজ্ঞাপন, আদেশ-নির্দেশ

পরিশিষ্ট-খ ঃ ধারণা যাচাই উপাত্ত

পরিশিষ্ট-গ ঃ পরিসংখ্যান তালিকা

প্রথম অধ্যায়

১. তদন্ত কমিটি গঠন, কার্যপরিধি, কার্যপদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা

১.১ তদন্ত কমিটি গঠনঃ অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতন বিষয়ে তদন্ত করার জন্য সরকার একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। The Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No.XVII of 1969) এর Section 21 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তদন্ত কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১১-৭৪৯/৫০০ ২৬শে জানুয়ারী ২০১১ তারিখে জারী করেন সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে কমিশনের চেয়ারম্যান। নিম্নে উল্লেখিত তিন সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হয় ঃ

(১) জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ - চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও
সাবেক ডেপুটি গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(২) ডঃ তৌফিক আহমেদ চৌধুরী - সদস্য
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব
ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট।

(৩) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী, এফ.সি.এ - সদস্য
সাবেক সভাপতি, ইনষ্টিটিউট অব
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ।

সরকার প্রয়োজন মনে করলে, কমিটিতে অন্য যে কোন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন। প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে দু'মাসের মধ্যে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তদন্ত কমিটিকে সাচিবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করবে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন।

১.২ Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর ২১ ধারামতে গঠিত এই কমিটি উক্ত ধারার ১(এ) উপ-ধারামতে আইনতঃ শুধুমাত্র এসইসি'র অধীনস্থ সংস্থাসমূহ (ডিএসই, সিএসই প্রভৃতি) তদন্ত করতে পারেন। TOR এর অনেক কার্যাবলি এই আইনের আওতাধীন নয়। বিষয়টি অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের গোচরিভূত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০. ০৮৫.২০০৫(অংশ-৬)-৫৪ মারফত একজন নুতন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করে পূর্বে গঠিত কমিটিকে পূনর্গঠিত করা হয়। নতুন সদস্য নিহাদ কবির, বার-এট-ল ২৩ ফেব্রুয়ারী তদন্ত কমিটিতে যোগদান করেন।

১.৩ কমিটির কার্যপরিধি (TOR) ঃ

(ক) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, ব্রোকারেজ হাউজ এবং তালিকাভূক্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক পুঁজিবাজারের স্বাভাবিক কর্মকান্ডের ব্যাঘাত ঘটিয়ে বাজারকে অস্থিতিশীল করার কাজে লিপ্ত ছিল কিনা;

(খ) ২০১০ সালের শুরুতে ব্যাংক এবং সরকারি সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ হতে লব্ধ আয়ের তুলনায় পুঁজিবাজারের দীর্ঘ মেয়াদী আয়ের পর্যালোচনা;

(গ) পুঁজিবাজারের অব্যাহত উর্ধ্বগতির প্রকৃতি পর্যালোচনা, পুঁজিবাজারের টেকসই অবস্থার ধারণা এবং অতি মূল্যায়নের প্রকৃতি নির্ণয়;

(ঘ) পুঁজিবাজারের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীর পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী ক্রেতা বিক্রেতার অনুপ্রবেশ এবং তাদের লেনদেনের ধরন। এ ধরনের ব্যক্তি/গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনকৃত অর্থের পরিমাণ এবং বাজারকে প্রভাবিত করণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা এবং এদেরকে চিহ্নিতকরণ;

(ঙ) পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত আইন, বিধি বিধান যথাযথ ছিল কিনা এবং উপর্যুক্ত পরিস্থিতির বিপরীতে এসইসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথাযথ ছিল কিনা, তা নিরূপণ;

(চ) অতিমূল্যায়িত বাজারের সুযোগ নিয়ে ডাইরেক্ট লিস্টিং, বুক বিল্ডিং এবং ফিক্সড প্রাইস এর মাধ্যমে অতিমূল্যায়িত শেয়ার প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে (IPO) এনে অস্বাভাবিক পরিমাণে অর্থ উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি নিরূপণ। এ প্রক্রিয়ায় ইস্যু ম্যানেজার, নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা, অডিট ফার্ম, এ্যাসেট ভ্যালুয়ার কোম্পানী ইত্যাদির ভূমিকা;

(ছ) গণপ্রস্তাবে ইস্যুয়ার কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পর্যালোচনা;

(জ) দ্রুত দরপতনের প্রাক্কালে সামগ্রিকভাবে বাজারের তারল্য পর্যালোচনা;

(ঝ) পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পর্যাপ্ত ছিল কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা;

(ঞ) ডিএসই এবং সিএসই'র অবকাঠামো ও সুশাসন যথাযথ ছিল কিনা;

(ট) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় যথা- শেয়ার বাজার থেকে সাম্প্রতিককালে অর্থ বাইরে চলে গেছে কিনা এবং গেলে কি পরিমান অর্থ এবং কিভাবে গেল ইত্যাদি এবং অন্যান্য বিষয় যা কমিটি যথাযথ মনে করলে বিবেচনা করবে।

১.৪ কার্যপদ্ধতি (Methodology) ঃ

তদন্ত পরিচালনার জন্য কমিটি নিম্নরূপ কার্যপদ্ধতি গ্রহন করেছে ঃ

(ক) ষ্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিবিএল এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ থেকে শেয়ার লেনদেন এবং অন্যান্য তথ্যাবলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ;

(খ) এসইসি ও ষ্টক এক্সচেঞ্জের সার্ভেইলেন্স বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পরীক্ষা;

(গ) নিম্নলিখিত সংস্থা/ব্যক্তিবর্গের সংগে আলোচনা বৈঠক, তাদের মতামত/সুপারিশ সংগ্রহ এবং প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের পর প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী প্রনয়ন ঃ

(১) ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালনা পরিষদ ও পূর্বতন সভাপতিবৃন্দ
(২) মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
(৩) পাবলিকলি লিষ্টেড কোম্পানী সমূহের সমিতি
(৪) এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী সমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
(৫) পুঁজিবাজার জার্নালিষ্ট ফোরাম ও ফোরাম বহির্ভূত সাংবাদিকবৃন্দ
(৬) পুঁজিবাজারে অধিক বিনিয়োগকারী ব্যাংক ও NBFI
(৭) ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকার/ডিলার
(৮) সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিভাগীয় প্রধানগণ

(ঘ) প্রেসবিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য উপায়ে ঘোষণা দিয়ে সকল [illegible] থেকে তথ্য, মতামত, সুপারিশ আহবান এবং ই-মেইল, ফ্যাক্স ও ডাকের মাধ্যমে সংগ্রহ;

(ঙ) পেপার-কাটিং, ভিডিও ফুটেজ প্রভৃতি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;

(চ) অতি মূল্যায়িত, অধিক লেনদেনকারী-মুনাফাকারী-লোকসানকারী এবং অঙ্গুলি নির্দেশিত হচ্ছে এমন কোম্পানী সমূহের নমুনা নিয়ে কেস্-ষ্ট্যাডি ও অনুমিতি ;

(ছ) প্রাক আই,পি,ও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট, বুক বিল্ডিং, ডাইরেক্ট লিষ্টিং, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, কোম্পানী অধিগ্রহন/একত্রিকরণ এবং শেয়ারমূল্য স্প্লিটিং - বিষয়গুলি বিশ্লেষণ ও দূর্বলতা চিহ্নিতকরণ;

(জ) সংগৃহীত তথ্যাবলী ও গনধারণা (peoples perception) বিশ্লেষণ ও সমন্বয়করণ;

অনুরূপ পদ্ধতিতে তদন্ত পরিচালনার পর কমিটির সকল সদস্যের ঐকমত্য অনুযায়ী প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।

১.৫ <u>সীমাবদ্ধতা (Limitations) ঃ</u>

তদন্তকর্ম নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে পরিচালিত হয়েছে ঃ

(ক) কার্যপরিধির ব্যাপকতার বিপরীতে নির্ধারিত দু'মাস সময় নিতান্তই অপ্রতুল;

(খ) চারজন সদস্যই নিজ নিজ পেশা/দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে খন্ডকালীনভাবে ও স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিতে কাজ করেছেন। একজন সদস্য তদন্তের শুরুতেই অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার্থে বিদেশ গমন করেন এবং কিছুদিন পর পূনঃ যোগদান করেন। অন্য একজন সদস্য প্রায় একমাস পর কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হন;

(গ) এসইসি প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করেছে। কিন্তু সাচিবিক সহায়তা সীমিতভাবে গ্রহন করা হয়েছে। সৌজন্যমূলক সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বি,আই,বি,এম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ঃ পরিচিতি ও পরিচালন

২.১ যে কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিবাজার একটি অন্যতম অংশ, বিশেষ করে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নের দৃষ্টিকোন থেকে। প্রায়োগিক অর্থে ব্যাংকিং ব্যবস্থা দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করলেও, সাধারন অর্থে পুঁজিবাজার বলতে সিকিউরিটিজ মার্কেটকেই চিহ্নিত করা হয়। পুঁজিবাজার তথা সিকিউরিটিজ মার্কেট আবার দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির বাজার (বন্ড মার্কেট ও ষ্টক মার্কেট) সমন্বয়ে গঠিত। ষ্টক মার্কেট এবং বন্ড মার্কেট - উভয় বাজার আবার প্রাইমারী মার্কেট ও সেকেন্ডারী মার্কেট- এই দুইভাগে বিভক্ত। প্রাইমারী মার্কেট (ইংরেজীতে এটাকে New Issue Market ও বলা হয়)- এ সম্পূর্ন নতুন শেয়ার বা সিকিউরিটি পেপার ক্রয় বিক্রয় হয়। অন্যদিকে সেকেন্ডারী মার্কেটে বিদ্যমান (already existing বা পুরাতন) সিকিউরিটি কেনা - বেচা হয়। সেকেন্ডারী মার্কেটের মূল লক্ষ্য প্রাইমারী মার্কেটকে তারল্য (liquidity) এবং বাজারজাতকরনের (marketability) সুবিধা প্রদান করা। অন্যান্য আর্থিক বাজারের মত পুঁজিবাজারেও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত (surplus economic unit) থেকে অর্থ সংগ্রহ করে চাহিদানুযায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (deficit economic unit) -এ তা যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য পৌঁছে দেয়া হয়। একটি পুঁজিবাজারের দৃষ্টিকোন থেকে উদ্বৃত এককে বিনিয়োগকারী (Investor) এবং ঘাট্তি একককে ইস্যুয়ার (Issuer) বা ইস্যুকোম্পানী নামে অভিহিত করা হয়। বিনিয়োগকারী এবং ইস্যু কোম্পানীর মধ্যে কার্যকরী যোগসুত্র স্থাপন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ইন্স্ট্রুমেন্ট (financial instruments) এবং পাবলিক ইস্যুজ, বাজার মধ্যস্থতাকারী (intermediaries) এবং সর্বোপরি বাজার নিয়ন্ত্রনকারী /তদারককারীর প্রয়োজন হয়। একথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, অন্যান্য আর্থিক বাজারের তুলনায় পুঁজি বাজারের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা, বিশেষ করে উদ্ধৃত একক বা বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোন থেকে, অনেক বেশী। উপরন্তু অন্যান্য আর্থিক বাজারের তুলনায় পুঁজিবাজার অনেক বেশী জ্ঞান নির্ভর। পর্যাপ্ত আর্থিক জ্ঞানের অভাবে যে কোন বিনিয়োগকারী এখানে মূলধন হারিয়ে সর্বস্বান্ত হতে পারে।

২.২ বাংলাদেশের পুঁজিবাজার মূলতঃ ষ্টক বা শেয়ার বাজার। বর্তমানে শেয়ার বাজারের পাশাপাশি একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট সৃষ্টির জন্য সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের প্রধান দুইটি পক্ষ (বিনিয়োগকারী ও ইস্যু কোম্পানী), তাঁদের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী পাবলিক ইস্যুজ বা আর্থিক ইন্স্ট্রুমেন্টসমূহ (শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি) ও মধ্যস্থতাকারী সমূহ (ইস্যু ম্যানেজার, অডিটর, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী, আন্ডাররাইটার, ষ্টক ব্রোকার/ডিলার, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ইত্যাদি), প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী অংশ সমূহ (ষ্টক এক্সচেঞ্জঃ ঢাকা ও চট্রগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ) এবং OTC (Over-the-counter) মার্কেট এবং নিয়ন্ত্রনকারী এবং তদারকী সংস্থাসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল।

২.৩ **বিনিয়োগকারী ঃ** পুঁজিবাজারের দৃষ্টিকোন থেকে উদ্বৃত্ত একককে বিনিয়োগকারী নামে অ্যাখ্যায়িত করা হয়। বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তি বিনিয়োগকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে মার্চেন্ট ব্যাংক, ষ্টক ব্রোকার/ডিলার, আইসিবি, বিভিন্ন ব্যাংকিং ও নন- ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর ভূমিকা পালন করছে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক - উভয় ধরনের বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ও ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য সেন্ট্রাল ডিপজিটরী অব বাংলাদেশ (সিডিবিএল) এর লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে কোন ডিপজটরী পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) এর মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারী ওনার্স (বিও) একাউন্ট খোলা অত্যাবশ্যকীয়। ডিসেম্বর ২০০৯ অব্দি বিও একাউন্টের সংখ্যা ছিল ১৯.২১ লক্ষ। শুধুমাত্র গত ১ বছরে অর্থাৎ ২০১০ সালে বিও একাউন্ট এর সংখ্যা ১৩.৬২ লক্ষ বেড়ে ডিসেম্বরে ২০১০ সালে দাড়ায় ৩২.৮৩ লক্ষ। একজন ব্যক্তির একাধিক বিও একাউন্ট থাক্‌তে পারে। তবে এক ডিপিতে (ব্রোকার) বিও একাউন্ট খুলে অন্য ডিপির মাধ্যমে বেচা-কেনার প্রয়োজন দেখা দিলে লিংক বিও একাউন্ট ও খোলা যায়।

২.৪ **ইস্যু কোম্পানীঃ** পুজিবাজার থেকে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ উত্তোলনকারী কোম্পানীকে বলা হয় ইস্যু কোম্পানী। এসমস্ত কোম্পানী পুঁজিবাজারে শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি ইস্যু করার মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে বিধায় তাদেরকে ইস্যু কোম্পানী বলা হয়। সেকেন্ডারী মার্কেটে লেন-দেনের সুবিধার্থে ষ্টক এক্সচেঞ্জে ইস্যু কোম্পানী তালিকাভুক্ত হলে তখন তাকে নামকরন করা হয় তালিকাভুক্তি (listed) কোম্পানী হিসাবে। ডিসেম্বর -২০১০ পর্যন্ত ঢাকা ও চট্রগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্তি কোম্পানীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪৩ ও ২০১। বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তালিকাভুক্ত কোম্পানী সমূহের মুনাফা প্রদান, বানিজ্যিক কর্মকান্ড, এজিএম অনুষ্ঠান, সিকিউরিটিজ অজড়করন, লাভ-লোকসান, মূলধন ইত্যাদি বিবেচনায় তালিকাভুক্ত কোম্পানী সমূহকে A, B, G, N এবং Z ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করেছে।

২.৫ **পাবলিক ইস্যুজ ঃ** ইস্যু কোম্পানী প্রাথমিক গন প্রস্তাব (আইপিও) বা পুনঃ গন প্রস্তাবের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ায় আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের সাহায্যে অর্থ উত্তোলন করে থাকে, সেগুলোকে বলা হয় পাবলিক ইস্যু। বাংলাদেশে গন প্রস্তাবের মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ উত্তোলনের কার্য্যক্রম সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যুজ) রুলস, ২০০৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন ইস্যু কোম্পানী পাবলিক ইস্যুজ এর সাহায্যে মূলধন বাড়াতে আগ্রহী হলে, প্রথমতঃ তাকে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন সংগ্রহ করতে হবে। অনুমোদন নেয়ার আগে কোম্পানীকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইস্যু ম্যানেজার নিয়োগ দিতে হয় এবং অন্যান্য আরও শর্ত পালনের মধ্যে ইস্যু কোম্পানীর খসড়া প্রসপেক্টাসও এসইসিতে জমা দিতে হয়। প্রসপেক্টাসে ইস্যু কোম্পানীর কত শেয়ার, কি মূল্যে বাজারে ছাড়া হবে এবং সংগৃহীত অর্থ কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে, তা উল্লেখ করা হয়। প্রসপেক্টাসের মাধ্যমে একটি কোম্পানী তার যাবতীয় কর্মকান্ড যেমনঃ ব্যবসার ধরন, পরিচালকদের অভিজ্ঞতা, আর্থিক সাফল্য, অর্থ সম্পদ, ব্যবসায়িক ঝুঁকি ইত্যাদি বিশেষভাবে বর্ণনা করে। প্রসপেক্টাস যে শর্তে এসইসি কর্তৃক অনুমোদিত হবে, ঠিক একইভাবে আইপিও ব্যবস্থাপনা

করতে হয়। পাবলিক ইস্যুজ কতমূল্যে বিক্রি হবে, তা নির্ধারনের জন্য নিম্নের যে কোন একটি (দুইটির মধ্যে) পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়ঃ (ক) ফিক্সড্ প্রাইস মেথড এবং (খ) বুক বিল্ডিং মেথড। যে কোন ইস্যুর প্রস্তাবিত বিক্রয় মূল্য অভিহিত মূল্যের (face value) বেশী বা প্রিমিয়ামে হলে, তার কারন প্রসপেক্টাস এ উল্লেখ করতে হয়। বেশীর ভাগ ইস্যু কোম্পানী ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতি ব্যবহার করে, তবে বেশ কিছু শর্ত পালন সাপেক্ষে কোন কোন ইস্যুয়ারকে বুক বিল্ডিং পদ্ধতি ও ব্যবহার করতে দেয়া হয়। বুক বিল্ডিং পদ্ধতির আওতায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের প্রাইস কোটেশনের উপর ভিত্তি করে ইস্যু কোম্পানী তার ইস্যুজ এর একটি নির্দেশিত মূল্য (indicative price) ঘোষণা করে।

২.৬ **আইপিও/ রিপিট পিও/ প্লেসমেন্ট ঃ** ইস্যু কোম্পানী প্রথম বারের মত জনগনের কাছে শেয়ার বা অন্য সিকিউরিটি বিক্রির জন্য যে প্রস্তাব করে, তাকে বলা হয় আইপিও বা প্রাথমিক গন প্রস্তাব। পরবর্তীতে অতিরিক্ত মূলধন পুঁজি বাজার থেকে উত্তোলনের প্রয়োজন হলে ইস্যু কোম্পানী রিপিট পিও বা পুনঃ গন প্রস্তাবের মাধ্যমে তা করতে পারে। আইপিও ও রিপিট পিও-র ক্ষেত্রে ইস্যু কোম্পানীকে ষ্টক এক্সচেঞ্জে লিষ্টেড হতে হয়। কিন্তু কোন নন লিষ্টেড কোম্পানী আইপিওতে অংশ নেয়ার পূর্বে (মূলধন উত্তোলনের আইনী অনুমোদনের পরে) ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ বা তাদের প্রতিনিধি বা ইস্যু ম্যানেজার যে সমস্ত শেয়ার বিক্রি করেন, তাকে pre-IPO প্লেসমেন্ট বলে। অবশ্য প্লেসমেন্টে শেয়ার বিক্রির কোন নীতিমালা এসইসির নেই।

২.৭ **ইস্যু ম্যানেজার ঃ** যে প্রতিষ্ঠান ইস্যু কোম্পানীর পক্ষে পুঁজিবাজারে IPO (Initial Public Offer) বা ইস্যুর ব্যবস্থাপনা করে থাকে, তাকে ইস্যু ম্যানেজার বলা হয়। নতুন ইস্যু ব্যবস্থাপনার ব্যপারে ইস্যু ম্যানেজাররা বিশেষভাবে পারদর্শী। সাধারনভাবে মার্চেন্ট ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোই বাংলাদেশে ইস্যু ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুযায়ী কোন আবেদনকারী শুধুমাত্র ইস্যু ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হতে আগ্রহী হলে, তাহার ন্যূনতম ১ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন থাক্তে হবে।

২.৮ **অবলেখনকারী (Underwriter) ঃ** আইপিও-তে যে কোন ইস্যুর অবিক্রীত অংশ ক্রয় করার জন্য যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অঙ্গীকার প্রদান করে, তাকে অবলেখনকারী বলা হয়। এসইসি-র আইপিও-র দিক নির্দেশনা অনুসারে মোট আইপিও-র ৫০% অবলেখন করাতে হয়। অবলেখনকারীরা অবলেখন প্রদানের জন্য ইস্যু কোম্পানীর কাছ থেকে কমিশন পেয়ে থাকে। ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অবলেখনকারী লাইসেন্সধারী মার্চেন্ট ব্যাংক অবলেখন করতে পারে। এসইসি-র বিধিমালা অনুযায়ী একজন ইস্যু অবলেখনকারীর ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন হবে ৫ কোটি টাকা। ইস্যু ম্যানেজার এবং অবলেখনকারী একই প্রতিষ্ঠান হতে পারে।

২.৯ **মার্চেন্ট ব্যাংকঃ** যে প্রতিষ্ঠান এসইসি-র মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্ট ফোলিও ম্যানেজার বিধিমালা, ১৯৯৬ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হবে, তাকে মার্চেন্ট ব্যাংক বলে। উপরোক্ত বিধিমালার অধীন অনুমোদন প্রাপ্তির পূর্বে

প্রতিষ্ঠানটিকে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত হতে হবে। একটি মার্চেন্ট ব্যাংক করপোরেট উপদেষ্টা, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, অবলেখক এবং/ অথবা ইস্যু ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করতে পারে। এসইসি-র বিধিমালা অনুযায়ী একটি পূর্নাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন হবে ১০ কোটি টাকা। এসইসি-র তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মোট ৩৬ টি পূর্নাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংক লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েছে।

২.১০ **পোর্টফোলিও ম্যানেজার ঃ** সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুযায়ী "পোর্টফোলিও" অর্থ কোন ব্যক্তির সমুদয় সিকিউরিটিজ। আর "পোর্টফোলিও ম্যানেজার" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি নিজস্ব পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি, মক্কেলকে তাহার সিকিউরিটিজ বা তহবিল ব্যবস্থাপনা ও এতদসংক্রান্ত প্রশাসনে উপদেশ দিয়ে থাকেন বা মক্কেলের পক্ষে সিকিউরিটিজ বা তহবিলের ব্যবস্থাপক হন বা মক্কেলের সিকিউরিটিজ বা তহবিল প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেন। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা (মক্কেলের) দুই রকম। প্রথমটি হলো পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিজের বুদ্ধিবিবেচনা (discretion) মত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করবে। আর এক প্রকার হলো বিনিয়োগকারী/ মক্কেল সময় সময় পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে যে নির্দেশ দিবেন, সে নির্দেশ অনুসারে পোর্টফোলিও ম্যানেজার ক্রয় বিক্রয় করবেন (non-discretion)। একটি পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর পরিশোধিত মূলধন ৫ কোটি টাকা এবং এর পোর্টফোলিও তহবিল পরিশোধিত মূলধন ও ফ্রি রিজার্ভ এর পাঁচগুনের বেশী হবে না। পোর্টফোলিও ম্যানেজার সাধারনভাবে প্রত্যেক মক্কেলের জন্য পৃথকভাবে সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় করবে তাদের নিজ নিজ বিও একাউন্টের মাধ্যমে। তাছাড়া পোর্টফোলিও ম্যানেজার সমষ্টিগত হিসাব বা Omnibus account-এর মাধ্যমেও সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় করে এবং সে ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজার গড়পড়তামূল্যে আনুপাতিকভাবে বিও একাউন্ট এ সিকিউরিটিজ স্থানান্তর করবে।

২.১১ **মিউচ্যুয়াল ফান্ড ঃ** এ ফান্ডের অর্থ ট্রাষ্ট আকারে গঠিত এমন কোন ফান্ড যাহার উদ্দেশ্য অর্থবাজার ইন্স্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগের জন্য এক বা একাধিক স্কীমের অধীন জনসাধারনের নিকট ইউনিট বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা। মিউচ্যুয়াল ফান্ড দুই ধরনেরঃ Closed-ended এবং Open-ended। মেয়াদবিহীন বা Open-ended অর্থ কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এমন কোন স্কীম যা পরিশোধের জন্য কোন মেয়াদ ও স্কীমের পরিমান নির্ধারন না করে ইউনিট বিক্রয়ের প্রস্তাব করে এবং বুক ক্লোজারের সময় ব্যতিরেকে বছরের সারা সময় ধরে ক্রয় ও পুনঃ ক্রয়ের সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করে। অন্যদিকে, Closed-ended বা মেয়াদী স্কীম অর্থ কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এমন কোন স্কীম যার পরিপক্কতায় মেয়াদ ও স্কীমের পরিমান নির্ধারিত থাকে। এ ফান্ড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা ২০০১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিটি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য একজন উদ্যোক্তা, একজন ট্রাষ্টি, এবং ফান্ড ম্যানেজার প্রয়োজন। মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি কম। নতুন ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি বেশ নিরাপদ। এমুহূর্তে বাংলাদেশে মোট ৩৬ টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে আছে।

২.১২ **সম্পদ ব্যবস্থাপক/ট্রাষ্টি/হেফাজতকারী (Custodian) ঃ** মিউচ্যুয়াল ফান্ড পরিচালনার জন্য এসইসি কর্তৃক নিবন্ধিত কোন কোম্পানী বা সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপককে সম্পদ ব্যবস্থাপক বলা হয়। সম্পদ ব্যবস্থাপক

উদ্যোক্তা ও ট্রাষ্টির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্কীমের আকার, উদ্দেশ্য, ধরন, এসইসি-র অনুমোদন, সনদ ইস্যু, বিনিয়োগ পোর্টফোলিও গঠন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এসইসি থেকে অনুমোদন নিয়ে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করতে পারে। সম্পদ ব্যবস্থাপকের কাজ স্কীম ট্রাষ্ট দলিল ও তৎসংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড পরিচালনা করা। প্রত্যেক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উদ্যোক্তা সিকিউরিটিজ সমূহ হেফাজতে রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত হেফাজতকারী নিয়োগ করবেন। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা হেফাজতকারী হিসাবে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হেফাজতকারী হিসেবে কাজ করতে পারেন।

২.১৩ **ষ্টক ব্রোকার/ ষ্টক ডিলার/ অনুমোদিত প্রতিনিধিঃ** ষ্টক ব্রোকার অর্থ এমন কোন ব্যক্তি (কোম্পানী ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসহ) যিনি অন্য কাহারও পক্ষে সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয় করে থাকেন। আর ষ্টক ডিলার অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি নিজের জন্য সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয় করে থাকেন। অনুমোদিত প্রতিনিধি অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি কোন ষ্টক-ডিলার বা ষ্টক-ব্রোকারের প্রতিনিধি হিসাবে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করবেন। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী উপরোক্ত ব্যক্তি ত্রয়ের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ষ্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য না হলে কোন ব্যক্তি ষ্টক-ডিলার বা ষ্টক-ব্রোকার হিসাবে কমিশন কর্তৃক নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির যোগ্য হবে না এবং তাদের নগদে পরিশোধিত মূলধন হবে ন্যূনতম ২৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, কোন ব্যক্তি যদি একুশ বছরের কম বয়স্ক, ন্যূনতম এইচ.এস.সি ডিগ্রীধারী এবং সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হন, তাহলে বিধিমালা অনুযায়ী তিনি অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না। ষ্টক-ব্রোকার এবং ডিলাররা ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে। একটি ব্রোকার প্রতিষ্ঠান ষ্টক এক্সচেঞ্জ এবং এসইসি উভয়ের কাছে দায়বদ্ধ। বিধিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্রোকার প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ১৫টি করে শাখা খুলতে পারবে।

২.১৪ **মার্জিন একাউন্ট এবং মার্জিন রুলস্** ঃ কোনো বিনিয়োগকারী কোনো ব্রোকার হউজ বা মার্চেন্ট ব্যাংকে শেয়ারের বিপরীতে ঋন সুবিধা পাওয়ার জন্য যে বিনিয়োগ হিসাব খোলে এবং পরিচালনা করে, তাকে মার্জিন একাউন্ট বা হিসাব বলা হয়। যে সমস্ত সিকিউরিটি-র বিপরীতে ঋন প্রদান করা হয়, তাদেরকে বলা হয় মার্জিনেবল সিকিউরিটি। মার্জিন একাউন্টের বিপরীতে কি পরিমান, বা কোন মার্জিনেবল সিকিউরটির বিপরীতে ঋন প্রদান করা হবে, তা মার্জিন রুলস্, ১৯৯৯ এবং এর অধীনে সময়ে সময়ে এসইসি কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার উপর নির্ভর করে। মার্জিন রুলস্ - ১৯৯৯ অনুযায়ী কোন একটি সিকিউরিটির উপর একজন ব্রোকারের exposure তার গড় নীট মূলধনের ১০০% এর অধিক হবে না এবং একজন মক্কেলের ক্ষেত্রে তার মার্জিন একাউন্ট এ deficit এর পরিমান ব্রোকারের ২৫% নীট মূলধনের বেশী হবে না।

২.১৫ **ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী** ঃ এই কোম্পানীটির কাজ হলো একটি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার গুনগতমান, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্বচ্ছলতা পর্যালোচনা করে রেটিং দেয়া। রেটিং এর মূল উদ্দেশ্য কোম্পানী ভবিষ্যতে তার দায় পরিশোধে কতটুকু সফল হবে, তা নির্ণয় করা। কোম্পানীর অতীত আর্থিক

হিসাব নিকাশ, দায় পরিশোধের পূর্বের রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার মান ও দক্ষতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিবেচনা করেই রেটিং দেয়া হয়। রেটিং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেয়া হয়। যে সকল কোম্পানী প্রিমিয়ামে আইপিও বা রাইট শেয়ার দিতে চায় তাদের বেলায় রেটিং বাধ্যতামূলক। এসইসির লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোট ৪টি রেটিং এজেন্সী এখন বাংলাদেশে কার্যরত আছে।

২.১৬ **মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঃ** যে সকল ঘটনার কারনে শেয়ারের মূল্য উঠা-নামা করতে পারে তাকে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য বলা হয়। ডিভিডেন্ড ঘোষনা, বড় ধরনের পন্য বিক্রয় চুক্তি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাইট শেয়ার বা বোনাস শেয়ার দেয়ার ঘোষনা, বড় কোন ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জাতীয় পর্যায়ের একাধিক ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হয়। বিনিয়োগকারীদের গুজব (rumor) বা অপপ্রচার এর উপর নির্ভরশীল না হয়ে, শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের (এবং অন্যান্য মৌলভিত্তি) উপর নির্ভর করা উচিৎ।

২.১৭ **শেয়ার কেনা-বেচা (ট্রেডিং)ঃ** ঢাকা এবং চট্টগ্রাম উভয় ষ্টক এক্সচেঞ্জেই "out cry " পদ্ধতির বদলে স্ক্রীন বেজ্‌ড অটোমেটেড ট্রেডিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১৯৯৮ সাল থেকে। ইতোমধ্যে উভয় ষ্টক এক্সচেঞ্জেই ট্রেডিং ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আরও উন্নত হচ্ছে। চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জে ইন্টারনেট বেজ্‌ড ট্রেডিং ও চালু হয়েছে। বিনিয়োগকারী তার ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে কাংখিত মূল্য সহ ক্রয়/বিক্রয়ের অর্ডার প্রদান করে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ক্রয়/বিক্রয় অর্ডার সমূহ সবচেয়ে কাংখিত মূল্যে (best price) match করানো হয়। বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীরা সাধারণতঃ limit order প্রদান করে থাকে যার অর্থ একটা নির্দিষ্ট দামে ক্রয় বা বিক্রয় করা। শুক্র ও শনিবারসহ অন্যান্য ছুটির দিন সমূহ বাদ দিয়ে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয় হয়। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বাভাবিক ক্রয় বিক্রয় (general trading) ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে bulk trading, odd lot trading এবং spot trading ও হয়ে থাকে।

২.১৮ **ট্রেডিং সেটেলমেন্ট (Trading Settlement)ঃ** ষ্টক এক্সচেঞ্জে সম্পাদিত ক্রয় বিক্রয় ব্রোকারদের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ নিকাশ ঘর (clearing house) এর সাহায্যে settled হয়। Settlement এর ক্ষেত্রে, বিক্রয়কারী ব্রোকার ও ক্রয়কারী ব্রোকার নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের (শেয়ারের শ্রেনীভেদে ঃ A,B, N, G, Z অনুযায়ী) মধ্যে যথাক্রমে শেয়ার ডেলিভারী ও চেক প্রদান করে থাকে। এ মুহূর্তে ৩ ধরনের সেটেলমেন্টঃ T+O (Day settlement), T+3 (Normal settlement) এবং T+9 (Prohibitory settlement) প্রচলিত আছে, যা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

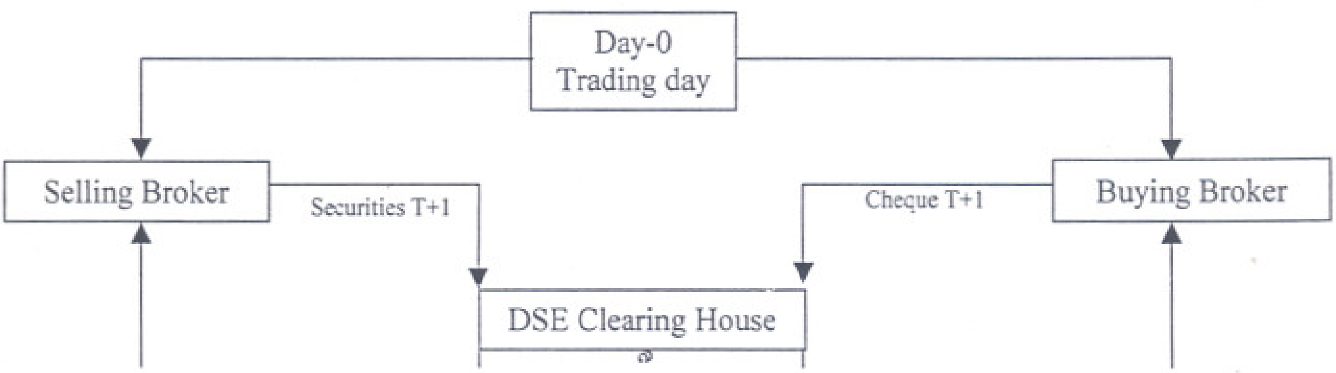

২.১৯ **Central Depository of Bangladesh (CDBL):** সিডিবিএল এর মূল কাজ হলো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে শেয়ার, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির মালিকানা হিসাব সংরক্ষণ। ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক সমন্বয় সাধন সিডিবিএল এর একটি দৈনন্দিন প্রধান কাজ। যেহেতু সিডিবিএল ডিজিটাল পদ্ধতিতে শেয়ার মালিকানা ও হস্তান্তরের হিসাব রাখে, সেজন্য সিডিবিএলভুক্ত কোন কোম্পানীর শেয়ার অজড় (dematerialised বা অজড়, অর্থাৎ কাগজের শেয়ারকে ডিজিটাল শেয়ারে রূপান্তর করা) না করে ক্রয় বিক্রয় করা যায় না। সিডিবিএলভুক্ত কোম্পানী সমূহকে বলা হয় ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্ট (DP)। ষ্টক এক্সচেঞ্জ, কয়েকটি ব্যাংক, আইসিবি ও কয়েকটি বড় কোম্পানী সিডিবিএল-এর মালিক। সিডিবিএল শেয়ার ডিমেট, আইপিও, দৈনন্দিন ক্রয় বিক্রয়, বিও একাউন্ট ইত্যাদির উপর সরকার নির্ধারিত ফি ও কমিশন নিয়ে থাকে।

২.২০ **ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ (DSE):** বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের প্রধান শেয়ার কেনা বেচার কেন্দ্র হ'ল, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ। এটা ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেড। এটা আনুষ্ঠানিকভাবে (formal) শেয়ার কেনা বেচা শুরু করে ১৯৫৬ সালে। ১৯৬২ সালে এর নামকরন করা হয় পূর্ব পাকিস্থান ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। ১৯৬৪ সালে আবার এর নাম পরিবর্তন করে নামকরন করা হয় ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং বন্ধ রাখা হয়েছিল এবং ১৯৭৬ সালে পুনরায় ট্রেডিং শুরু হয়। বর্তমানে ডিএসই একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। ২৩৮ জন সদস্য এর শেয়ার হোল্ডার ও এর সদস্যরা সবাই এসইসি কর্তৃক ষ্টক ব্রোকার/ষ্টক ডিলার হিসাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ডিএসই-র পরিচালনা পর্ষদের ১২ জন সদস্য শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত, আরও ১২ জন Independent পরিচালক হিসাবে বিভিন্ন প্রফেশনাল বডি, চেম্বার ও প্রতিষ্ঠান থেকে মনোনীত হয় এবং ২৫ তম সদস্য হলেন ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ডিএসই শেয়ার বিক্রয়ে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি, তালিকায় থাকাকালীন সময়ে তালিকাভুক্তির শর্তসমূহ প্রতিপালিত হওয়া নিশ্চিত করা এবং সদস্যদের ট্রেডিং ও সেটেলমেন্ট সুবিধা প্রদান করা। বর্তমানে ডিএসইতে মোট ২৪৩ টি কোম্পানীর ৪৫০টি সিকিউরিটিজ লিষ্টেড।

২.২১ **চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই):** বাংলাদেশের প্রথম স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বোর্স (bourse) হল চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ। সিএসই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। সিএসই বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে আধুনিকতার পথ প্রদর্শক। এর সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১৪৩। সিএসই-র পরিচালনা পর্ষদ ডিএসই-র অনুরূপ। বর্তমানে ২০১ টি কোম্পানীর ২৩২টি সিকিউরিটিজ সিএসসি-তে তালিকাভুক্ত।

২.২২ **ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ঃ** ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ১৯৭৬ সালে "দি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬" (১৯৭৬ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ) -এর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজিবাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে আইসিবি'র প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কোম্পানীগুলোর মূলধন স্বল্পতা পূরনে আইসিবি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে সূচিত ক্যাপিটাল মার্কেট

ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম -এর আওতায় এবং আইসিবি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ সংশোধনকল্পে The Investment Corporation of Bangladesh (Amendment) Act 2000 (২০০০ সালের ৪০ নং আইন) -এর ক্ষমতাবলে আইসিবি'র অধীনে তিনটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি যথাঃ আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড যথাক্রমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং, মিউচুয়্যাল ফান্ড পরিচালনা এবং সিকিউরিটিজ লেনদেন কার্যক্রমের জন্য গঠিত হয়েছে।

২.২৩ **সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)ঃ** সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে সংক্ষেপে এসইসি বলে। চেয়াম্যান ও ৪ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত। এসইসি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৯৩-এর অধীনে গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের প্রধান অর্থাৎ চেয়ারম্যান এবং সদস্যগন সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়। পুঁজিবাজারের যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন, প্রয়োগ ও তদারকির দায়িত্ব এসইসি'র। এসইসি'র অধীনে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিবিএল, ব্রোকার হাউজ, মার্চেন্ট ব্যাংক, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী অন্যতম। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স ১৯৬৯ -এর বিধানাবলী অনুসারে কমিশনের কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

সিকিউরিটির যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরন, সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং পুঁজি ও সিকিউরিটি বাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন করাই হবে কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি। সাধারন বিনিয়োগকারীদের শেষ আশ্রয়স্থল হলো এসইসি। (এসইসি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে)।

তৃতীয় অধ্যায়

৩. পুঁজিবাজারে সাম্প্রতিক উত্থান-পতন

৩.১ উত্থান-পতন পুঁজিবাজার প্রক্রিয়ার অংশ ঃ দর উত্থান-পতন পুঁজিবাজার পরিচালন প্রক্রিয়ার একটি পরিচিত বিষয়। বিশ্বের সকল পুঁজিবাজারে এ প্রক্রিয়াটি বিদ্যমান। বলা যায়, উত্থান-পতনই বাজারকে স্থবিরতা থেকে রক্ষা করে। পুঁজিবাজারের উত্থান-পতনের পূনঃপৌনিকতা, উচ্চ অভিঘাত, ধারণা বহির্ভূত আচরন প্রভৃতি সাধারণ বাজার তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। বাজার তত্ত্বের যোগান-চাহিদা পুঁজিবাজারে উপস্থিত থাকলেও, এটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে না। সে কারণেই সমালোচকেরা পুঁজিবাজারকে ফটকাবাজার (Speculative market), এমনকি জুয়াখেলা বলে অভিহিত করে থাকেন।

৩.২ দেশের পুঁজিবাজারের চলমানতা ঃ বিগত কয়েক বছরে দেশের পুঁজিবাজারে বেশ কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে। গত শতকের শেষভাগে পুঁজিবাজারে ঘটেছে অনেক বিবর্তন। কাগুজে শেয়ার যান্ত্রিকীকরণের (ডিম্যাট) ফলে রেকর্ডরক্ষন কর্ম উন্নত হয়েছে। ধারাবাহিক চলমানতায় ২০০৭ সাল থেকেই বাজার সক্রিয়তার গতি বৃদ্ধি পায়। সংশ্লিষ্ট অনেকের ধারণা, ওয়ান-ইলেভেনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পরিবর্তনের পর একমাসের মধ্যে পুঁজিবাজারে এক ধরণের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের মতে এই প্রথম সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের পদচারণায় পুঁজিবাজার অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই থেকেই পুঁজিবাজারের ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ২০০৯ সালে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পরও চলমান থাকে।

৩.৩ চলমানতার ধারাবাহিকতা ঃ অন্তবর্তীকালিন সরকারের সময়কালে পুঁজিবাজার সম্প্রসারণের সম্ভাব্য কারণ ছিল এখাতে নিরাপত্তাবোধ। সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে, ব্যাংক-হিসাবে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ চলেছিল। অঘোষিত এবং কালোটাকার জন্য অনেকে সন্ত্রস্ত ছিলেন। কিন্তু পুঁজিবাজারে সে ভয় ছিল না। ফলে, বড় পুঁজি যেমন বিদেশে স্থানান্তরের অভিযোগ রয়েছে, তেমনি মাঝারি ও ছোট পুঁজি পুঁজিবাজারে প্রবেশ করেছে বলে অনেকের ধারণা। সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের পদচারনা বৃদ্ধি পাওয়ায়, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে একধরণের নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি হয়। নির্বাচিত সরকার গঠনের পরেও এই নিরাপত্তাবোধ চলমান ছিল। কারণ ফ্যাক্টরসমূহের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ২০০৭-০৮ দু'বছরে পুঁজিবাজারে সরকারের সার্ভেলেন্সের যেমন কোন জোরালো ঘটনা ঘটেনি, তেমনি একই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালেও সার্ভেলেন্সের দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। বরং ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তিনবছর সময়ে পুঁজিবাজারের নবাগত ও পুরাতন খেলোয়াড়দের নৈতিকতা পরিপন্থী অবস্থান সংহত হয়।

৩.৪ <u>এক নজরে গত দু'বছরের পুঁজিবাজার ঃ</u> ২০০৯ এবং ২০১০ সনে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে মাস-ওয়ারী গড় মূল্যসূচকের (average index) একটি চলমান রেখচিত্র সন্নিবেশিত হল। গ্রাফটি পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, (ক) ২০০৯ সালে নির্বাচিত সরকার আসার পূর্ব মুহূর্তে মূল্যসূচক ছিল ২,৭০৬, যা অল্প করে পড়তে থাকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এবং আবার উর্ধমুখী হয়ে জুন মাসে মূল্যসূচক ২৭৯৬ তে দাঁড়ায়। (খ) সহনশীল উত্থান-পতনের ধারা বজায় রেখে সেপ্টেম্বর মাসে ২৯৯৪ পর্যন্ত উঠে অক্টোবরে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২৮০০ পয়েন্টে চলে আসে। (গ) **লক্ষণীয় যে, নভেম্বরে ৩,৩৪০ পয়েন্ট হয়ে বর্ষশেষে অর্থাৎ ২০০৯ সনের ডিসেম্বর অন্তে মূল্যসূচক দাঁড়ায় ৪,৪১৫ পয়েন্টে।** ২০০৯ সনের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দরের স্বাভাবিক উত্থান-পতনের সাথে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পতনহীন উল্লম্ফন (steep rise) যে কোন বিচারে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। এই উল্লম্ফন ২০১০ সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসেও দৃশ্যমান। (ঘ) ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত **কোন দরপতন ছাড়াই সূচকের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষণীয়**। (ঙ) সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আবারো steep rise (৬৮৯৭ থেকে ৮,৩০৮) ঘটে, যা ডিসেম্বরেও স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছিল। (চ) দিবস-ওয়ারী ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসের রেখচিত্রটি (তৃতীয় রেখচিত্র) থেকে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, **৫ ডিসেম্বর তারিখে সর্বোচ্চ মূল্যসূচক দাঁড়িয়েছিল ৮,৯১৮ পয়েন্টে।** সারা মাসে মোটামুটি স্বাভাবিক উত্থান-পতন বজায় রেখে (শুধুমাত্র ১৯ ডিসেম্বর সূচক ৭,৬৫৪ পয়েন্টে পড়ে গিয়েছিল এবং পরদিনই আবার উঠে দাঁড়ায়) মূল্যসূচক ৩০ ডিসেম্বরে ৮,২৯০ পয়েন্টে দাঁড়ায়।

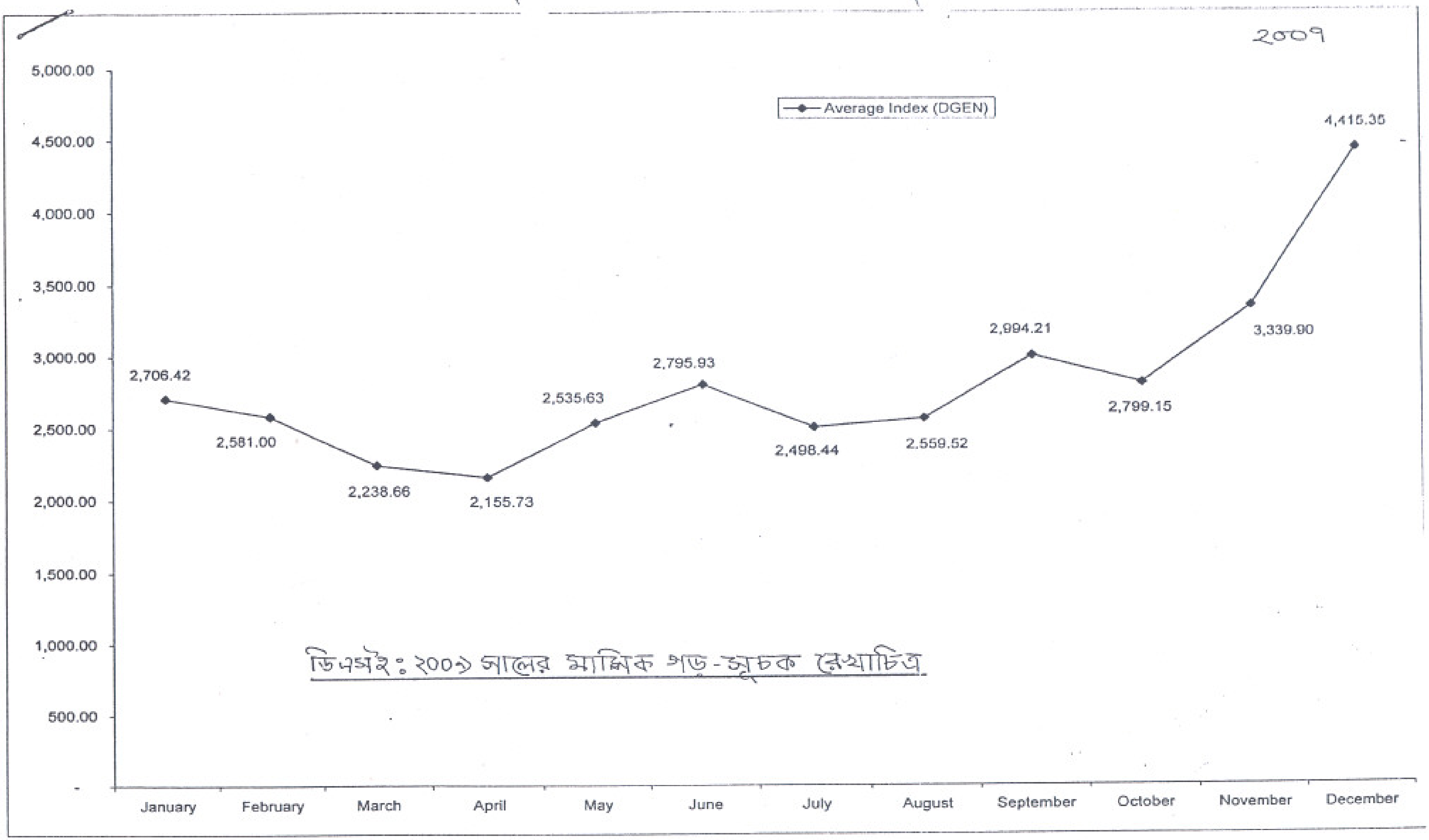
2009
Average Index (DGEN)
5,000.00
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
2,706.42
2,581.00
2,238.66
2,155.73
2,535.63
2,795.93
2,498.44
2,559.52
2,994.21
2,799.15
3,339.90
4,415.35
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
ডিএসই: ২০০৯ সালের মাসিক গড়-সূচক রেখাচিত্র

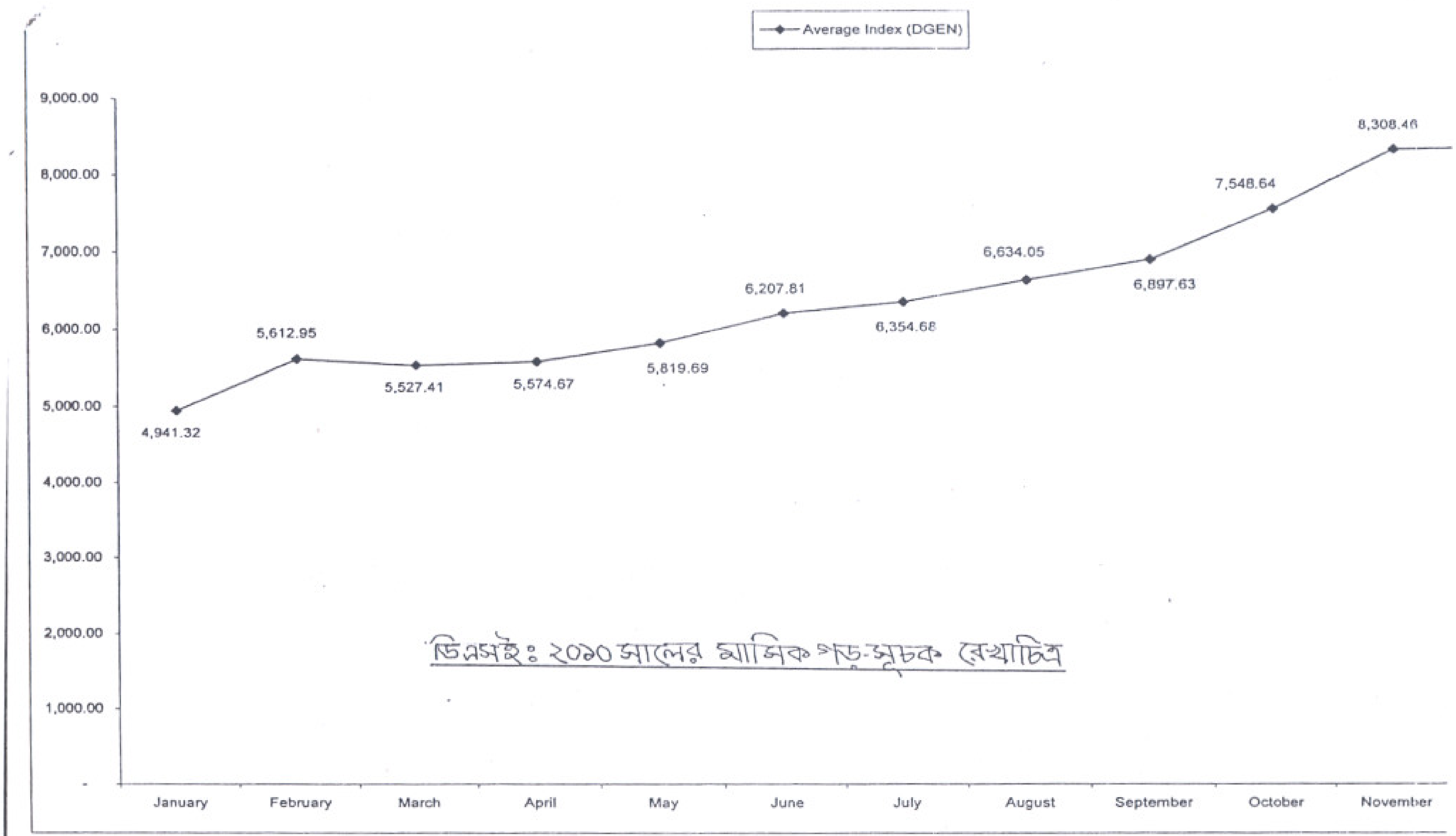
Average Index (DGEN)
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
4,941.32
5,612.95
5,527.41
5,574.67
5,819.69
6,207.81
6,354.68
6,634.05
6,897.63
7,548.64
8,308.46
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
ডিএসইঃ ২০১০ সালের মাসিক গড়-সূচক রেখাচিত্র

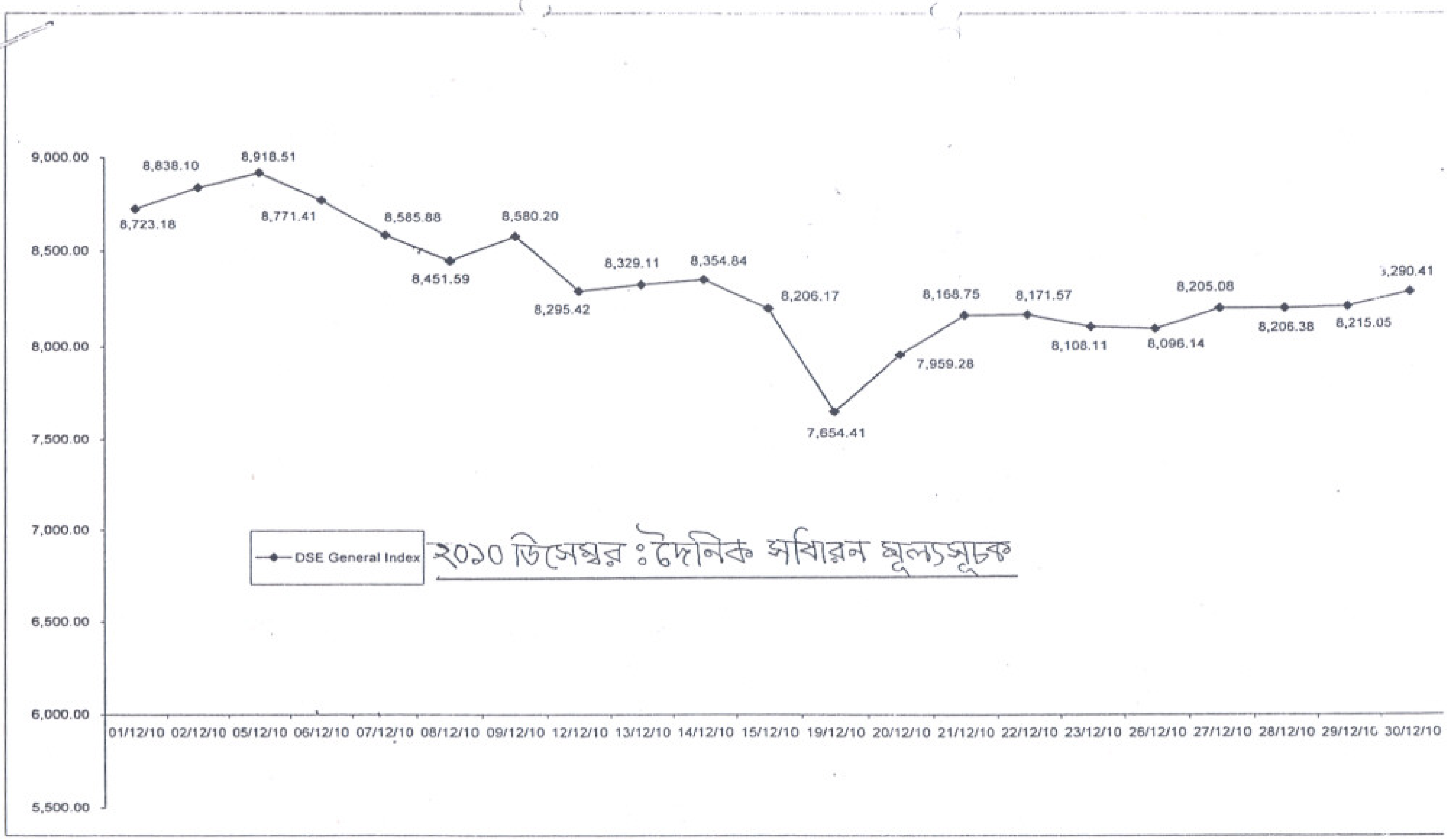
২০১০ ডিসেম্বর ঃ দৈনিক সাধারন মূল্যসূচক
DSE General Index
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,500.00
7,000.00
6,500.00
6,000.00
5,500.00
8,723.18
8,838.10
8,918.51
8,771.41
8,585.88
8,451.59
8,580.20
8,295.42
8,329.11
8,354.84
8,206.17
7,654.41
7,959.28
8,168.75
8,171.57
8,108.11
8,096.14
8,205.08
8,206.38
8,215.05
,290.41
01/12/10
02/12/10
05/12/10
06/12/10
07/12/10
08/12/10
09/12/10
12/12/10
13/12/10
14/12/10
15/12/10
19/12/10
20/12/10
21/12/10
22/12/10
23/12/10
26/12/10
27/12/10
28/12/10
29/12/10
30/12/10

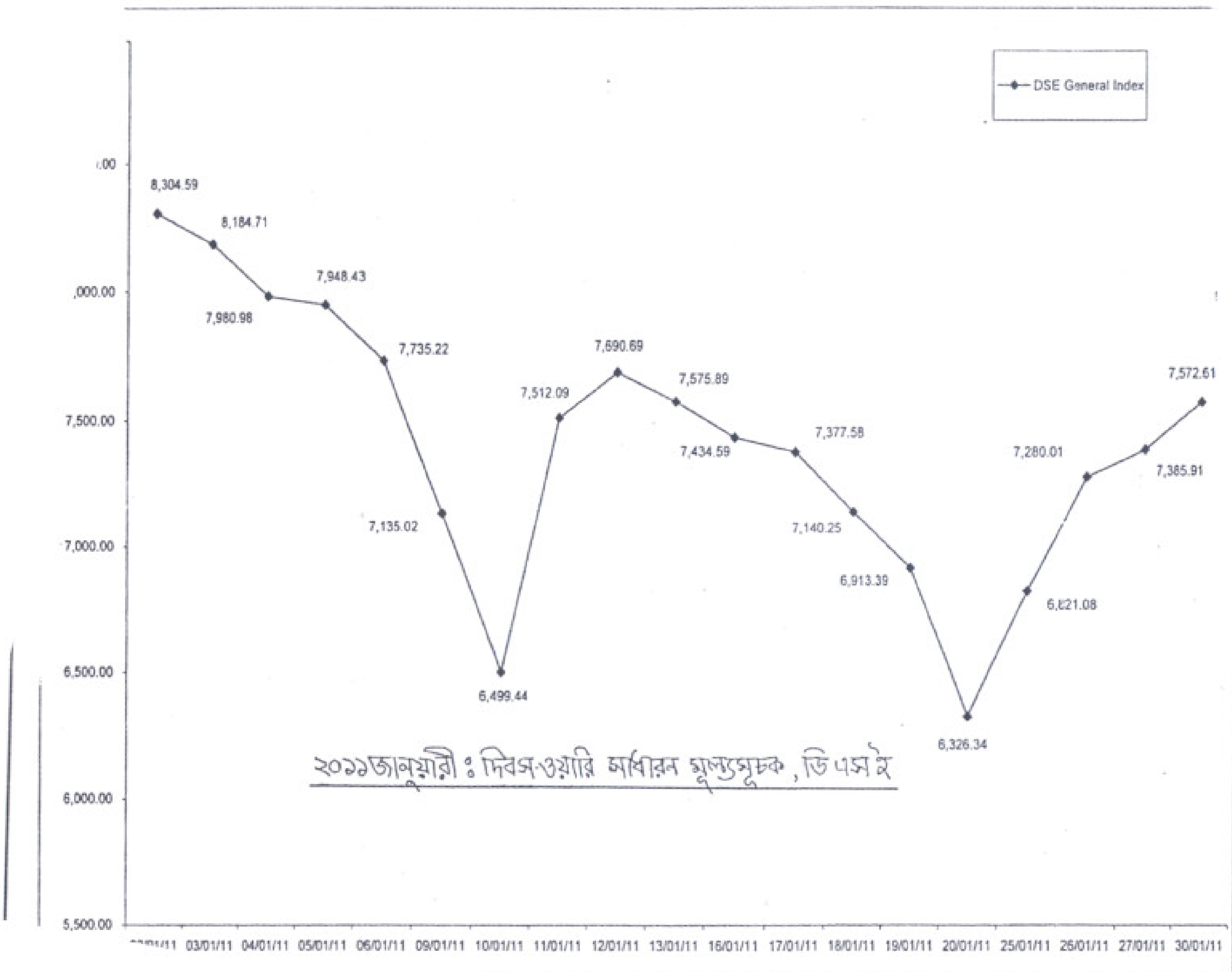

Market close 23/01/11 & 24/01/11

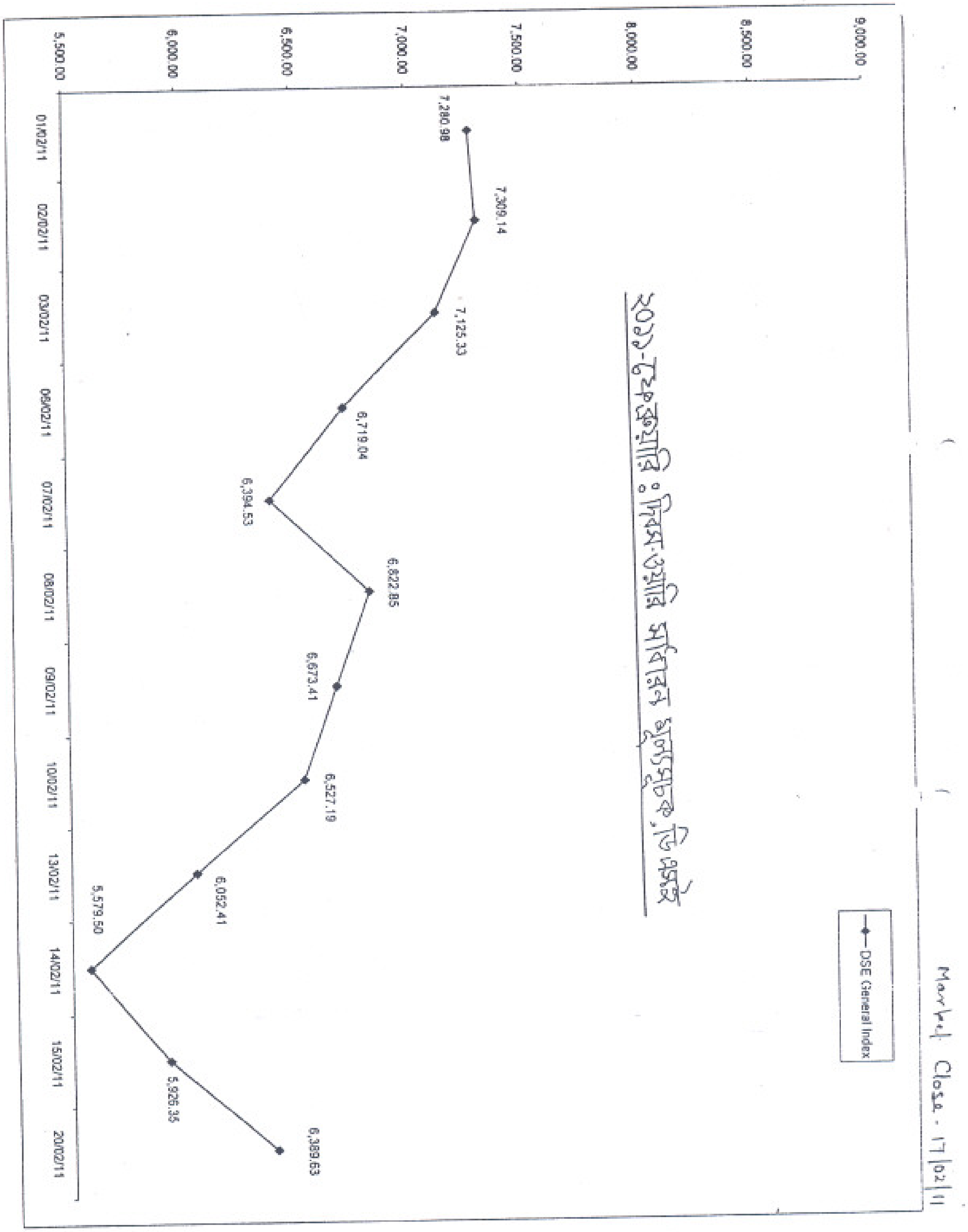

৩.৫ **উল্লম্ফনের পর মহাধস ঃ** পুঁজিবাজারে উথান-পতন স্বাভাবিক হলেও উল্লম্ফন (steep rise) এবং মহাধস (steep fall) স্বাভাবিক নয়। উল্লম্ফনের মাত্রা যত বেশী, মহাধসের মাত্রাও তত বেশী হয়ে থাকে। মহাধসটাই সাধারণের নজরে আসে। কিন্তু মহাধস কখনোই ঘটে না, যতক্ষণ না উল্লম্ফন সংঘটিত হয়। তাই উল্লম্ফণের পর মহাধস অবধারিত পরিনতি। আচমকা কিছু নয়। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে

ডিসেম্বর পর্যন্ত যে উল্লম্ফন সংঘটিত হয়েছিল, তারই স্বাভাবিক পরিনতি ঘটেছিল ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে। ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসের দিবস-ওয়ারী সূচকের রেখচিত্রটি অবলোকন করলে, পরিস্কার দেখা যায় যে **জানুয়ারী মাসের ২ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত যে trigger sale করা হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে ৬ থেকে ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত সময়কালে মহাধস সংঘটিত হয়েছিল।** এরপর ১২-১৩ জানুয়ারী দর সামলানোর প্রচেষ্টা থাকলেও ২০ জানুয়ারী পুনরায় বাজার মুখ থুবড়ে পড়ে। ২৬ জানুয়ারী থেকে বাজার শুশ্রুষার চেষ্টা থাকলেও ৭ ফেব্রুয়ারী হতে ১৪ ফেব্রুয়ারী সূচক সর্বনিম্ন (৫,৫৭৯) পয়েন্টে নেমে যায়।

৩.৬ এ অধ্যায়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু করে ২০১১ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়কালে রেখচিত্রের মাধ্যমে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের মূল্যসূচক উথান-পতন তথা উল্লম্ফন-মহাধসের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো। এই তথ্য সমূহ, প্রবাহ-চিত্র এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ পরবর্তী পর্যায়ে ঘটনা চিহ্নিতকরনে সহায়ক হবে।

৩.৭ মাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত রেখচিত্রটির সাথে মিলিয়ে দেখে দৈনন্দিন সূচক পরিবর্তনের ক্রমধারা অনুধাবনের সুবিধার্থে ১ জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত দিবস-ওয়ারী সূচক, পরিবর্তন ও টার্নওভার দেখিয়ে তৈরী একটি ছক পরিশিষ্টে সংযোজিত হলো। মাত্র একদিনে সূচকের ১০০ পয়েন্ট হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে, এমন একটি ছক-৩ঃ১ এ দেয়া হলো ।

<u>ছক-৩ঃ১</u>

একদিনে শতাধিক পয়েন্ট হ্রাস-বৃদ্ধির দিবস-ওয়ারী সূচক ও টার্নওভার

তারিখ	সূচক	পরিবর্তন		টার্নওভার	পরিবর্তন
		পয়েন্ট	%	(লক্ষ টাকা)	(%)
১২.০২.০৯	২৫৩৮	১২১	৫	২৫১২১	(১.১১)
০৭.০৬.০৯	২৭৯০	১০৭	৩.৯৯	৭৮১৬৮	১৬.১৯
০৫.০৭.০৯	২৯৬৬	(১০৩)	(৩.৩৮)	৯৮৫০০	(১৪.৩৩)
১৬.১১.০৯	৪১৪৮	৭৬৪	২২.৬১	৭৩৮০৩	৬.১৬
১৪.০১.১০	৪৮৩৮	১৩৪	২.৮৫	১০৭২৭২	(২৫.৪৪)
২৫.০১.১০	৫৩১২	১৫৬	৩.০২	১৫০৩৫৫	৩.৪৯
০৩.০২.১০	৫৩৯৯	(১০৪)	(১.৮৮)	১৬৩৭৫১	(৩.১৬)
১৪.০২.১০	৫৭৪৫	১০৯	১.৯৫	১৬১৩৬৮	১৪.৫৮
২২.০২.১০	৫৬২৩	(১৩৮)	(২.৩৯)	১০৯৮৯৪	(১৫.৮৪)
২৮.০২.১০	৫৫৬০	(১২৩)	(২.১৭)	৮৬১১২	(৮.৭১)
০৮.০৩.১০	৫৪৮৬	(১১৬)	(২.০৭)	৭৪৫১৪	(২২.৩২)

১৪.০৩.১০	৫৩৭৫	(১২৪)	(২.২৭)	৬২৩৮০	(৭.১৮)
১৬.০৩.১০	৫৪৬০	১২৩	২.৩০	৭১১৮০	১৩.৬৫
২১.০৩.১০	৫৫৪৮	১৩৯	২.৫৮	৯৭৪৩৩	৮.৫২
২৪.০৩.১০	৫৬৩৩	১১৪	২.০৮	৮৯৬৮৬	(১৮.৬৬)
১১.০৫.১০	৫৭২৮	১৬০	২.৮৯	১৮৭৪৯৪	০.৪৮
২৩.০৫.১০	৬০৯৬	১১৫	১.৯২	২০৮৪০৪	১৪.৩৪
২৪.০৫.১০	৫৯৯৩	(১০৩)	(১.৭০)	১৮৫১৬৮	(৯.৮৫)
০৭.০৬.১০	৬০৬৭	(১২৭)	(২.০৬)	১৫৯৭০৬	(৪.৪৫)
০৮০৬.১০	৬১৭৬	১০৯	১.৮০	১৩৬৪৭৯	(১৪.৫৪)
২১.০৬.১০	৬১০১	(১১৬)	(১.৮৭)	১২৪৫৬০	(২৬.৮২)
২২.০৬.১০	৬২০৭	১০৬	১.৭৪	১২৪৯১৮	০.২৯
০৫.০৭.১০	৬৩৫৪	১৩৭	২.২১	২১০৮২১	(০.৯০)
১১.০৭.১০	৬৩০৩	(১২৯)	(২.০)	১৬১৮২২	(২৫.৬১)
২৫.০৭.১০	৬২০০	(২০৪)	(৩.২০)	১৪৪৯৬৭	(১৮.৭৮)
২৬.০৭.১০	৬৩২৫	১২৫	২.০৩	১২৮৫৭০	(১১.৩১)
২৫.০৮.১০	৬৬৪৯	(১২৮)	(১.৮৯)	১৬৮৫৮৬	(১৩.৪০)
০২.০৯.১০	৬৭৭৪	১১৭	১.৭৬	১৫২১৭৬	২.২৪
০৫.০৯.১০	৬৮৮৯	১১৫	১.৭০	১৬২২৮৩	৬.৬৪
০৩.১০.১০	৭২২৩	১২৬	১.৭৮	২৪৮৯২১	৫.৯৩
১০.১০.১০	৭২৯২	(১৮৭)	(২.৫১)	২৩৬৪৭৬	(১৫.৫৮)
১১.১০.১০	৭৩৯৬	১০৪	১.৪২	১৫৬৪৮৪	(৩৩.৮৩)
০৯.১১.১০	৮০৮৩	১০৯	১.৩৭	২৩২৯৫০	(৪.০)
১৪.১১.১০	৮৩০৭	১২০	১.৪৭	২২০২৭২	(২.২২)
১৫.১১.১০	৮৪৪৩	১৩৫	১.৬৩	২৫৭৩৬০	১৬.৮৪
২১.১১.১০	৮৫৯৮	১৫৫	১.৮৩	২৮২৪৭৮	৯.৭৬
২৪.১১.১০	৮৬৭২	১১৮	১.৩৮	২৬৯৩০৩	(১.৫৭)
০১.১২.১০	৮৭২৩	১২০	১.৪০	২৪৭৯৩৫	০.০ (?)
০২.১২.১০	৮৮৩৮	১১৬	১.৩২	৩১৭৯৬৯	২৮.২৫
০৬.১২.১০	৮৭৭১	(১৪৭)	(১.৬৫)	২৭১০৬১	(১৬.৫৯)
০৭.১২.১০	৮৫৮৫	(১৮৫)	(২.১২)	২০৫০৬৩	(২৪.৩৫)
০৮.১২.১০	৮৪৫১	(১৩৪)	(১.৫৬)	১৯৬৯৪২	(৩.৯৬)
০৯.১২.১০	৮৫৮০	১২৮	১.৫২	১৬২২৭৪	(১৭.৬১)
১২.১২.১০	৮২৯৫	(২৮৪)	(৩.৩২)	১৭১৭৩৬	৫.৮৩
১৫.১২.১০	৮২০৬	(১৪৮)	(১.৭৮)	১২৬৯৯৪	(১৮.৪৪)
১৯.১২.১০	৭৬৫৪	(৫৫১)	(৬.৭২)	১৪৮৬৮১	১৭.০৮
২০.১২.১০	৭৯৫৯	৩০৪	৩.৯৮	১৪৫৯২৬	(১.৮৫)
২১.১২.১০	৮১৬৮	২০৯	২.৬৩	১৬৮৩৩০	১৫.৩৫
২৭.১২.১০	৮২০৫	১০৮	১.৩৫	১৪১৩৭৮	(৭.২৭)

চতুর্থ অধ্যায়

৪. পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের ধারণা ও মতামত

৪.১ তদন্ত কমিটি কর্মপদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গের ধারণা (perception) ও মতামত (opinion) সংগ্রহ করেছে। সংস্থাভিত্তিক সভা ও মুক্ত আলোচনা রেকর্ড করা হয়েছে। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে মতামত দিয়েছেন সাক্ষাত, ই-মেইল, ফ্যাক্স ও ফোনের মাধ্যমে। এ ছাড়া সংবাদ মাধ্যমের পেপার-কাটিং ও ভিডিও ফুটেজও কমিটি পড়েছে এবং দেখেছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের মধ্যে রয়েছে (১) ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালনা পরিষদ ও প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ; (২) চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালনা পরিষদ ও প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ; (৩) মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহ; (৪) পাবলিকলি লিষ্টেড কোম্পানী সমূহের সমিতি; (৫) পুঁজিবাজার জার্নালিষ্ট ফোরাম; (৬) ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল ব্রোকার/ডিলারবৃন্দ; (৭) চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল ব্রোকার/ ডিলারবৃন্দ। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন্-ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশনের সংগে পৃথক পৃথক বৈঠক হয়েছে এবং তাদের মতামত কমিটি রেকর্ড করেছে। ব্যক্তিগত মতামত ও নোট করা হয়েছে। রেকর্ডকৃত ধারণা ও মতামত সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

৪.২ <u>পাবলিকলি লিষ্টেড কোম্পানী সমূহের সমিতি ঃ</u> ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রবিবার বিকেল ৪ টায় তদন্ত কমিটির সাথে সভায় মিলিত হয়ে ধারণা ও মতামত লিখিত আকারে পেশ করেন। প্রশ্নোত্তরে মৌখিক আলোচনাও হয়েছে। তাদের মূল বক্তব্য নিম্নরূপঃ

(ক) ৪ বছরে ৩০ লক্ষ নতুন বিও একাউন্ট খোলা হয়েছে। ২৩৮টি ব্রোকারেজ হাউজ ৫৭০টি শাখা খুলেছে ৩২টি জেলায়। ব্রড মানি, প্রবাসী রেমিটেন্স, কালো টাকা এবং ব্যাংকের শিল্প-ব্যবসা ঋণ প্রবেশের ফলে পুঁজিবাজারে অর্থ সরবরাহ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। অথচ নতুন শেয়ার বাজারে এসেছে অল্পই। ফলে ডিমান্ড-সাপ্লাই মিসম্যাচ হয়েছে।

(খ) ম্যানিপুলেশন, গুজব প্রভৃতি উপায়ে মুনাফা করলে, নিয়ন্ত্রক সংস্থার ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

(গ) ১০০ টাকার শেয়ার ১০ টাকায় রূপান্তরে বাজার অতি মূল্যায়িত হয়েছিল। এসইসি'র সিদ্ধান্তের জন্য এমনটা হয়েছে।

(ঘ) সরাসরি তালিকাভূক্ত কোম্পানীর শেয়ার বিক্রিতে কোম্পানীর লাভ হয় না, বরং পরিচালকেরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হন। কেপিসিএল, ওশেন কন্টেইনার সরাসরি তালিকাভূক্ত হলেও ওয়েষ্টিন হোটেল সরাসরি তালিকাভূক্তির সুযোগ পায়নি।

(ঙ) বুক বিল্ডিং উত্তম পদ্ধতি। কিন্তু এসইসি সকলষ্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা না করে পদ্ধতি নির্ধারণ করায় সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ৪২টি কোম্পানী বুক বিল্ডিং এর অনুমতির অপেক্ষায় ছিল।

(চ) জেড ক্যাটাগরি সহ অতিমূল্যায়িত শেয়ারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিৎ। সিডিবিএল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(ছ) এসইসি কর্তৃক পুনঃপুনঃ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং বাজারে হস্তক্ষেপ ঠিক হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক আরো ধীরে চলতে পারতো।

(জ) সুপারিশ সমূহের মধ্যে রয়েছে, ক্যাপিটাল মার্কেট ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, রেগুলেশন রিভিউ করা, কোম্পানীকে তার শেয়ার বাই-ব্যাক করতে দেয়া, কোম্পানীকে তার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ মুনাফার ঘোষণার সুযোগ দেয়া, মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ও ইনসাইডার ট্রেডিং এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

দেয়া, ফিনান্সিয়াল এনালিষ্ট নিয়োগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসইসির মধ্যে আন্তঃসংস্থা বৈঠকের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া আইসিবি এ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মন্তব্য করা হয়। পি-ই রেশিও ১৫ বা তার কম বাজারের জন্য ভালো।

৪.৩ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১১ সোমবার বিকেল ৪ টায় তদন্ত কমিটির সাথে বৈঠকে এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী সমূহের প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ যে ধারণা ও মতামত পেশ করেন, তার মধ্য থেকে মূখ্য বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হলঃ

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মত আচরণ করছে। প্রথম দিকে আইসিবি, অগ্রণী ব্যাংক, আইডিএলসি ফিনান্স, লংকাবাংলা ফিনান্স প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ শুরু করে। এবি ব্যাংক পুঁজিবাজারে আসার পর থেকে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো discretionary account maintain না করে non-discretionary account -এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের মতানুযায়ী শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় শুরু করে।

(খ) মার্চেন্ট ব্যাংকগুলির অমনিবাস একাউন্টে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত নামে প্রাক-আইপিও প্লেসমেন্ট নেয়া হয়েছিল। অমনিবাস একাউন্টে মার্চেন্ট ব্যাংকের নাম লেখা থাকে বলে প্লেসমেন্ট হোল্ডারদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়।

(গ) বাংলাদেশে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে উদ্যোক্তার ন্যূনতম বিনিয়োগ ১০%। ভারতে এটা ৪০%। উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে।

(ঘ) প্রাইভেট প্লেসমেন্ট দিয়ে কোম্পানীর ডাইরেক্ট লিষ্টিং হয়েছে। প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু হয়েছে। আফতাব অটোমোবাইল এবং অন্য ৬টি কোম্পানীতে কারা প্লেসমেন্ট বাণিজ্য করেছিল, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

(ঙ) আইনে বাই-ব্যাক করার নিয়ম নাই। আমাদের সে অভিজ্ঞতাও নাই। তাই বর্তমান অবস্থায় বাই-ব্যাকের অনুমতি প্রদান ঠিক হবে না।

(চ) আইসিবি ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা করেছে। এসইসি সম্প্রতি মেয়াদ শেষে ৮টি ফান্ডের অবসায়ন করতে বলেছে। এটি ঠিক হবে না। বরং ফান্ডগুলো অবসায়ন না করে আরো ১ মেয়াদ (১০ বছর) এর জন্য নবায়ন করা উচিৎ।

(ছ) পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের জন্য দায়ী অতিরিক্ত তারল্য প্রবাহ, ১০০ টাকার শেয়ার ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ, প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করা, বুক-বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও প্রাইস বাড়ান এবং সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন করে নিট সম্পদ বেশী দেখিয়ে শেয়ার মূল্য বাড়ানো।

(জ) আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী ১১টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ২টি ইউনিট ফান্ড পরিচালনা করে। ট্রাষ্ট দলিল মোতাবেক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ফান্ডের ৭৫% পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে পারে এবং এই বিনিয়োগ থেকে লভ্যাংশ ও মূলধনী মুনাফা পায়।

(ঝ) পড়ন্ত বাজারকে উজ্জীবিত করার জন্য আইসিবি-কে ২০০০ কোটি টাকা 'মার্কেট ষ্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড' প্রদান করা যেতে পারে।

(ঞ) মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট হোল্ডারদের তালিকা ইস্যু ম্যানেজারের কাছে পাওয়া যাবে।

(ট) সুপারিশ সমূহের মধ্যে রয়েছে, আইপিও-তে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ১০% থেকে বাড়ানো, ফান্ডের মেয়াদ বাড়ানো এবং ফান্ডে রাইট/বোনাস শেয়ার ঘোষণার অনুমতি প্রদান।

..৩.৮ ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনঃ ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১১ বুধবার বিকেল ৪ টায় ত বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। সভার মতামত ও সুপারিশসমূহ থেকে মূখ্য বিষয়গুলো এখানে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) বর্তমানে দেশে ৩৬ টি মার্চেন্ট ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে ৩১ টি। মার্চেন্ট ব শাখা-ভিত্তিক একটি করে অমনিবাস একাউন্ট পরিচালনা করে। এক একটি অমনিবাস এ তিন-চার হাজার থেকে দশ-বারো হাজার পর্যন্ত গ্রাহক অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে।

(খ) গত এক বছরে শেয়ারদর উত্থান অস্বাভাবিক ছিল। পতনও অস্বাভাবিক এবং অনিবার্য ব্রোকার হাউজগুলো মফস্বলে অনেক শাখা খুলে অর্থ যোগান বাড়িয়ে কালোটাকা প্রবেশ, বেনিফিট প্রদান, ব্যাংকের ঋণ দেয়ার ফলে অর্থ সরবরাহ ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। শেয়ার যোগা কম। প্রচার ও প্রচারণার দ্বারা শেয়ারের অতিমূল্যায়ন ঘটান সহজ হয়েছিল এ পরিস্থিতিতে।

(গ) এসইসি এবং ডিএসই'র সুপারভাইজরি সক্ষমতা দূর্বল। তাদের জনবল সংকট রয়েছে। একাউ ডিসক্লোজার অপর্যাপ্ত। সংশ্লিষ্ট চাটার্ড একাউন্ট্যান্টবৃন্দ দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। ইনডিকে প্রাইস নির্ধারণে অস্বচ্ছতা ছিল। ইনষ্টিটিউশনাল ইনভেষ্টরদের বিনিয়োগে লক-ইন সময়বৃ প্রাইস ডিসকভারিতে বিডিং প্রাইসের সাথে বিডিং পরিমান উল্লেখের সুপারিশ করা হয়। পাবি ইস্যু রুলসে ভ্যালুয়েশন সূত্রের ব্যাখ্যা নাই। প্রমিত সূত্র উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(ঘ) এসইসি ঘনঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও আইন-বিধি সংশোধন করেছে। লোন মার্জিন রেশিও ঘনঘ পরিবর্তন ঘটেছে। এর কুপ্রভাব বাজারে পড়েছে। মার্জিন লোন মার্চেন্ট ব্যাংকের এখতিয়ারে থাক উচিৎ।

(ঙ) মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো সাবসিডিয়ারীতে রূপান্তরিত হওয়ায় মূলধন কমে গেছে। ফলে, পুঁজিবাজারে যথেষ্ট বিনিয়োগের সক্ষমতা নাই। এসইসি ব্যাংকগুলিকে ইনভেষ্টমেন্ট এডভাইজরি সার্ভিস থেকে বিরত রেখেছে। এটি ঠিক নয়।

(চ) প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বেশী প্রিমিয়ামে বাজার থেকে অনেক পুঁজি চলে গেছে। প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু বন্ধ করা হোক। কোম্পানীকে বেশী প্রিমিয়াম পাইয়ে দেয়ার প্রবনতা থেকে ইস্যু ম্যানেজারদের বেরিয়ে আসতে হবে। বেশী প্রিমিয়াম নির্ধারনে এসইসি এর যোগসাজশ ছিল। আইপিও'র শেয়ার প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে পি/ই ১৫ অতিক্রম করা অনুচিৎ। মূল্য নির্ধারনে পি/ই এর বিকল্প উদ্ভাবন করা উচিৎ।

(ছ) সংশ্লিষ্ট সংস্থা (এসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিএসই প্রভৃতি) এর মধ্যে আন্তঃবৈঠক প্রয়োজন। এসইসি এর এডভাইজরি কাউন্সিল গঠন বা সক্রিয়করণের মাধ্যমে এ কাজটি হতে পারে।

(জ) দৈনিক গড় লেনদেনের মাত্র ২১% করে মার্চেন্ট ব্যাংক। বাজার মূলধনের ৩.৮০% পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা করে মার্চেন্ট ব্যাংক। ১৪ টি মার্চেন্ট ব্যাংক সাবসিডিয়ারিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৩টি রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। মার্চেন্ট ব্যাংকের মূলধন বাড়ানো উচিৎ।

.৫ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালনা পর্ষদঃ ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১ মঙ্গলবার বিকেল চারটায় তদন্ত কমিটির সাথে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদের ১২ জন নির্বাচিত, ১২ জন মনোনীত এবং ১ জন পদাধিকারবলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। উপস্থিত সদস্যগণ তাদের মতামত, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ পেশ করেন। পেশকৃত মূখ্য বিষয়গুলি এখানে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা কোম্পানীর মূলধন উত্তোলন করা হয়েছে। আইপিও করতে অপেক্ষমান কিছু কোম্পানী প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ৪/৫ হাজার কোটি টাকার মূলধন উত্তোলন করেছে। বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। নামসর্বস্ব কোম্পানী যাতে প্রাথমিক গনপ্রস্তাবে না আসতে পারে, সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(খ) পুঁজিবাজারে গত বছরে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, ব্যাংকের FDR, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদির সুদহার হ্রাস, শিল্প-বাণিজ্য ঋণের অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে 'সিমিলার ষ্টক' শব্দটির অপপ্রয়োগ ও বিভিন্নভাবে indicative price বৃদ্ধি, ১০০ টাকা মূল্যমানের শেয়ার ১০ টাকায় বিভক্তিকরণ, রাইট ইস্যুতে বেশী প্রিমিয়াম ধার্যকরণ এবং সরকারী কোম্পানীর শেয়ার বাজারে না আসা।

(গ) ডিএসই/সিএস এর লিষ্টিং কমিটি বিরূপ মন্তব্য করে সুপারিশ না করা সত্বেও ডিএসই লিষ্টিং এর অনুমতি দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, যা অন্যায় কাজ। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়, মডার্ণ হ্যাচারি লিঃ এর আর্থিক প্রতিবেদন যথাযথ না হওয়ায় ডিএসই লিষ্টিং কমিটি লিষ্টিং দেয়নি। কিন্তু সিএসই না দেয়ার কারণ জানতে চেয়েছে ডিএসই এর কাছে। এটি কাম্য নয়।

(ঘ) এসইসি'র সার্ভেলেন্স বিভাগ দুর্বল। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সুপারিশ অনুযায়ী জনবল ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

(ঙ) কোম্পানীর স্বতন্ত্র পরিচালকের যোগ্যতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধির আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এসইসি এর কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন পালন করা হচ্ছে কিনা, তা তদারকী করতে হবে।

(চ) সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯ এর ২ সিসি ধারায় অন্য সকল আইনকে supersede করার বিধান প্রায়শঃই অপপ্রয়োগ হয়েছে। ধারাটি আইনানুগ কি না, তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। বিষয়টি পরীক্ষার দাবী জানান হয়।

(ছ) এসইসি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে আন্তঃসংস্থা বৈঠক হওয়া উচিৎ। বাংলাদেশ ব্যাংক এ্যাকশনে যাবার অনেক আগে থেকেই ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগ আইনানুগ সীমার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য পরামর্শ / নির্দেশ দিয়ে আসছিল। ডিএসই'র পরিচালক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে শেয়ার লেনদেন হয়ে থাকলে, তা খতিয়ে দেখা উচিৎ। ইনসাইডার ট্রেডিং এর অভিযোগ রয়েছে, যা গুরুতর।

(জ) ডিএসই কে conflict of interest থেকে রক্ষা করার জন্য demutualization অত্যন্ত জরুরী। এ ছাড়া প্রফেশনালিজম প্রতিষ্ঠিত হবে না।

(ঝ) এসইসি কর্তৃক বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ফলে, কেউ লাভবান হয়েছেন। আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন। ঘনঘন লোন ও মার্জিন রেশিও পরিবর্তনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আইপিও তে ফান্ডামেন্টাল বিবেচনা না করে মূল্য নির্ধারণের অভিযোগ রয়েছে, যা গুরুতর। এসইসি কর্মকর্তাদের আচরনও শোভন নয়।

(ঞ) ডাইরেক্ট বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে লিষ্টিং হয়েছে, এমন কোম্পানী সমূহের শেয়ার হোল্ডিং এবং শেয়ার হোল্ডারদের গত ২/৩ মাসের শেয়ার ট্রেডিং পরীক্ষা করা উচিৎ। অমনিবাস একাউন্ট ominous হচ্ছে, এগুলো বন্ধ করা উচিৎ।

(ট) ডাইরেক্টর আহমদ ইকবাল হাসানের মতে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে মোট ১৪,০০০ কোটি টাকা বাজার থেকে উত্তোলন করা হয়েছে। প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা এবং ডাইরেক্ট লিষ্টিং এ ২০০০ কোটি টাকা উঠান হয়েছে।

(ঠ) পুঁজিবাজারে ফাইনান্সিয়াল এনালিষ্ট নাই। অত্যন্ত প্রয়োজন। ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠনও অতি প্রয়োজন। এ ছাড়া গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রোগ্রাম নিতে পারে এসইসি। সার্ভেলেন্স জোরদার করা উচিৎ। সরকারী কর্মকর্তা, ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা এবং এসইসি কর্মকর্তাদের বিও একাউন্ট খতিয়ে দেখা উচিৎ।

(ড) ম্যানিপুলেশন শুরু একাউন্টস থেকে। পূনঃ একাউন্টিং প্রয়োজন। ব্যাংকের অধিক বিনিয়োগের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কেমন ছিল, তা দেখা দরকার।

৪.৬ <u>পুঁজিবাজার সাংবাদিক ফোরাম</u> ঃ ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রবিবার বিকেল ৪ টায় তদন্ত কমিটি পুঁজিবাজার সাংবাদিক ফোরামের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। সভায় আলোচনা, মতামত ও সুপারিশ সমূহের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) পুঁজিবাজার উত্থানের কারণ হিসাবে তারা যে সব কারণ চিহ্নিত করেন, সেগুলো হচ্ছে - ১৩ লাখ নতুন বিনিয়োগকারীর বাজারে প্রবেশ, বিপুল তারল্য প্রবাহ, নতুন শেয়ারের স্বল্পতা, শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকায় রূপান্তর, ঋণ প্রাপ্তির জন্য শেয়ারের আয় অনুপাত নির্ধারণ, এনএভি ফর্মূলা এবং অসাধু উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা। পতনের কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন, মূল্য সংশোধন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুল পদক্ষেপ, বড় বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ প্রত্যাহার, নীতি নির্ধারকদের দায়িত্বহীন বক্তব্য এবং ব্রোকার হাউজের ট্রিগার সেল।

(খ) তাদের মতে, ১০ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে ষ্টক এক্সচেঞ্জে মোট লেনদেন ছিল ১৬ কোটি টাকা। সেনাসহায়তায় সরকার গঠনের পর ১৪ জানুয়ারী লেনদেন হয়েছিল ৯৬ কোটি টাকা। সেনা সদস্যরা শেয়ারবাজারে যুক্ত হওয়ায় বাজার শক্তিশালী হয়। অপ্রদর্শিত অর্থ ও কালোটাকা শেয়ার বাজারকে স্ফীত করেছিল। সঞ্চয়পত্রের সুদ হ্রাস, শিল্প বিনিয়োগে স্থবিরতা, ব্যাংক আমানতে সুদ হ্রাস পুঁজিবাজারকে বাড়িয়ে দেয়।

(গ) সেনাসদস্যরা শেয়ারবাজারে ব্যাপক বিনিয়োগ করে। অবস্থান সংহত করার জন্য পরিচালনা পর্ষদে তাদের মনোনীত লোক বসিয়েছিল। ফোরামের মতে সেনা সমর্থিতরা হলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন চৌধুরী, মাসুদুল হক, লাইনুন নাহার একরাম এবং সাইফুল ইসলাম।

(ঘ) ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থমন্ত্রী ২৬ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোড করার কথা বললেও, কার্যতঃ তা হয়নি। ১০ টাকায় শেয়ার কনভার্সনের বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। আইপিও-র ক্ষেত্রে ৪০ কোটি টাকা ন্যূনতম মূলধনের শর্তও বাধা হিসাবে কাজ করেছে।

(ঙ) বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়ায় সরাসরি তালিকাভূক্ত ওশেন কন্টেইনার এবং খুলনা পাওয়ার কোম্পানী লিঃ এর শেয়ার 'অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে' বিক্রি করেছেন একজন মন্ত্রীর পারিবারিক গ্রুপ। আরেকটি উদাহরণ সিএমসি কামাল টেক্সটাইল। ২০০৪ থেকে টানা ৫ বছর লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। ২০০৯ সালে এ্যাসেট রিভ্যালুয়েশন করে ১০% ষ্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে, যা হিসাবসম্মত নয়। ম্যানুপুলেশন করে ১০ টাকা শেয়ারের দাম ওঠান হয় ২৯০/- (অর্থাৎ ১০০ টাকায় ২৯০০/-)।

(চ) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সকল শেয়ার ১০০ টাকায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু এসইসি সদস্য মনসুর আলমের সিদ্ধান্তে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে ১০ টাকায় কনভার্সন শুরু হয়।

তৎকালিন ষ্টক এক্সচেঞ্জ সভাপতি জনাব রকিবুর রহমান গ্রামীন ফোনের আইপিও প্রস্তাব আটকে দিয়ে সুবিধা গ্রহন করেছেন। প্লেসমেন্ট শেয়ার পেয়ে তিনি পরে রাজী হন।

(ছ) বিভিন্ন সিন্ডিকেটের সাথে মিলিত হয়ে উদ্যোক্তারা ইপিএস বাড়িয়ে দেখানো, সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন, বোনাস শেয়ার, রাইট শেয়ার প্রভৃতি ঘোষণার মাধ্যমে বিপুল মুনাফা করেছে। ফাইন ফুড, বীচ হ্যাচারি, রহিমা ফুড, লিগাসি ফুটওয়ার এ ধরণের কোম্পানী। এছাড়া 'জেড' ক্যাটাগরির অনেক কোম্পানী ২০১০ সালে বিপুল মুনাফা দেখিয়েছে একই প্রক্রিয়ায়।

(জ) ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে একটি বড় গ্রুপ পুঁজিবাজারে ঢোকে বিপুল অর্থ নিয়ে। তারাই 'বাব্ল' সৃষ্টি করে। এ সব আলোচিত ম্যানিপুলেটরদের মধ্যে নাম শোনা যায়, নজরুল ইসলাম মজুমদার (এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান), এ,কে,খান পরিবারের কিছু সদস্য, ডাঃ এইচ,বি,এম, ইকবাল, কুতুবুদ্দিন আহমদ ও এ, কে, আজাদ চৌধুরী।

(ঝ) ACI ফর্মূলেশনের শেয়ারের বড় অংশ ছিল ACI লিমিটেডের। ACI ফর্মূলেশনের দাম বাড়ালে ACI লিমিটেডের শেয়ারমূল্য বেড়ে যায়। ACI ফর্মূলেশনের সরাসরি তালিকাভূক্তির মাধ্যমে দু'কোম্পানীর শেয়ারমূল্য বেড়েছিল। এ ছাড়া ওশেন কন্টেইনারের শেয়ার অধিগ্রহন করেছিল সামিট এলায়েন্স পোর্ট লিঃ। কেপিসিএলের একইভাবে মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো হয় (প্রাইভেট প্লেসমেন্ট)।

(ঞ) ডিএসই'র প্রাক্তন সভাপতি মোঃ রকিবুর রহমান সব সময়েই ডিএসই এবং এসইসি কে প্রভাবিত এমনকি নিয়ন্ত্রন পর্যন্ত করেছেন। তার চাপে এসইসি অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আবার অনেক সিদ্ধান্ত পাল্টেছে। সাংবাদিক ফেরামের মতে, রকিবুর রহমান এসইসি এবং গোয়েন্দা সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তাদের 'ম্যানেজ' করে রাখেন। রকিবুর রহমান সর্বত্রই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের কথা বলে থাকেন।

(ট) ফোরাম যে সব ব্যক্তির অপতৎপরতার উল্লেখ করেছে তারা হলেন, রকিবুর রহমান, নূর আলী, মোসাদ্দেক আলী ফালু, লোটাস কামাল, সালমান এফ রহমান এবং লুৎফর রহমান বাদল। এরা ওয়ারেন্ট ইস্যু, প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু এবং প্লেসমেন্টের মাধ্যমে সম্পদ গড়েছেন।

(ঠ) জেম ইন্ড গ্লোবাল নামের বিতর্কিত কোম্পানী উচ্চমূল্যে বিডি থাই কোম্পানীর ওয়ারেন্ট ক্রয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই ওয়ারেন্ট সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য ছিল। বারবার মূল্য বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে দাম বাড়ানো হয়। এসইসি'র সহযোগিতায় এটা হতে পেরেছে। এসইসি এর সহযোগিতা ব্যবহারকারী অন্যান্যরা হলো, বেক্সিমকো ফার্মা, আফতাব অটোমোবাইল, যারা ওয়ারেন্ট ইস্যুর ঘোষণা দেয়। পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার মুখে এটি বন্ধ হলে এই চক্রটি 'রূপান্তরযোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ার' ইস্যু নিয়ে মাঠে নামে। এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে বিডি থাই, বেক্সিমকো ফার্মা, আফতাব অটোমোবাইল, সামিট পাওয়ার, এস আলম কোল্ডরোল, বিডিকম, পিপলস লিজিং। এসইসি'র একজন প্রাক্তন মেম্বারের সহযোগিতায় এসব হয়েছে।

৪.৭ <u>ফোরাম বহির্ভূত সাংবাদিকবৃন্দ ঃ</u> ফোরামের সদস্য হননি, এমন অর্থনৈতিক ও পুঁজিবাজার সাংবাদিকবৃন্দ পৃথকভাবে তদন্ত কমিটির সাথে বৈঠক করেন ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ মঙ্গলবার বিকেল ৪ টায়। সাংবাদিকদের উপস্থাপিত তথ্য/ মতামত / সুপারিশের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(ক) বাজারের উর্ধগতি বিষয়ে তদারককারী সংস্থাগুলো সতর্ক ছিল কি না, বাজারে নতুন কোম্পানী তালিকাভূক্তকরণে প্রতিবন্ধকতাগুলো কি, মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর ভূমিকা যথাযথ ছিল কি না, ছোট/ মাঝারি কোম্পানীর তালিকাভূক্তকরণে ৪০% শেয়ার ছাড়ার যুক্তি কি, এসব বিষয় খতিয়ে দেখা উচিৎ।

(খ) তালিকাভূক্ত হবার আগেই প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে শেয়ার বরাদ্দ দিয়ে জমজমাট ব্যবসা চলেছে। এসইসি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বরাদ্দ দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা হয়েছে এবং দূর্নীতির প্রসার ঘটান হয়েছে। পরিশোধিত মুলধন ৫০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্তির বিধান থাকা সত্বেও, ঐ ধরণের কোম্পানীকে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারা প্লেসমেন্ট পেয়েছে, অতিরিক্ত প্রিমিয়ামে এসব কোম্পানীকে বাজারে আনার ক্ষেত্রে প্লেসমেন্ট প্রাপ্তদের ভূমিকা ছিল কি না, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে অতি মূল্যায়নে কাদের ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হোক।

(গ) প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকলেও কিছু কোম্পানী/ উদ্যোক্তা বাজার থেকে প্রায় ১১৬২,৯৮,৪৮০০০/- টাকা (১১৬৩ কোটি টাকা) তুলে নিয়েছে। লোকসানী কোম্পানী লভ্যাংশ দিতে ব্যর্থ হলেও অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে টাকা তুলেছে। নীতিমালা না থাকলেও কি কারণে বা কাদের চাপে এসইসি প্রেফারেন্স শেয়ারের অনুমতি দিয়েছে ?

(ঘ) বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালকেরা শেয়ার অতি মূল্যায়িত হবার পর কি পরিমান শেয়ার বিক্রি করেছেন, গুজব ছড়ানোর পেছনে কারা ছিল, তদন্ত করা উচিৎ।

(ঙ) কোম্পানীর সম্পদ অবিশ্বাস্য পূনর্মূল্যায়নে কারা জড়িত ? ইস্যুয়ার, ভ্যালুয়েশন কোম্পানী, চাটার্ড একাউন্টেন্ট কোম্পানী, ইস্যু ম্যানেজার, কার কি ভূমিকা ছিল এবং এসইসি কেন ব্যবস্থা গ্রহন করে নাই, তা খতিয়ে দেখা উচিৎ।

(চ) সরাসরি অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ওসিএল এবং কেপিসিএল কে বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়ায় অর্থ সংগ্রহে এসইসি অনুমতি দিয়েছে বলে শোনা যায়। স্বশাসিত নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি-র কাজে মন্ত্রণালয়ের কারা এবং ব্যবসায়ী মহলের কারা হস্তক্ষেপ করেছেন, তা খতিয়ে দেখা উচিৎ। মন্ত্রণালয়ের আনাড়ি হস্তক্ষেপে এসইসি ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে।

(ছ) প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ৫টি কোম্পানী (ওরিয়ন ফার্মা, ইউনিক হোটেল, লঙ্কা-বাংলা সিকিউরিটিজ, জিএমজি এয়ারলাইনস এবং এসটিএস হোল্ডিং) ১৫৫২ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। উচ্চহারে প্লেসমেন্ট গ্রহনের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিপাকে পড়েছেন। পুঁজিবাজারের বাইরে প্লেসমেন্ট শেয়ার লেনদেন সম্পূর্ণ অবৈধ, অথচ ঘটেছে।

(জ) ওরিয়ন ফার্মা ১০ টাকার শেয়ার অভিহিত মূল্য ৭৫, অথচ প্লেসমেন্টে বিক্রি হয়েছে ৭০ কোটি টাকার শেয়ার ৪২৫ কোটি টাকায়। জিএমজি এয়ারলাইন্স ৬০ কোটি টাকার শেয়ার প্লেসমেন্টে বিক্রি করেছে ৩০০ কোটি টাকায়। লংকা-বাংলা সিকিউরিটিজ ৫ কোটি টাকার শেয়ার প্লেসমেন্টে বিক্রি করেছে ১২৫ কোটি টাকায়। STS Holding কোম্পানীর শেয়ার প্রতি আয় ১.৪৪ টাকা। ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ছিল লোকসান। অথচ নির্দেশক মূল্য ১২৫ টাকা। ১২৫ টাকার শেয়ার মাত্র ১৫ টাকায় অর্ধাংশের বেশী শেয়ার কাদের প্লেসমেন্টে দেয়া হয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি। এসইসি কেন তদন্ত করছে না ?

(ঝ) ২০১০ সনের ১৫ জুলাই অবৈধ প্লেসমেন্ট বাণিজ্যের জন্য নবীউল্লাহ নবী ওরফে শফিউল আলম নবী এবং পরিচালক সাত্তারুজ্জামান শামীমকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের কাছে ১৩টি কোম্পানীর অবৈধ প্লেসমেন্ট শেয়ার ছিল। তারপর কি হল, জানা দরকার।

(ঞ) গত দেড় বছরে অতিমূল্যায়নের সুযোগে পরিচালকেরা বিক্রি করেছেন প্রায় ৬০০০ কোটি টাকার শেয়ার। এদের মধ্যে রয়েছে, এবি ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, সামিট পাওয়ার, লংকা-বাংলা, আইডিএলসি, বিএসআরএম ষ্টিল, বেক্সিমকো ফার্মা, বেক্সিমকো সিনথেটিক প্রভৃতি।

(ট) একই গ্রুপের ৬টি কোম্পানীর ঋণ পরিশোধের জন্য ২০০৯ সালের আগষ্টে ৬৩৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ১২ টাকার শেয়ার ইস্যু করে বেক্সটেক্স লিঃ । ঋণের বিনিময়ে শেয়ার প্রাপ্ত কোম্পানীগুলো হলো, নিউ ইংল্যান্ড ইকুয়িটি লিঃ, বেক্সিমকো লিঃ, শাইনপুকুর সিরামিকস, বাংলাদেশ অনলাইন লিঃ, নিউ ঢাকা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এবং বেক্সিমকো হোল্ডিংস লিঃ। এর মধ্যে নিউ ইংল্যান্ডের মালিক সাহাবুব আলম এবং অন্যান্যগুলির মালিক বেক্সিমকো গ্রুপ।

৪.৮ <u>ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল ব্রোকার/ডিলারবৃন্দ ঃ</u> তদন্ত কমিটি ৩ মার্চ ২০১১ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল ব্রোকার/ডিলারবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাদের মতামত, সুপারিশ রেকর্ড করে। সার-সংক্ষেপ এখানে উপস্থাপন করা হল।

(ক) উত্থান-পতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে। কোন দুর্বলতার কারণে ঘটেছিল, তা নির্ণয় করতে হবে। দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) ৯টি কোম্পানী বাজার থেকে ১২,০০০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। আনন্দ শিপইয়ার্ড, জিএমজি, পিএইচপি ও ওরিয়ন ফার্মাসহ ৪০টি কোম্পানী প্লেসমেন্টের মাধ্যমে অনেক টাকা তুলেছে। শেয়ারের অতিমূল্যায়ন খতিয়ে দেখতে হবে। রাইট শেয়ার/বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে টাকা তুলেছে গোল্ডেনসন, ম্যাকসন্স স্পিনিং, ফাইন ফুড, ফুওয়াং ফুডস প্রভৃতি।

(গ) সম্পদ মূল্যায়নকারী ও অডিটরদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির কারণে তারল্য সংকট হয়েছে।

(ঘ) ২০০৯ সালে ১৮টি কোম্পানী আইপিও এর মাধ্যমে ৯২৮২ কোটি টাকা এবং প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ৩৬৮ কোটি টাকা বাজার থেকে উত্তোলন করে। ২০১০ সালেও ১৮টি কোম্পানী আইপিওর মাধ্যমে ১০,৯৫৫ কোটি এবং প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ৮২৫.১৫ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নেয়। জনাব আহমেদ রশিদ লালী বলেন, গ্রাহককে পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা ব্রোকারদের থাকা উচিৎ। ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় আইপিও-তে যাবার আগে ষ্টক এক্সচেঞ্জের অনাপত্তি প্রয়োজন। অথচ ডিএসই এর বিরূপ মন্তব্যসহ আপত্তি রেকর্ড করার পরও এসইসি আইপিওর অনুমতি প্রদান করেছে। তদন্ত প্রয়োজন।

(ঙ) দেশে সার্টিফায়েড ফিনান্সিয়াল এনালিষ্টদের সার্ভিস প্রদানের অনুমতি দেয়া প্রয়োজন। আইসিএবি এর মাধ্যমে অডিটরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(চ) এসইসি ঘনঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। মার্জিন ঋণের দায়িত্ব মার্চেন্ট ব্যাংকের। এসইসি এর হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। শেয়ারমূল্য ১০ টাকায় কনভার্সন বিপর্যয় এনেছে। নন-পারফর্মিং মার্চেন্ট ব্যাংকারের লাইসেন্স বাতিল করা উচিৎ। মার্চেন্ট ব্যাংকারদের পরিশোধিত মূলধন বাড়ান উচিৎ।

(ছ) ব্রোকার হাউজের কাজ লেনদেন করা। তাদেরকে আইপিও-র মাধ্যমে পুঁজি উত্তোলনে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, লংকা-বাংলা সিকিউরিটিজ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের

শেয়ার প্রাইভেট প্লেসমেন্টে ২৫০ টাকায় বিক্রি করেছে এবং বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ২৫০ টাকায় আইপিও করতে চায়। ৭০% ব্রোকার হাউজ উত্থান-পতনের জন্য দায়ী নয়।

৪.৯ **ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ঃ** ১ মার্চ ২০১১ বিকেল ৪ টায় ডিএসই'র প্রাক্তন সভাপতিদের মতামত পৃথকভাবে নেয়া হয়। সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(ক) ডাইরেক্ট লিষ্টিং পদ্ধতি বাতিল করতে হবে।

(খ) এসইসি কর্তৃক ১৯৬৯ এর অধ্যাদেশের ২ সিসি ধারার অপপ্রয়োগ হয়েছে। মন্ত্রণালয়, ডিএসই সবাই সব শেয়ার ১০০ টাকা করতে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু এসইসি সব ভঙ্গ করে ১০ টাকা মান নির্ধারণের আদেশ দেয়।

(গ) ডিএসই স্ব-উদ্যোগে ডি-মিউচুয়ালাইজেশন করতে চায়। ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট কাউন্সিল গঠন করা উচিৎ। বুক বিল্ডিং এর পরিবর্তে ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতিতে আইপিও করার পরামর্শ দেয়া হয়। বাই-ব্যাক পদ্ধতি বিপর্যয় আনতে পারে মন্তব্য করে সতর্কতার পরামর্শ দেয়া হয়।

৪.১০ **চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালকবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও সকল ব্রোকার/ডিলারবৃন্দ ঃ** ৬ ও ৭ মার্চ ২০১১ দুই দিনে চট্টগ্রামে তদন্ত কমিটির সাথে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(ক) সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং বুক-বিল্ডিং পদ্ধতিতে প্রিমিয়াম মূল্য নির্ধারণ প্রশ্নবিদ্ধ। এসইসি এসব পরীক্ষা না করার দায়ে দায়ী। ভ্যালুয়ার, অডিটরদের দায়বদ্ধতা কার্যকর করতে হবে।

(খ) পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিস্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত/বেঞ্চ নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) আনরিয়েলাইজড ইনকাম থেকে যেসব কোম্পানী ষ্টক ডিভিডেন্ড দিয়েছে, সেগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। এসইসি এ দায়িত্ব পালন করে নাই। প্রাইভেট প্লেসমেন্ট বন্ধ হওয়া উচিৎ।

(ঘ) বন্ড মার্কেট/ট্রেজারী মার্কেট নির্মানের সুপারিশ করা হয়। এখন গুজবভিত্তিক মার্কেট চলছে। T+3 পদ্ধতিতে সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ে ম্যানিপুলেশন হচ্ছে। T+1 তম দিনে ট্রেড করার সুবিধা দাবী করা হয়। OTC মার্কেট থেকে কোম্পানীকে মূলধারায় আনার কথা বলা হয়।

(ঙ) এসইসি ম্যানুপুলেটরদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, অনিয়ম বেড়ে গেছে, প্রাইভেট প্লেসমেন্টে অস্বাভাবিক মূল্য নেয়া হচ্ছে, বন্ধ কোম্পানীর শেয়ারের দামও অস্বাভাবিক হতে দেখা গেছে।

(চ) এসইসি পূনর্মূল্যায়নকে ডিসকাউন্ট করবে। শেয়ারমূল্য নির্ধারনে লাইসেন্সধারী আর্থিক বিশ্লেষকদের পরামর্শ নিতে হবে। এগুলো দেখার জন্য এসইসি তে এক্সপার্ট থাকতে হবে। ১৫ বছরে যতগুলো কোম্পানীর পূনর্মূল্যায়ন হয়েছিল, ২০১০ সালে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক কোম্পানীর সম্পদ পূনর্মূল্যায়ন হয়েছে। এসইসি এর প্রাইভেট প্লেসমেন্টের হিসাব পরীক্ষা করা উচিৎ। একই ব্যক্তি/সংস্থা বারবার প্লেসমেন্ট পেলে, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

(ছ) বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রোগ্রাম নিতে হবে। ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠন করতে হবে। অমনিবাস একাউন্টের বদলে পৃথক বিও একাউন্ট করা উচিৎ।

(জ) এসইসি মান ও পরিমান উভয়দিক থেকেই দুর্বল। এসইসি'র জনবল, স্বচ্ছতা, সততা ও নিষ্ঠা বাড়াতে হবে।

(ঝ) ইনডেক্স হিসাবায়নে ডিএসই ও সিএস'র পার্থক্য যুক্তিযুক্তভাবে নিরসন করতে হবে। লিংক বিও হিসাবের মাধ্যমে ম্যানিপুলেশন হচ্ছে। এক ব্যক্তিকে একটির বেশী লিংক বিও হিসাব খুলতে না দেয়া উচিৎ। তালিকাভুক্ত কোম্পানীর কর হার ১০% থেকে বাড়ানো উচিৎ। শেয়ারের ফেসভ্যালু ও লট ইউনিফর্ম হওয়া উচিৎ। সিএসই এর আপত্তি স্বত্বেও এসইসি লিষ্টিং করেছে, তদন্ত হওয়া উচিৎ। এসইসি -কে ম্যানেজ করে প্রিমিয়াম মূল্য নেয়া হয়। বর্তমান বাই-ব্যাকের প্রস্তাব ম্যানিপুলেশন বাড়াবে। ম্যারিকোর মত মূলধনের মাত্র ১০% আইপিও করলে, তাকে পাবলিকলি লিষ্টেড কোম্পানী বলা যায় না। সিএসই এর অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিৎ।

(ঞ) এসইসি'র এক সদস্যের সহায়তায় গ্রামীনের আইপিও আটকে দেবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল, যেহেতু তারা অনৈতিক কাজে রাজী হয়নি। তদন্ত প্রয়োজন। এসইসি দুর্নীতিগ্রস্ত, এর আশু সংস্কার না হলে, পুঁজিবাজারে স্বস্তি ফিরবে না।

(ট) এসইসি''র প্রাক্তন মেম্বার জনাব সাহবুব আলম প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু ও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট পদ্ধতির পরামর্শক ও তদবিরকারি। এসইসি'র অবসরপ্রাপ্ত উর্ধতন কর্মকতাদের কনসাল্টেন্সি নিষিদ্ধ থাকা উচিৎ।

(ঠ) চিকটেক্স, রূপম অয়েল, রাসপিট গ্রুপ আইপিও করে প্রচুর টাকা তুলে নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। কোম্পানী তালিকাচ্যুত হয়েছে, কিন্তু স্পন্সরেরা বিদেশে ভালো আছে। সুরাহা হওয়া দরকার।

(ড) মার্কেট ষ্টাবিলাইজেশন ফান্ড হতে পারে, তবে ঋণ নিয়ে নয়। রিফান্ড ওয়ারেন্ট, অপরিশোধিত ডিভিডেন্ড ও পুঁজিবাজার থেকেই এ ফান্ড গড়ে তুলতে হবে।

৪.১১ <u>সুশীল সমাজ, গবেষক ও অধ্যাপক</u> ঃ ৮ মার্চ বিকেল ৪ টায় গবেষক/অধ্যাপকদের সাথে সভা হয়। এছাড়া সুশীল সমাজের সাথে ই-মেইল, সাক্ষাৎকার, ফ্যাক্স ও ফোন মাধ্যমে সংযোগ হয়। অনেক তথ্য/মতামতই অন্যান্য সভা থেকে এসেছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেকর্ড করা হল ঃ

(ক) সরকারী কর্মচারিদের, ব্যাংক কর্মকর্তাদের শেয়ার ব্যবসা, প্লেসমেন্ট গ্রহন বন্ধ করতে হবে। ব্রোকার ডিলারেরা নিজেরা প্লেসমেন্ট নেবেন না। সরকারি অফিসে এখন কাজ ফাঁকি দিয়ে অনেকেই শেয়ার ব্যবসা করে।

(খ) ইপিএস এবং পিই এর মধ্যে পার্থক্য যত বাড়তে থাকে, ততই ধস নামার সম্ভাবনা প্রবল হয়। পিই যেমন ঘটা করে প্রচার করা হয়, ইপিএস তেমন করা হয় না। মৌলভিত্তি ইপিএস এর উপর নির্ভরশীল।

(গ) এসইসি দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্রধানসহ ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধি যেমন দরকার, প্রতিষ্ঠানগতভাবে সংস্কারও তেমনই প্রয়োজন। সার্ভেলেন্স ষ্টক এক্সচেঞ্জের ওপর ছেড়ে দিয়ে এসইসি শক্তিশালী পরিদর্শন (inspection) বিভাগ গড়ে তুলতে পারে।

(ঘ) এসইসি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিয়োগ শক্তিশালী সার্চ কমিটির মাধ্যমে হওয়া উচিৎ। Hire এন্ড fire ব্যবস্থা এসইসি -তে ফলপ্রসূভাবে থাকতে হবে। তবে কর্মচারীদের বেতন-ভাতা উন্নত হতে হবে।

(ঙ) জনাব সাহাবুব আলমের মত এসইসি এর প্রাক্তন কর্মকর্তাদের পুঁজিবাজার সংক্রান্ত কনসাল্টেন্সি বন্ধ করতে হবে। শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(চ) প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে এসইসি, সরকারী কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী মহলকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা হয়েছে। ইস্যু-ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকাররা একাজে আগ্রহী। ডিএসই এর প্রাক্তন সভাপতি জনাব রকিবুর রহমানের নাম এক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত। সমাজে দুর্নীতি উৎপাটনের জন্য সরকার এ বিষয়টি নিবিড় তদন্ত করতে পারেন। সরকারী কর্মকর্তাদের এক্ষুণি নির্দেশ দেয়া যায়, তাদের হাতে থাকা শেয়ার বিবরণী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করার জন্য।

(ছ) সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে গত দু'বছরে বেশ কিছু তথ্যসমৃদ্ধ পুঁজিবাজার রিপোর্ট বেরিয়েছে। কিন্তু এসইসি কর্ণপাত করেনি। ব্যবস্থাও নেয় নাই। বরং সাংবাদিকদের একাংশকে প্লেসমেন্টে বশিভূত করার জন্য নেপথ্যে কাজ করে থাকতে পারে। তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সম্পর্কে এসইসি এর মতামত/মন্তব্য প্রকাশ করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

(জ) পুঁজিবাজারের এবারকার ধস blessing in disguise হয়েছে। কারণ ধস না হলে অপেক্ষারত অনেক কোম্পানী বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আকাশচুম্বি শেয়ারমূল্যে কয়েক হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়ে মানুষকে নিঃস্ব করে দিত। অপেক্ষারত আইপিও প্রস্তাব সন্দেহজনক বিধায় বন্ধ রাখা উচিৎ। এসইসি সম্পূর্ণ পূনর্গঠিত হবার পর নতুনভাবে পরীক্ষা করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আইপিও প্রদান শুরু করা উচিৎ।

(ঝ) অতি মূল্যায়নের জন্য এসইসি দায়ী নয় মর্মে এসইসি বিধান করেছে। কিন্তু অতি মূল্যায়ন পরীক্ষা করে সত্যতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অবশ্যই এসইসি এর। তা নাহলে এসইসি এর থাকার যৌক্তিকতা নাই। বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিতে আসা প্রয়োজন।

৪.১২ বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট পর্বে সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী ও প্রতিবেদন সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫. পুঁজিবাজারে ব্যক্তি/সংস্থার লক্ষণীয় ভূমিকা

৫.১ তৃতীয় অধ্যায়ে পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক উত্থান-পতন প্রক্রিয়া ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঐরূপ উত্থান-পতন কোন স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। বুদবুদ তৈরীকরণ ও বিস্ফোরণ উভয় প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তি এবং সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক। বর্তমান অধ্যায়ে সেইসব ব্যক্তি/সংস্থা সমূহের ভূমিকা অথবা ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা নিয়ে তথ্য পরিবেশিত হবে।

৫.২ সাধারণতঃ বুদবুদ তৈরীকরণ ও বিস্ফোরণ প্রক্রিয়ায় কিছুসংখ্যক খেলোয়াড়ের পারস্পরিক সমঝোতা থাকে। অথচ ঐ ব্যক্তিসমূহের পারস্পরিক nexus প্রমানকরণ প্রায় অসাধ্য, যদিও অনুমানকরণ সম্ভব। তদুপরি সেকেন্ডারি বাজারে অধিকমাত্রায় ক্রয়-বিক্রয়ে কোন আইনগত বাধা নেই। এমন পরিস্থিতিতে তদন্ত কমিটি নিকট অতীতে এবং বিশেষ সময়ে অধিক শেয়ার ক্রেতা-বিক্রেতা ও মুনাফাকারীদের তালিকা সংগ্রহ করেছে। Nexus প্রমান না করেও বলা যায়, top player-দের সম্পৃক্ততা ছাড়া বুদবুদ তৈরীকরণ/বিস্ফোরণ সম্ভব নয়।

৫.৩ এবারের পুঁজিবাজার ধস ১৯৯৬ সনের ধসের মত নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত। ৯৬ এর ধস ছিল সম্পূর্ণ সেকেন্ডারি বাজারের ঘটনা। **কিন্তু এবারের মূল ঘটনা অনেকটা পর্দার অন্তরালে প্রাইমারি কর্মকান্ড থেকে উদ্ভূত, যা এসইসি'র সমর্থন-সহায়তায় ইস্যুয়ার, ইস্যু-ম্যানেজার, ভ্যালুয়ার, চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং প্লেসমেন্ট হোল্ডারদের একটি শক্তিশালী চক্রের সিন্ডিকেশনের কুফল। আইপিও ইস্যুর আগে প্রিমিয়াম, বুকবিল্ডিং, প্লেসমেন্টের অপপ্রয়োগে যে বিশাল মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, সে চাপই সেকেন্ডারি বাজারে বা উন্মুক্ত পুঁজিবাজারে অতিমাত্রায় অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করেছিল।** প্রাক-আইপিও মূল্য কেলেঙ্কারি রোধ করতে এসইসি ব্যর্থ না হলে, সম্ভবতঃ এবার বাজার ধস হতো না। সেজন্যে ব্যক্তি/সংস্থা চিহ্নিতকরণে এ অধ্যায়ে দু'টি ভিন্ন পর্বে আলোচনা করা হলো - (ক) সেকেন্ডারি পুঁজিবাজারের শীর্ষ ঘটকবৃন্দ এবং (খ) প্রাক-আইপিও আকাশচুম্বি মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তি/সংস্থাসমূহ।

প্রথম পর্ব ঃ ষ্টক মার্কেটে লেনদেন

৫.৪ প্রথম পর্বে শীর্ষ খেলোয়াড়দের তালিকা উপস্থাপন করা হবে, যারা নিকট অতীতে এবং বিশেষ সময়ে (অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন ইনডেক্সের সময়কাল) ক্রয়-বিক্রয়ে শীর্ষে ছিলেন। ২০০৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সূচক ২৮০০ থেকে ৪৫০০-তে উর্ধারোহন করেছিল। এটিকে বুদবুদ সৃষ্টির একটি ট্রিগার সময়কাল বিবেচনা করা যায়। অক্টোবর ও নভেম্বরের শীর্ষ ৩০ জন করে ক্রেতার নাম নিম্নরূপঃ

অক্টোবর ২০০৯		নভেম্বর ২০০৯	
ক্রেতার নাম	কোটি টাকায় টার্নওভার	ক্রেতার নাম	কোটি টাকায় টার্নওভার
গোলাম মোস্তফা	১৩১	এ বি ব্যাংক লিঃ (০০২)	২৪৬
ICB অমনিবাস (ICML)	১২৮	গোলাম মোস্তফা	১৪০
শাহজালাল ব্যাংক	১০৩	ICB অমনিবাস (SOB)	১২৩
ICB অমনিবাস (SOB)	৯৬	ICB অমনিবাস (ICML)	৯৫
এ বি সিকিউরিটি	৮৩	মোঃ রেজাউল করিম	৭৪

পূবালী ব্যাংক	৭৮	উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্ট	৭২
মোঃ রেজাউল করিম	৬৫	সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা	৫৮
সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা	৬১	মোঃ খলিলুজ্জামান	৫৪
মোঃ খলিলুজ্জামান	৫৬	পূবালী ব্যাংক লিঃ	৫৪
ইয়াকুব আলী খন্দকার	৫২	ইয়াকুব আলী খোন্দকার	৫২
সুবর্ণা মোস্তফা	৪৫	এবি ব্যাংক লিঃ (০২৬)	৪৬
মোঃ ফজলুর রহমান	৪৪	মোঃ শহীদুল্লাহ	৪৩
ICB অমনিবাস (JBM)	৩৯	আবু সাদত মোঃ সায়েম(11858)	৪২
আমজাদ হোসেন ফকির	৩৯	ICB অমনিবাস (JBM)	৩৬
উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্ট	৩৬	মোঃ জাহিদ মিয়া	৩৬
ICB অমনিবাস (ICB)	৩৬	মোঃ জাহাঙ্গির মিয়া	৩৪
ICB অমনিবাস (RAJICML)	৩৬	ICB অমনিবাস (KHLICML)	৩৩
এস এম জিল্লুর রহমান	৩৬	জিন্নাত বেগম	৩৩
ICB অমনিবাস (KHLICML)	৩৫	ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক (W9001)	৩৩
মোঃ শহীদুল্লাহ	৩৪	শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক	৩২
নাহার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড	৩৪	মমতাজ বেগম	৩০
ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক (পোর্টফলিও)	৩৩	আবু সাদত মোঃ সায়েম (1570)	৩০
মোঃ মোকসেদুল ইসলাম	৩৩	ICB অমনিবাস (RAJICML)	৩০
ফজলুর রহমান, জেসমিন আরজু	৩২	দি সিটি ব্যাংক (2444)	২৯
ICB অমনিবাস (HO)	৩১	ফারইষ্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স	২৮
মাইদুজ্জামান প্রধান	৩০	আরিফুর রহমান (A0365)	২৮
আরিফুর রহমান (PFI a/c)	৩০	আবু তালহা	২৭
আব্দুল হাফিজ	৩০	ইসলামী ইন্সুরেন্স কোঃ	২৭
ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক (পোর্টফলিও)	৩০	ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক (12840)	২৭
সুলাইমান রুবেল	২৯	কাজী মোঃ শাহাদত হোসেন	২৭

ব্যাখ্যা ঃ তথ্য-সারণীটি বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, (ক) ২০০৯ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে প্রায় একই সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তিবৃন্দ শীর্ষ ক্রেতা ছিলেন। (খ) ICB সরকারী স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হওয়া সত্বেও ট্রিগার ক্রয়ে বড় আকারে যোগ দিয়েছে। অক্টোবরে ICB ৭টি অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে ক্রয় করেছে ৪০০ (চারশত) কোটি টাকার শেয়ার। নভেম্বরে ৬টি অমনিবাস একাউন্টে ICB ক্রয় করেছে ৩৪০ (তিনশত চল্লিশ) কোটি টাকার শেয়ার। এ তথ্য শীর্ষ ৩০টি একাউন্টের জন্য। মোট ক্রয় ৭৪০ কোটি টাকার চেয়ে বেশী। ১০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করে থাকতে পারে। (গ) ICB অমনিবাস একাউন্টের আড়ালে লুকানো রয়েছে পরিচয় গোপনকারী খেলোয়াড়েরা। ICB দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। (ঘ) এ ছাড়া একই ব্যক্তি (যথাঃ আবু সাদাত মোঃ সায়েম) একাধিক একাউন্টে ক্রয় করেছেন। (ঙ) ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন, ইয়াকুব আলী খোন্দকার, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা, মোঃ খলিলুজ্জামান, মোঃ শহীদুল্লাহ, আরিফুর রহমান প্রমুখ। (চ) এবি ব্যাংক, উত্তরা ফাইন্যান্স, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক এবং পূবালী ব্যাংকও বুদবুদ সৃজনকারী ক্রয়ে অংশগ্রহন করেছে।

৫.৫ জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী, ২০১০ দু'মাসে সূচক ৪৯৪১ থেকে ৫৬১২ তে উর্ধারোহন করে। এ সময়টাকে মূল্যবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত ক্রয়ের নমুনা সময় ধরে শীর্ষ ক্রেতাদের ছক পরিবেশিত হল ঃ

শীর্ষ ক্রেতা ঃ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ২০১০ ঃ

ক্রমিক	ক্রেতার নাম	টার্নওভার(কোটি টাকায়)
০১	ন্যাশনাল ব্যাংক	৪২৪
০২	ICB অমনিবাস (SOB)	৩৬৮
০৩	ICB অমনিবাস (ICML)	২৮৭
০৪	গোলাম মোস্তফা	১৬৮
০৫	সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা	১৪৫
০৬	উত্তরা ফিনান্স ও ইনভেষ্ট	১৪৪
০৭	এবি ব্যাংক	১৪২
০৮	শাহজালাল ব্যাংক	১৩৬
০৯	ICB অমনিবাস (ABMUF)	১০৭
১০	ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স	১০৬
১১	প্রিমিয়ার ব্যাংক	১০৪
১২	ICB অমনিবাস (RAJICML)	৯৬
১৩	ICB অমনিবাস (KHLICML)	৯২
১৪	প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট	৯১
১৫	এবি ব্যাংক বিওএ	৮৭
১৬	তৈয়ব আলী খান	৮৫
১৭	সাউথ ইষ্ট ব্যাংক	৮৪
১৮	আব্দুল মতিন	৮২
১৯	ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	৮০
২০	শাহাদাত হোসেন	৭৭
২১	ইয়াকুব আলী খন্দকার	৭৭
২২	মোঃ শহিদুল্লাহ	৭৬
২৩	পূবালী ব্যাংক লিঃ	৭৪
২৪	আব্দুল হাফিজ	৭০
২৫	গোলাম মোস্তফা	৭০
২৬	আরিফুর রহমান	৬৭
২৭	ICB অমনিবাস (EPFI)	৬৫
২৮	ICB অমনিবাস (PBMI)	৬৪
২৯	ICB অমনিবাস (BOGI CML)	৬৪
৩০	রেজাউল করিম	৬৩

ব্যাখ্যা ঃ মার্কেট পুশ করার এ সময়টাতেও লক্ষণীয়, পূর্ববর্তী পুশ পিরিয়ডে (অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৯) যারা শীর্ষ ক্রেতা এবারেও তারাই শীর্ষ ক্রেতা। উল্লেখ্য, (ক) ICB এ সময়ে ৮টি অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে ক্রয় করেছে ১১৪৩ কোটি টাকার শেয়ার। (খ) ব্যক্তিদের মধ্যে এবারেও রয়েছেন গোলাম মোস্তফা, আরিফুর রহমান, সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা, ইয়াকুব আলী খন্দকার প্রমুখ। (গ) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংক, উত্তরা ফিনান্স, এবি ব্যাংক, শাহজালাল ব্যাংক, ফারইষ্ট ইসলামী ইন্সুরেন্স, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক প্রভৃতি। (ঘ) Infer করা যায় যে, দুটি পুশ পিরিয়ডে একই সম্ভাব্য সিন্ডিকেট কাজ করেছে। (ঙ) অতি উত্থান হলে পতন অনিবার্য। অতএব পতনের মূল কারণ এই দুই পিরিয়ডের উল্লম্ফন, যার জন্য

এসব শীর্ষ ক্রেতারাই অবদান রেখেছেন। এদের আন্তঃসংযোগ (nexus) নির্ণয় করা না গেলে, এদের আইনভঙ্গকারী বলা সংগত হবে না। তবে বাজার অতিরিক্ত তেজীকরণে তাদের অবদান রয়েছে।

৫.৬ এখন দেখা যাক, পুঁজিবাজার দ্রুতপতন বা ধসের সময়কালে বা তার প্রক্রিয়াকরণ পূর্বকালে শীর্ষ বিক্রেতা (top sellers) কারা ছিলেন। নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১০ দু'মাসে বাজারে মোটামুটি কমবেশী ৮৩০০ পয়েন্টে লেনদেন চলছিল। এ সময়টাকে uneasy calm হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ঝড়ের পূর্বসময়ও বলা যায়। এ সময় শীর্ষ বিক্রেতারা নিম্নরূপ ঃ

নভেম্বর ২০১০		ডিসেম্বর ২০১০	
বিক্রেতার নাম	কোটি টাকায় টার্নওভার	বিক্রেতার নাম	কোটি টাকায় টার্নওভার
ICB অমনিবাস (AGB)	৪৯৪	অগ্রণী ব্যাংক অমনিবাস(AGB)	৩১৪
ICB অমনিবাস (ABMUF)	২১৬	এবি ব্যাংক	২৭২
ব্রাক ব্যাংক লিঃ	২০৪	এভারেষ্ট ক্যাপিটাল	২৬৬
ICB অমনিবাস (ICML)	১৯৫	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১৭১
ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১৮৫	ব্রাক ব্যাংক লিঃ	১৫৯
ICB অমনিবাস (SOB)	১৫৬	ICB অমনিবাস (ABMUF)	১৫৭
এভারেষ্ট ক্যাপিটাল	১৩৬	সাউথইষ্ট ব্যাংক	১৫৫
এক্সিম ব্যাংক	১২৫	ICB অমনিবাস (ICML)	১৪২
ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুঃ	১২২	উত্তরা ফিনান্স	১৩৬
সাউথ ইষ্ট ব্যাংক	১০৪	মরগ্যান	১৩১
উত্তরা ফিনান্স	১০০	ফ্রন্টিয়ার ফান্ড (বারমুডা)	৯৭
ICB অমনিবাস (RAJICML)	৮৯	IDLC ফিনান্স	৯৪
আনোয়ারা আই হসপিটাল	৮৬	ICB অমনিবাস (ICB)	৯৩
প্রিমিয়ার ব্যাংক	৮৪	তাসমিয়া আম্বারিন	৮৩
পূবালী ব্যাংক	৭৬	প্রিমিয়ার ব্যাংক	৮২
মোঃ গোলাম কিবরিয়া	৭৫	ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুঃ	৮২
তাসমিয়া আম্বেরিন	৭৩	যারা নামরিন	৭৮
IDLC ফাইন্যান্স	৭০	গোলাম কিবরিয়া	৭৮
ICB অমনিবাস (KHLICML)	৬৭	টেরা বিডি ফান্ড	৬৪
ICB অমনিবাস (BOGICML)	৬৪	ICB অমনিবাস (RAJICML)	৬৩
মোঃ হেলাল মিয়া	৫৭	ICB অমনিবাস (ICMF)	৬৩
ষ্টার লাইট সার্ভিসেস	৫০	মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া	৬০
সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা	৫০	ICB সিন্ডিকেট	৫৭
ICB অমনিবাস (CTGICML)	৫০	পূবালী ব্যাংক লিঃ	৫৭
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	৪৮	ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুঃ	৫৫
দি সিটি ব্যাংক লিঃ	৪৬	ICB অমনিবাস (UF)	৪৯
শরীফ আহমেদ	৪২	ICB অমনিবাস (BUGICML)	৪৯
ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক	৪২	মোঃ আবুল বাশার	৪৮
ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	৪১	ICB অমনিবাস (HO)	৪৭
এবিএ ফারুক হোসেন	৪১	আমজাদ হোসেন ফকির	৪৬
ICB অমনিবাস (HO)	৪০	মোঃ হেলাল মিয়া	৪৪
ঢাকা ব্যাংক লিঃ	৪০	আবু তায়িব মোঃ হাসান	৪২

আবু তায়িব মোঃ হাসান	৪০	সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা	৩৮
রাশেদা আখতার (মায়া)	৩৭	শরীফ আহমেদ	৩৮
আরিফুর রহমান	৩৪	বেক্সিমকো হোল্ডিংস	৩৭

ব্যাখ্যাঃ লক্ষণীয়, (ক) পুঁজিবাজার উত্থানের দু'টি পর্বে যে সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি শীর্ষ ক্রেতা ছিল, তাদের অধিকাংশই নভেম্বর-ডিসেম্বর,২০১০ এর পতনপর্বে শীর্ষ বিক্রেতা। (খ) ICB নভেম্বরে ৯টি অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে ১৩৭১ (এক হাজার তিনশত একাত্তর) কোটি টাকা এবং ডিসেম্বরে ৯টি অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে ৯৭৭ (নয়শত সাতাত্তর) কোটি টাকা বিক্রয় করেছে। পতনের দু'মাসে ICB-র মোট বিক্রি ২৩৪৮ (দু'হাজার তিনশত আটচল্লিশ) কোটি টাকা। তুলনা করা যেতে পারে দু'টি উত্থানপর্বে ICB অমনিবাস হিসাবে মোট ক্রয় করেছিল ২২০০ (দু'হাজার দুশো) কোটি টাকার মত। কাজেই উল্লম্ফন ও ধস উভয় সময়ে সিন্ডিকেট সদস্যরা ICB এর অমনিবাস একাউন্টের আড়ালে খেলা করেছিল, এটা প্রায় নিশ্চিত। (গ) উত্তরা ফিনান্স, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানী, পূবালী ব্যাংক প্রভৃতি সংস্থাও উত্থান ও পতন উভয় পর্বে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান নিয়েছিল। (ঘ) এমন কি ব্যক্তি পর্যায়েও আরিফুর রহমান, সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা, আমজাদ হোসেন ফকির, প্রমুখ উত্থান-পতন উভয়কালে শীর্ষ সক্রিয় ব্যক্তি।

৫.৭ জানুয়ারী ২০১১ ছিল পুঁজিবাজারের সম্পূর্ণ অস্থিরতার মাস। এ মাসের শীর্ষ কয়েকজন বিক্রেতার নাম দেখা যেতে পারে ঃ

শীর্ষ কয়েকজন বিক্রেতা ঃ জানুয়ারী ২০১১

বিক্রেতার নাম	কোটি টাকায় টার্নওভার
ফ্রন্টিয়ার ফান্ড (বারমুডা) (F0016)	৮০
ICB অমনিবাস (ICML)	৬৮
ব্রাক ব্যাংক লিঃ	৬৩
ফ্রন্টিয়ার ফান্ড (মারমুডা) (F-37)	৬০
বেক্সিমকো লিঃ	৫৫
এভারেষ্ট ক্যাপিটাল	৪৫
যারা নামরিন	৪৪
ICB অমনিবাস (ICB)	৩৮
সোমা আলম রহমান	৩৮
আরিফুর রহমান	৩৪
গোলাম কিবরিয়া	৩২
ICB অমনিবাস (HO)	২৩
সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা	২১
মোঃ খালিলুজ্জামান	২১
একেএম আরিফুর রহমান (A-3306)	১৬
কাজী ইউসুফ খালেদ	১৭
ICB অমনিবাস (KHALI CML)	১৭
ICB অমনিবাস (UF)	১৭

মন্তব্য ঃ জানুয়ারী মাসের শীর্ষ কয়েকজন বিক্রেতা সবাই বুদবুদ বিস্ফোরন প্রক্রিয়াকালে (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১০) শীর্ষ বিক্রেতা ছিলেন। এখানেও ICB অমনিবাস একাউন্ট সমূহের মাধ্যমে বিক্রয়ে শীর্ষতম।

৫.৮ অধিক অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য ডিসেম্বর-১০ এবং জানুয়ারী-১১ সময়কালে কয়েকটি/জন শীর্ষ বিক্রেতার নাম ও মোট বিক্রয় নিম্নছকে প্রদর্শিত হল ঃ

নাম	বিক্রয়ের তারিখ	কোটি টাকায় বিক্রয়	মন্তব্য
এ,বি, ব্যাংক	১২/১২; ৬/১	৪৪৩	
একেএম আরিফুর রহমান	৬/১২;৪/১;১৬/১;১৭/১;১৮/১	৩৫০	
আমিন রেজওয়ানী	৪/১; ৯/১; ১৮/১১	৯৪	KYC ?
এলিজা রহমান	৯/১২; ৪/১; ১০/১	৩৯	KYC ?
মোঃ ভাই, নুরজাহান হুদা	৯/১; ১৮/১	৪৫	KYC ?
মোঃ খলিলুজ্জামান	৪/১২ থেকে ২০/১	১০৭	
রেহানা খান মজলিশ	১৯/১২ - ১২/১	৪৫	KYC ?
নৃপেন চৌধুরী	৯/১২ - ১৮/১	১৬৬	KYC ?
রিচার্ড ডি রোজারিও	১২/১২ - ৬/১	৭৭	KYC ?
সারা খন্দকার, ইয়াকুব আলী খন্দকার ড্রিম হোল্ডিং, ড্রীমল্যান্ড হোল্ডিং	১২/১২ - ৬/১	১৫৮	সিন্ডিকেট ?
সৈয়দ আবু জাফর	১৯/১২ - ১৮/১	৪৭	KYC ?
সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা, রাশেদা আখতার মায়া	১২/১২ - ৬/১	২৯০	ম্যানিপুলেটর ?

মন্তব্য ঃ ওপরের তালিকাটি সম্ভাব্য সন্দেহজনক ম্যানিপুলেটরদের। KYC পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তদন্ত কমিটির সময় স্বল্প। এসইসি পরীক্ষা করতে পারে।

৫.৯ শেয়ার অতিমূল্যায়নে ২০০৯ এবং ২০১০ সনে শীর্ষ পঞ্চাশটি কোম্পানীর তালিকা, দর পরিবর্তন ও % পরিবর্তন ছকে প্রদর্শিত হল ঃ

Top 50 Gainers (2009)				
No.	COMPANY NAME	1 Jan-09	30-Dec-09	% Change
1	Beach Hatchery	5.80	53.90	829.31
2	Purabi General Insuance	170.00	1,133.75	566.91
3	Aftab Automobiles	354.25	2,048.75	478.33
4	Padma Cement (z)	4.40	24.90	465.91
5	Rahim Textile	418.00	1,849.75	342.52
6	Meghna Pet (z)	4.00	17.70	342.50
7	Desh Garments (B)	61.75	271.75	340.08
8	Confidence Cement	323.00	1,398.25	332.89
9	Orion Infusion (Z)	172.75	727.25	320.98
10	Delta Spinning	139.75	550.25	293.74
11	Olympic Industries	410.75	1,565.25	281.07
12	Savar Refrectories (B)	141.00	535.50	279.79
13	Samorita Hospital	250.00	938.50	275.40
14	First Lease International	363.25	1,327.75	265.52
15	Meghna Confidence Milk(z)	8.80	32.10	264.77
16	Ctg Vegetables (z)	31.50	110.75	251.59
17	Hakkani Pulp (B)	16.20	56.60	249.38
18	Mithun Knitting	153.00	533.25	248.53
19	Reckit & Benkiser	453.00	1,556.40	243.58
20	BEXTEX	23.80	81.40	242.02
21	Fuwang Ceramic (B)	115.75	389.75	236.72
22	Dulamia Cotton (B)	59.50	199.25	234.87
23	Meghna Cement	402.50	1,304.00	223.98

24	Jamuna Oil	141.80	454.40	220.45
25	Rahima Food (B)	52.50	167.25	218.57
26	Aramit Cement (z)	178.50	565.25	216.67
27	BD Auto Car (B)	128.75	406.00	215.34
28	Standard Insurance (B)	152.00	472.00	210.53
29	Prime Textile	120.75	370.75	207.04
30	Northern Insurance	166.50	510.00	206.31
31	Fine Foods	14.80	45.30	206.08
32	Eastern Housing	238.00	719.25	202.21
33	Dhaka Fisheries (B)	57.50	172.25	199.57
34	CMC Kamal (z)	47.00	137.25	192.02
35	Phoenix Finance	440.25	1,261.50	186.54
36	Uttara Finance	745.50	2,123.25	184.81
37	Asia Pasific	224.25	631.25	181.49
38	Anwar Galvanizing (z)	136.75	381.50	178.98
39	Aziz Pipe (z)	173.50	484.00	178.96
40	S. Alam	340.25	946.25	178.10
41	Modern Dyeing (B)	169.25	467.75	176.37
42	Saiham Textile	112.50	307.75	173.56
43	BD Thai	437.00	1,192.25	172.83
44	Anlima Yarn (B)	55.50	151.25	172.52
45	City General Ins.	177.00	479.75	171.05
46	Sonar Bangla Ins.	150.75	408.00	170.65
47	Global Insurance	187.50	502.50	168.00
48	BD Welding (B)	24.20	63.60	162.81
49	Paramound Insurance (B)	149.00	390.50	162.08
50	Standerd Ceramic (B)	105.25	271.00	157.48

Top 50 Gainers (2010)				
No.	**COMPANY NAME**	**1 Jan-10**	**30-Dec-10**	**% Change**
1	Ctg Vegetables (z)	119.75	5,099.50	4158.46
2	Safko Spinn (z)	84.50	753.75	792.01
3	Tallu Spinn (z)	156.00	848.75	444.07
4	Rahima Food (B)	165.25	693.75	319.82
5	BD Welding	66.80	266.50	298.95
6	Prime Insurance	444.00	1,584.25	256.81
7	Monno Staffler	978.25	3,366.50	244.13
8	Sonargaon Textile	380.00	1,288.00	238.95
9	Dhaka Insurance	812.25	2,646.50	225.82
10	City General Ins	474.25	1,503.75	217.08
11	HR Textile	271.00	842.25	210.79
12	Mithun Knitting	534.75	1,655.75	209.63
13	Mercantile Insurance	488.50	1,454.25	197.70
14	Libra Infution	1782.00	4,944.75	177.48
15	Delta Life Insurance (z)	14450.25	38,899.25	169.19
16	One Bank Ltd	451.75	1,153.75	155.40
17	Continental Insurance	434.50	1,105.00	154.32
18	Aramit Cement	628.00	1,591.00	153.34
19	Singer BD	2873.25	7,169.50	149.53
20	Monno Ceramics	462.00	1,138.25	146.37

21	Takaful Insurance	494.50	1,218.00	146.31
22	Imam Button (B)	250.75	606.25	141.77
23	Meghna Confidence Milk (B)	33.60	80.10	138.39
24	Ambee Pharma	211.50	497.20	135.08
25	Midas Financing Ltd	808.50	1,853.25	129.22
26	Savar Refrectories (B)	513.50	1,169.00	127.65
27	Prime Textile	360.75	813.00	125.36
28	Paramount Insurance	381.75	839.00	119.78
29	Fu Wang Food	53.30	117.00	119.51
30	Janata Insurance	913.00	1,991.00	118.07
31	Sonali Ansh	1204.50	2,601.00	115.94
32	Fine Food	45.50	97.20	113.63
33	Quasem Drycell	72.00	153.00	112.50
34	Progressive Life Ins	1572.00	3,298.00	109.80
35	BIFC	543.25	1,117.00	105.61
36	Sonar Bangla Ins	398.00	817.50	105.40
37	BSRM Steel	1036.50	2,118.50	104.39
38	Purabi General Insurance	1100.50	2,245.25	104.02
39	National Life Insurance	3710.50	7,532.00	102.99
40	Rupali Life Insurance	1627.00	3,300.50	102.86
41	Premier Leasing	553.25	1,116.50	101.81
42	Desh Garments (B)	271.00	545.00	101.11
43	Standard Bank	325.25	646.00	98.62
44	Spex Spinning & Knitting	832.25	1,648.75	98.11
45	Republic Insurance	434.00	855.00	97.00
46	Union Capital	125.40	246.80	96.81
47	Eastern Housing	723.25	1,416.00	95.78
48	Agrani Insurance	462.50	902.00	95.03
49	Phoenix Insurance	780.75	1,519.00	94.56
50	International Leasing	1315.50	2,544.00	93.39

মন্তব্য ঃ চিটাগাং ভেজিটেবল (জেড ক্যাটাগরি) ২০০৯ সালে ২৫১% দরবৃদ্ধি এবং ২০১০ সালে ৪১৪৮% দরবৃদ্ধি বিস্তারিত পরীক্ষার দাবী রাখে। একইভাবে বীচ হ্যাচারি, আফতাব অটোমোবাইল, সাফকো স্পিনিং, ওরিয়ন ইনফিউশন, পদ্মা সিমেন্ট, বেক্সটেক্স, CMC কামাল, বিডি ওয়েল্ডিং, সিঙ্গার বিডি সহ জেড ক্যাটাগরি, উৎপাদনবিহীন এবং অবিশ্বাস্য হিসাবায়নকৃত কোম্পানীর জন্য এসইসি কর্তৃক নিবিড় পরীক্ষা ও স্ক্রুটিনি প্রয়োজন।

৫.১০ টার্নওভারের ভিত্তিতে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, ২০১০ এক বছরে শীর্ষ দশটি কোম্পানীর টার্নওভার এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের একটি ছক দেয়া হল ঃ

টার্নওভার ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানী, ২০১০

ক্রমিক নং	কোম্পানীর নাম	কোটি টাকায় টার্নওভার ভ্যালু	% ভ্যালু	সর্বোচ্চ মূল্য (টাকা)	সর্বনিম্ন মূল্য (টাকা)
১	বেক্সিমকো লিঃ	১৯০৬৭	৪.৭৬	৫০০	২৪৫
২	তিতাস গ্যাস	১৪৯৯১	৩.৭৪	১৩০০	৬৫৬

৩	লঙ্কাবাংলা ফিনান্স	১০৫৩৪	২.৬৩	৫৭০	২৮৫
৪	এবি ব্যাংক	১০৩৪৮	২.৫৮	১৮১৫	৯৫০
৫	গ্রামীণ ~~ব্যাংক~~ ফোন	৮৩৯৩	২.০৯	৩৯৫	১৮৭
৬	সামিট পাওয়ার	৭৯৯৮	১.৯৯	২৬৯৯	১৬৯
৭	পিপলস লিজিং	৭৮৫৮	১.৯৬	১৪৮	১২০
৮	বেক্সটেক্স লিঃ	৭৭৪৬	১.৯৩	১০৮	৫০
৯	প্রাইম ফিনান্স ও ইনভেষ্ট	৬৯৩৩	১.৭৩	৩৭৫	৩০১
১০	প্রিমিয়ার ব্যাংক	৬৩৯৩	১.৫৯	৭৪	৪০
মোট		৩০০২৬৫	২৫%		

৫.১১ জানুয়ারী ২০১১ এর প্রথম সপ্তাহে বাজার ধসের সাথে সম্পৃক্ত শীর্ষ কয়েকটি ব্রোকার হাউসের তালিকা দেখা যেতে পারে। ০৯.১.১১ নমূনা তারিখ ধরে ক্রয়ের চেয়ে অনেক বেশী বিক্রয় করেছে, এমন শীর্ষ ব্রোকার হাউজদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

<u>গ্রস ক্রয়-বিক্রয় ঃ ৯ জানুয়ারী ২০১০</u>

ক্রমিক নং	ব্রোকারের নাম	ক্রয় (কোটি টাকা)	বিক্রয় (কোটি টাকা)	বিক্রয় আধিক্য (কোটি টাকা)
১	MTB সিকিউরিটি	১৭	৪৪	২৬
২	BRAC-EPL ষ্টক ব্রোকার	১২	৩৬	২৪
৩	IDLC সিকিউরিটি	২১	৪০	১৯
৪	আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক	১৮	২৯	১১
৫	এলায়েন্স সিকিউরিটি	৮	১৯	১১
৬	এরিজ সিকিউরিটি	২	১২	১০
৭	ফরিদা রকিব সিকিউরিটিজ	১	১১	১০
৮	আইল্যান্ড সিকিউরিটি	৬	১১	৫
৯	আল্ মুন্তাহা ট্রেডিং	৪	১১	৭
১০	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং সিকিউরিটি	২০	২৩	৩

৫.১২ আরেকটি ট্রিগার বিক্রয়ের তারিখ ছিল ১১ জানুয়ারী ২০১১। কয়েকটি নমূনা শীর্ষ বিক্রেতার নাম দেয়া হলো ঃ

ব্রোকারের নাম	ক্রয় (কোটি টাকা)	বিক্রয় (কোটি টাকা)	বিক্রয় আধিক্য (কোটি টাকা)
লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটি	৩৬	৮৪	৪৮
দি সিটি ব্যাংক লিঃ	৫	৩৯	৩৪
ব্রাক-ইপিএল ব্রোকারেজ	১৬	৩৭	২১
ট্রাষ্টি সিকিউরিটিজ	২	২০	১৮
BLI সিকিউরিটিজ	১৬	৩১	১৫

শাকিল রিজভী ষ্টক লিঃ	৪	১৪	১০
IDLC সিকিউরিটি	১৬	২৫	৯
লতিফ সিকিউরিটিজ	-	৫	৫
সালতা ক্যাপিটাল	২	১০	৮
SAR সিকিউরিটিজ	১০	১৭	৭
NCC ব্যাংক লিঃ	১১	১৭	৬

৫.১৩ তদন্ত কমিটি **০১.০৪.২০১০ থেকে ২৫.০১.২০১১ সময়কালে** দৈব-চয়ন ভিত্তিতে তিনটি মার্চেন্ট ব্যাংকার- (১) এবি ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ, (২) সাউথইষ্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিঃ এবং (৩) প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ এর কয়েকজন শীর্ষ হিসাবধারীর হিসাব (অমনিবাসের আড়ালে) পরীক্ষা করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত তথ্য ও মতামত পরিবেশিত হল ঃ

(ক) আলহাজ্ব মোসাদ্দেক আলী ফালু, একাউন্ট নং-এস-১০৭০৫ সাউথ ইষ্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিঃ

মোট জমা ঃ ১০,১৪,০০,০০০ টাকা
মোট উত্তোলন ঃ নাই
মোট শেয়ার ক্রয় ঃ ২১,৭৪,৭৪,১১৭ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ ৬,০৮,২৯,২৬৯ টাকা

মন্তব্যঃ বিক্রয় অপেক্ষা ক্রয় ১৫,৬৬,৪৪,৮৪৮ টাকা বেশী। অথচ হিসাব থেকে টাকা তোলা হয় নাই। উপরন্তু ১০,১৪,০০,০০০ টাকা জমা হয়েছে। উল্লেখ্য, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করার আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে কি হয়েছে, তা অনুসন্ধান করার দায়িত্ব ডিএসই/এসইসি এর।

(খ) ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস লিঃ হিসাব নং-**S-10630** সাউথ ইষ্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিঃ

মোট জমা ঃ ৪৪.০০.০০,০০০ টাকা
মোট উত্তোলন ঃ ৪৭,৫০,০০,০০০ টাকা
মোট ক্রয় ঃ১৬৭,২৯,২০,৮০৮ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ১৬৯,২১,১৮,৬৯৫ টাকা

মন্তব্যঃ ক্রয়ের চেয়ে বিক্রয় ১,৯১,৯৭,৮৮৭ টাকা বেশী। উত্তোলন হয়েছে জমাতিরিক্ত ৩,৫০,০০,০০০ টাকা।

(গ) ডাঃ এইচ বি এম ইকবালঃ হিসাব নং-১৬৫১ প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ

মোট জমা ঃ ১৫,৮৩,০০,০০০ টাকা
মোট উত্তোলন ঃ ১০,৫৩,০০,০০০ টাকা
মোট ক্রয় ঃ২৮৪,৩০,৬১,৮৪৫ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ২৯১,১১,২০,৮৬৪ টাকা

মন্তব্যঃ ক্রয় থেকে বিক্রয় ৬,৮০,৫৯,০১৯ টাকা বেশী। উত্তোলন থেকে জমা ৫,৩০,০০,০০০ টাকা বেশী।

(ঘ) মুনিরউদ্দিন আহমদ হিসাব নং- S-10001 সাউথইষ্ট ক্যাপিটাল এবং 40050003 এবি ইনভেষ্টমেন্ট (দুটি একাউন্ট)ঃ

মোট টাকা ঃ শূন্য
মোট উত্তোলন ঃ শূন্য
মোট ক্রয় ঃ১১৮,১৮,৪৪,৫৬৫ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ১১৪,২৫,৭৪,৪০৮ টাকা

মন্তব্যঃ বিরাট অংকের ক্রয় ও বিক্রয় কোনটাই একাউন্টে প্রতিফলিত হয়নি যা আইনসিদ্ধ বিশদ তদন্ত প্রয়োজন।

(ঙ) রোকসানা আমজাদ ও মোঃ আমজাদ হোসেন হিসাব নং-4005002319225 এবি ইনভেষ্টমেন্ট এবং প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট

মোট জমা ঃ শূন্য
মোট উত্তোলন ঃ ৩,১৩,০০,০০০ টাকা
মোট ক্রয় ঃ২৩৩,৪০,৬৭,৬০৩ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ২৩৪,৪৯,৩৮,২৭৬ টাকা

মন্তব্যঃ ক্রয় থেকে বিক্রয় ১,০৮,৭০,৩৭৩ টাকা বেশী। জমা শূন্য।

(চ) গোলাম মোস্তফা হিসাব নং-১৩০১ ও ১৩৪৮ প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ

মোট জমা ঃ ১৪,২৩,৭০,০০০ টাকা
মোট উত্তোলন ঃ ৭০,৫১,৮০,০০০ টাকা
মোট ক্রয় ঃ ১৪২,৫১,৫৩,৭২১ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ ২৭৯,৫৩,৪১,২৪৪ টাকা

মন্তব্যঃ ক্রয়ের চেয়ে বিক্রয় ১৩৭,০১,৮৭,৫২৩ টাকা বেশী। একই সময় জমার চেয়ে উত্তোলন বেশী মাত্র ৫৬,২৮,১০,০০০ টাকা। একাউন্ট ক্রয়-বিক্রয় প্রতিফলিত করে না।

(ছ) আহসান ইমাম ও মাহজাবিন মোস্তফা ইমাম হিসাব নং-S-10020, S-10005 সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল এবং 4005001766225 এবি ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ

মোট জমা ঃ ৭,৬৫,৯৯,০০০ টাকা
মোট উত্তোলন ঃ ৩৮,৫৯,৮৪,৮২৮ টাকা
মোট ক্রয় ঃ ৯৮,৩৮,০৭,৯৩৯ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ১৪১,০৭,৩৭,৬১২ টাকা

মন্তব্যঃ মোট ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয় ৪২,৬৯,২৯,৬৭৩ টাকা বেশী। জমাতিরিক্ত উত্তোলন হল ৩০,৯৩,৮৫,৮২৮ টাকা।

(জ) ইয়াকুব আলী খন্দকার ও সারাহ্ খন্দকার হিসাব নং-২০৯, ৪৩৬ ও ৪৩৩ প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট

মোট জমা ঃ ১,৬০,০০,০০০ টাকা
মোট উত্তোলন ঃ ২৬,৭৫,৭৫,৫০০ টাকা
মোট ক্রয় ঃ৮৪৮,৭১,৮৭,০০৬ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ৮৭৯,৭৬,৯৯,৪৬৫ টাকা

মন্তব্যঃ ক্রয় থেকে বিক্রয় বেশী ৩১,০৫,১২,৪৫৯ টাকা। জমা থেকে উত্তোলন বেশী ৩০,৯৩,৮৫,৮২৮ টাকা বেশী। একাউন্টে তার প্রতিফলন নাই।

(ঝ) নিউ ইংল্যান্ড ইকুইটি লিঃ, মোঃ লুৎফর রহমান (বাদল) ও সোমা আলম রহমান হিসাব নং- S-10609, S-10002, S-10004 সাউথইষ্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল, 4005001782225 এবি ব্যাংক লিঃ

মোট জমা ঃ ৯০,২৫,০০,০০০ টাকা
মোট উত্তোলন ঃ ৮৬,৯৩,৫৬,০০০ টাকা
মোট ক্রয় ঃ ২৭৮,৬৫,৬৬,৫২৩ টাকা
মোট বিক্রয় ঃ ২৭৫,৭১,১৫,৮৯৩ টাকা

মন্তব্যঃ বিক্রয়ের চেয়ে ক্রয় ২,৯৪,৫০,৭১০ টাকা বেশী। উত্তোলনের চেয়ে জমা ৩,৩১,৪৪,০০০ টাকা বেশী। একাউন্টে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন প্রতিফলন নেই। বিধি লংঘন করা হয়েছে বলে মনে হয়।

৫.১৪ নমূনা হিসাবগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, (ক) অমনিবাস হিসাবের অন্তরালে লুক্কায়িত এই হিসাবে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন প্রতিফলনই নাই। (খ) একাউন্টের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। (গ) হিসাবধারীরা পুঁজিবাজার তথা দেশের সুপরিচিত ব্যক্তি হয়েও বি,ও হিসাবের বদলে অমনিবাস একাউন্টের আড়ালে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয় বেশ বড় অংকের। (ঘ) অমনিবাসের অন্তরালে থাকা হিসাব যেহেতু ষ্টক এক্সচেঞ্জ বহির্ভূত, অতএব এসইসি'র সরাসরি দায়িত্ব এই অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার হিসাব বন্ধ করা অথবা পরীক্ষা করা। এসইসি'র এ ধরণের কোন উদ্যোগ দেখা যায় নাই। গুরুত্ব বিবেচনা করে অমনিবাস হিসাব সম্বন্ধে তদন্ত কমিটির মতামত ও সুপারিশ পরবর্তী অধ্যায়সমূহে রেকর্ড করা হয়েছে।

৫.১৫ নমূনা অমনিবাস একাউন্ট হোল্ডারদের ক্রয়-বিক্রয় এবং একাউন্টের জমা-উত্তোলনের বিশাল পার্থক্য বিবেচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, তারা রাজস্ব বোর্ডে সঠিকভাবে কর প্রদান নাও করে থাকতে পারেন। এঁদের কয়েকজনের TIN নম্বর তাঁরা উল্লেখ করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে রাজস্ব বোর্ড থেকে পরীক্ষা করাতে পারেন। অমনিবাস একাউন্টের আড়ালে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা বহু সহস্র। তবু ক্ষুদ্র নমূনাচয়ন কর প্রদানে স্বচ্ছতার বিষয়টি উন্মোচন করতে পারে ঃ

ক্রঃ নং	নাম	মার্চেন্ট ব্যাংকার	ব্যাংকার
০১	মোসাদ্দেক আলী ফালু	সাউথইষ্ট মার্চেন্ট S-10705	মার্কেন্টাইল ব্যাংক 00312100052698
০২	সোমা আলম রহমান w/o. মোঃ লুৎফর রহমান (বাদল)	সাউথইষ্ট ইনভেষ্ট S-10004	ষ্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক 18-3106454-01
০৩	মাহজাবিন মোস্তফা ইমাম w/o. আহসান ইমাম	সাউথইষ্ট ইনভেষ্টর্স S-10005	IFIC ব্যাংক লিঃ 1006-134200-031

০৪	মোঃ লুৎফর রহমান (বাদল)	সাউথইষ্ট ইনভেষ্টর্স S-10002	সিটি ব্যাংক লিঃ 1635510011011941
০৫	ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস লিঃ	সাউথইষ্ট ইনভেষ্টর্স S-10630	প্রাইম ব্যাংক লিঃ 1323103001204
০৬	নিউ ইংলন্ড ইকুইটি লিঃ (মোঃ লুৎফর রহমান)	সাউথইষ্ট ইনভেষ্টর্স S-10609	ICB ইসলামিক ব্যাংক 1002400007105
০৭	ইয়াকুব আলী খন্দকার	প্রাইম ব্যাংক (মার্চেন্ট) 209	ন্যাশনাল ব্যাংক SB-143144
০৮	গোলাম মোস্তফা (TIN-157-103-0531 সা- 52)	প্রাইম ব্যাংক (মার্চেন্ট) 1301	ষ্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড (প্রধান) 18513900701
০৯	সারাহ খন্দকার D/O. ইয়াকুল আলি খন্দকার	প্রাইম ব্যাংক (মার্চেন্ট) 434	ন্যাশনাল ব্যাংক (দিলকুশা) 161204
১০	ডাঃ এইচ বি এম ইকবাল TIN-107-100-1232 LTU	প্রাইম ব্যাংক (মার্চেন্ট) P-1651	প্রিমিয়ার ব্যাংক 104-121-000001-5

দ্বিতীয় পর্ব ঃ প্রাক আইপিও ম্যানিপুলেশন, কার্ব মার্কেট

৫.১৬ ষ্টক মার্কেটের বাইরে এসইসি'র প্রত্যক্ষ সহায়তায়, সহযোগিতায় এবং সম্ভবতঃ শীর্ষ নির্বাহীদের সংশ্লিষ্টতায় প্রাক-আইপিও পর্যায়ে যে ম্যানিপুলেশন ঘটেছে, তা অপ্রত্যাশিত, অনৈতিক এবং সুনির্দিষ্ট সিন্ডিকেশনের ফল। প্রকৃতপক্ষে, এসইসি'র ছত্রছায়ায় একটি বেআইনী কার্ব মার্কেট সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেখানে ডিম্যাট তো দূরের কথা কাগুজে শেয়ারও নয়, টোকেনের মাধ্যমে শেয়ার প্লেসমেন্ট ও 'প্লেসমেন্ট ক্রয়-বিক্রয়' সংঘটিত হয়েছে। যদিও এসইসি'র অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার ইস্যু ও বিক্রয় আইনসিদ্ধ নয়, তবুও সেটাই ঘটেছে। এসইসি শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ, ডিএসই/সিএসই মেম্বারবৃন্দ, সিভিল-মিলিটারি কর্মকর্তাবৃন্দ প্রভৃতি বিশিষ্টজনদের প্লেসমেন্ট শেয়ার বন্টন করে শুধু সিন্ডিকেট শক্তিশালী করাই হয় নাই, সেইসাথে সমাজের উচ্চস্তরকে দুর্নীতির জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত করানো হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ছাড়া এই দুষ্টচক্র ভেদ করে পুঁজিবাজারে সুস্থতা আনয়ন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এই পর্বে এবং পরবর্তী অধ্যায় সমূহে দুষ্টপ্রক্রিয়াসমূহ এবং সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

৫.১৭ পরবর্তী অধ্যায় ৬, ৭, ৮ এ বিস্তারিত তথ্য ও বিশ্লেষণ থাকবে বিধায় এ পর্বে শুধুমাত্র নির্বাচিত স্বল্প তথ্য এবং ষ্টকমার্কেটে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা থাকবে। তদন্ত কমিটির বিবেচনায়, প্রাক-আইপিও ম্যানিপুলেশন এবং ফলশ্রুতিতে আকাশচুম্বি মূল্যবৃদ্ধি না ঘটানো হলে, এবারের পুঁজিবাজার ধস ঘটতো না। প্রথম পর্বে আলোচিত ব্যক্তি/সংস্থার সম্ভাব্য ভূমিকার তুলনায় প্রাক-আইপিও সিন্ডিকেটের ভূমিকা পর্বতপ্রমান। প্রাক আইপিও পর্যায়ে অনৈতিক এবং বেআইনী প্রক্রিয়ায় একটি অস্বচ্ছ কার্ব মার্কেটের মাধ্যমে ম্যানিপুলেশন সংঘটিত হয়।

৫.১৮ জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১০, এই দু'বছর সময়কালে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নতুন পুঁজি আহরণ (capital raising) করা হয়। কয়েকটি প্রক্রিয়ায় আহরিত পুঁজির সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়া ঃ সম্পুর্ণ রূপান্তরযোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ার তালিকায় ডিভিডেন্ড হার এবং পুঁজি সংগ্রহের পরিমান উল্লেখ করা হলো ঃ

কোম্পানীর নাম	ডিভিডেন্ড হার	সংগৃহীত পুঁজি (কোটি টাকায়)
১। এস,আলম কোল্ডরোল ষ্টিল	৬%	৫৩
২। আফতাব অটোমোবাইল	৫%	১৮০
৩। বাংলাদেশ-থাই	৫%	৭৫
৪। বেক্সিমকো ফার্মা	৫%	৪১০
৫। সামিট পাওয়ার	২.৫%	৩০০
৬। পিপলস লিজিং	৩%	১২০
৭। বিডি কম	১২%	২৪
মোট		১১৬২

(খ) <u>ডাইরেক্ট লিষ্টিং (প্রিমিয়াম মূল্যে) ঃ</u> বেসরকারী খাতে বিভিন্ন প্রিমিয়ামে উচ্চমূল্যে নিম্নলিখিত কোম্পানীর প্রিমিয়াম রেট ও সংগৃহীত পুঁজি উল্লেখ করা হলো ঃ

কোম্পানীর নাম	প্রিমিয়াম মূল্য (টাকা)	সংগৃহীত পুঁজি (কোটি টাকায়)
এ সি আই ফরমুলেশন	১৫৫.২১	১৩৯
শাইনপুকুর সিরামিকস	৭১.৭২	২৫১
নাভানা সিএনজি	১৯৭.৫২	৩৫৮
ওশেন কনটেইনার্স	১৩৫	১৬০
খুলনা পাওয়ার কোং লিঃ	১৮৪.২০	৯৬০
মোট		১৮৬৮

(গ) <u>ইকুইটিতে লোন কনভার্শন ঃ</u> বেক্সটেক্স ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর ১৯,৮৪,৯৩,৪১৬ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ৩২ টাকা মূল্যে বিক্রি করে ৬৩৫ কোটি টাকা পুঁজি সংগ্রহ করেছে। ফু-ওয়াং সিরামিক্স লিমিটেড ১০০ টাকা শেয়ারমূল্যে ১০,৭৭,০৫৪ টি অর্ডিনারি শেয়ার ইস্যু করে ১০,৭৭,০৫,৪০০ টাকা সংগ্রহ করেছে ডাইরেক্টরদের পার্সোনাল লোন কনভার্শনের মাধ্যমে।

(ঘ) <u>বুক বিল্ডিং (প্রিমিয়াম মূল্য)ঃ</u> ব্যক্তিখাতে বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়ায় প্রিমিয়াম মূল্যে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে আহরিত এবং প্রস্তাবিত আহরনযোগ্য পুঁজির তথ্য নিম্নরূপ ঃ

কোম্পানীর নাম	প্রিমিয়াম মূল্য (টাকা)	সংগৃহীত মূলধন (কোটি টাকায়)
১। RAK সিরামিকস লিঃ	৩৮.০০	১৩১
২। MJL বাংলাদেশ লিঃ (প্রস্তাবিত)	১৪২.৪০	৫৬৯
৩। MI সিমেন্ট ফ্যাক্টরী (প্রস্তাবিত)	১০১.৬০	৩০৫
৪। কেপিসিএল	১৮৪.২৫	২০৯
৫। ওশান কন্টেইনার লিঃ	-	-
মোট		১২১৪

উল্লেখ্য, MJL এবং MI সিমেন্ট অতি উচ্চ প্রিমিয়ামে অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব করেছে। সে তুলনায় RAK সংযতভাবে গ্রহনযোগ্য প্রিমিয়ামে পুঁজি সংগ্রহ করেছে, যে কারণে বাজার পতনে RAK এর শেয়ারমূল্য সেভাবে হ্রাস না পাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

(ঙ) রিপিট আইপিও ঃ এ পদ্ধতিতে গোল্ডেনসন লিঃ কে সুযোগ দেয়া হয়েছে ১০ কোটি টাকা পুঁজি সংগ্রহের। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রেও শেয়ারমূল্য প্রশ্নের সম্মুখীন। এছাড়া আইপিও-তে বে লিজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ (প্রিমিয়াম মূল্য ১৫০ টাকা), মেরিকো বাংলাদেশ (প্রিমিয়াম মূল্য ৮০ টাকা) প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

(চ) প্রশ্নবিদ্ধ প্রস্তাবিত কয়েকটি কোম্পানীর আইপিও অফার প্রাইস ঃ লঙ্কা বাংলা সিকিউরিটিজ লিঃ আদৌ পাবলিক অফারে যেতে পারে কিনা সেটাই প্রশ্ন। তদ্পুরি ২৪০ টাকা প্রিমিয়ামে ২৫০ টাকা বরাদ্দ মূল্য ধার্য করে আইপিও আবেদন করেছে। ইউনিক হোটেল ১৭৫ টাকা প্রিমিয়ামসহ বরাদ্দ মূল্য ধার্য করেছে ১৮৫ টাকা ।

৫.১৯ নমূনা পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, মার্চেন্ট ব্যাংকারগণ বিভিন্ন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ব্লক বরাদ্দ দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি উল্লেখ করা হল। প্লেসমেন্টের কোন নীতিমালাও নেই বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

ব্লক প্লেসমেন্ট ঃ AIBL 1st মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিয়ন ক্যাপিটাল (মার্চেন্ট ডিভিশন)

প্লেসমেন্ট গ্রহনকারীর নাম	ঠিকানা	শেয়ার সংখ্যা
এ এন এম ইয়াহিয়া	২৩২-২৩৪, তেজগাঁও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২০৮	এক লক্ষ
নাহরিন সিদ্দিকা	ঐ	এক লক্ষ
সুফিয়া খানম	ঐ	এক লক্ষ
আসমা তানিয়া তাহের	ঐ	এক লক্ষ
মোহাম্মদ চৌধুরী	ঐ	এক লক্ষ
হাসান আলী খান	ঐ	এক লক্ষ
শিউলি আহমদ	ঐ	এক লক্ষ
ফাহমিদা আহমদ খানম	ঐ	এক লক্ষ
বাহরিন সিদ্দিকা	ঐ	এক লক্ষ
আব্দুর রশীদ	ঐ	এক লক্ষ
আফরোজা আহমদ	৯৬, দারুস সালাম, ঢাকা-১২১৬	এক লক্ষ
ফেরদৌসি বেগম	ঐ	এক লক্ষ
রওশন আরা আহমদ	ঐ	এক লক্ষ
আবেদা সুলতানা	ঐ	এক লক্ষ
ফাহমিদা আখতার	ঐ	এক লক্ষ
নিঘাত সিমা	ঐ	এক লক্ষ
ফরিদ আহমদ	ঐ	এক লক্ষ
ফয়সল আহমদ	ঐ	এক লক্ষ
ফরহাদ আহমদ	ঐ	এক লক্ষ

মন্তব্যঃ ১৯ জনের নামে মাত্র ২টি ঠিকানায় মোট ১.৯ কোটি শেয়ার ফেস ভ্যালুতে প্লেসমেন্ট দেয়া হয়েছে। শেয়ারমূল্য ১৯ কোটি টাকা।

৫.২০ নমূনা প্লেসমেন্ট তালিকা পরীক্ষাকালে দেখা গেছে, কয়েকটি নাম ঘুরে ফিরে বারবার উল্লেখযোগ্য পরিমানে শেয়ার প্লেসমেন্ট পেয়েছে। যেমন, (ক) আহসান ইমাম KPCL এ বিশাল অংকের শেয়ার ক্রয় করেছেন এবং EBL মিউচ্যুয়াল ফান্ডেও ২ কোটি টাকার প্লেসমেন্ট পেয়েছেন। (খ) লুৎফর রহমান বাদলের স্ত্রী শোমা আলম রহমান এই ফান্ডে ৩ কোটি টাকার প্লেসমেন্ট পেয়েছেন। (গ) কিউ এম শরীফুল আলা প্রধান নির্বাহী হয়েও DBH ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডে ১.৫০ কোটি টাকার প্লেসমেন্ট নিয়েছেন। (ঘ) অন্যান্য ঘুরে ঘুরে আসা নামের মধ্যে রয়েছেন শামিমা শরীফ, আনজারা ফাইজা শরীফ, মেহেদি হাসান খান, মাসুদ পারভেজ, হাসানাত দৌলা, মনসুর বিল্লাহ, ফারজানা আখতার, সৈয়দ ফাতেমী আহমদ রুমী, মোহাম্মদ আল মারুফ খান, লুৎফর রহমান বাদল, আব্দুস সালাম, পীমা ইমাম, প্রমুখ। নমূনা মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলো হলো, DBH 1st, গ্রীন ডেল্টা, TBL 1st, IFIL 1st, EBL 1st, Popular Life 1st, Phoenix 1st, IFIC Mutual, ICB AMCL 3rd প্রভৃতি।

৫.২১ সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ (CDBL) ঃ

শীর্ষ বিও একাউন্টধারীঃ শেয়ার লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য সিডিবিএল স্থাপন করা হয়েছিল। সিডিবিএল শেয়ার লেনদেনকারীদের বিও (beneficial owner) একাউন্ট সংরক্ষণ করে এবং বিও হিসাবের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় প্রতিফলিত হয়। সংস্থাটি মেকানাইজড পদ্ধতিতে কর্ম পরিচালনা করছে। বিও হিসাবের ধরণ, লেনদেন, আঞ্চলিক বিভাজন প্রভৃতি বিষয়ে তদন্ত কমিটি সিডিবিএল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। তথ্যসমূহ পরিবেশিত হল ।

শহর-ওয়ারি বিও একাউন্ট সংখ্যাঃ ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১১

শহরের নাম	চালু বিও হিসাব সংখ্যা
বরিশাল	৩৫,১৬৩
বগুড়া	৫৪০
বরগুনা	১৪
চট্টগ্রাম	৫১৮,৫৫৮
ঢাকা	২,৩১৮,৩৯২
দিনাজপুর	১৮৬
ফরিদপুর	৪১৭
ফেনী	৮৩৮
গাজীপুর	১,৬৭০
যশোর	১,০৭৮
জয়পুরহাট	৪০
কিশোরগঞ্জ	১৭৭
ময়মনসিংহ	৩১৬
নারায়নগঞ্জ	৯০৮
নরসিংদী	৪৬০
নাটোর	৭৫
নেত্রকোনা	৪৪
নীলফামারী	৭৬
নোয়াখালী	১,৭২৮
নরসিংদী	৬১
পাবনা	৪৮৫
পটুয়াখালী	২৫৩

নি.ক.

রাজশাহী	৭২,৮৩৫
রাজবাড়ী	১৩৬
রংপুর	৫,৫২৭
সাতক্ষীরা	১৯১
সুনামগঞ্জ	১৪৭
সিলেট	৬৫৮
সিলেট	১৪০,১৬০
অন্যান্য শহর	২৩২,২৮১
মোট	৩,৩৩৩,৪১৪

বিও একাউন্ট পরিচালন ঃ
০১.০১.২০০৯ থেকে ৩১.০১.২০১১

তারিখ	শেয়ার স্থিতিসহ হিসাব সংখ্যা	শূন্য শেয়ার স্থিতির হিসাব সংখ্যা	লেনদেনহীন অব্যবহৃত হিসাব	মোট বিও একাউন্ট সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫=২+৩+৪
০১.০১.২০০৯	৪,৩৩,৮২৮	৪,২৪,৬৭৩	৫,০৯,৯৯৯	১৪,৬৮,৫০০
৩০.০৬.২০০৯	৪,৮২,৪৫১	৪,৬৬,৫৩৩	৪,৭০,০৩৫	১৪,১৯,০১৯
৩১.১২.২০০৯	৬,৮১,১১৩	৫,৩৯,৬১৭	৬,৯৯,৮৭২	১৯,২০,৬০২
৩০.০৬.২০১০	১০,০৬,৬৬৪	৬,১২,৫১৮	৯,৫১,৪৭২	২৫,৭০,৬৫৪
৩০.১২.২০১০	১১,৯৭,১৭৫	৮,৫৯,৭৪৫	১২,২৬,৮২৮	৩২,৮৩,৭৪৮
৩১.০১.২০১১	১১,৮১,৮৮০	৯,০০,০৫৮	১২,৯৭,৭৮১	৩৩,৭৯,৭১৯

ওপরের ছক থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, ২০১১ সনের জানুয়ারী মাস অন্তে ৩৩.৮০ লক্ষ বিও একাউন্টের মধ্যে ১২.৯৮ লক্ষ হিসাব অর্থাৎ ৩৮% এর অধিক হিসাব অব্যবহৃত। এসব একাউন্টে কখনো কোন শেয়ার লেনদেন হয় নাই। এর মধ্যে আবার ৯ লক্ষ একাউন্টে শূন্য স্থিতি। ঐদিন প্রকৃত লেনদেনকারি একাউন্ট সংখ্যা ছিল মাত্র ১১.৮২ লক্ষ অর্থাৎ মোট বিও হিসাবে প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

শীর্ষ ১০ কোম্পানী বিও হিসাবধারী
(০১.১.১০ থেকে ৩১.১২.১০)

কোম্পানীর নাম	সারা বছরের মোট টার্নওভার (কোটি টাকায়)
প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	৬৭৬৭৩
IDLC ফিনান্স লিঃ	৫৫৫৫৭
লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লিঃ	৫২৫৩৩
ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ	৫২৩৩৪
এবি ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	৪৯৭৩৩
প্রাইম ফিনান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	২২৭৫৬
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিঃ	২০৮৪৬
ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	১৫৭১৬
ব্রাক ইপিএল ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	১৫৩৮৩
সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ	১৩৪৬১

শীর্ষ ব্যক্তি বিও একাউন্টধারী
(০১.১.১০ থেকে ৩১.১২.১০)

বিও হিসাবের নাম	লেনদেনের পরিমান (কোটি টাকার অংকে)
সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা, বাড়ী-২০, রোড-১৩ এ ধানমন্ডি	৩৮৩০
গোলাম কিবরিয়া, ৭২/১/এ মধ্য বাড্ডা	২৫০৪
গোলাম কিবরিয়া (২য় একাউন্ট)	১৯৩২
মোঃ হেলাল মিয়া	১৫৮৫
আনোয়ার হোসেন খান	১৫১৪
জিন্নাত বেগম	১৪৬৮
মোঃ শহিদুল্লাহ	১৪৬১
রাশেদা আখতার মায়া	১৪২৭
তাসমিয়া আম্বারিন	১৩৬৮
এ,কে,এম, আরিফুর রহমান	১২৮২
শরিফ আহমদ	১১৯৯
মোজাম্মেল হোসেন	১১৯৩
মোঃ আরিফুর রহমান	১১০৭
সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা (২য় একাউন্ট)	১০৯৭

শীর্ষ ব্যক্তিদের কারো কারো একাধিক বিও একাউন্ট রয়েছে। ব্যক্তি হিসাবে সর্বোচ্চ প্রায় চার হাজার কোটি টাকার লেনদেন রয়েছে। ট্রেডিং প্রফিটের ওপর ট্যাক্স থাকা উচিৎ। কারণ আয়ের পরিমান বেশ বেশী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬. পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা

৬.১ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

বাংলাদেশে পুঁজিবাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ১৯৯৩ সালের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধিনে গঠিত হয়। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এসইসি গঠিত হয় সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী যা তদধীনে আনুষাংগিক বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে। এসইসি একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

দ্বিতীয়ত: ১৯৬৯ সালের সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৯৩ সালের আইন, উভয়ের ধারা সমূহে, এসইসি'র নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কার্যাবলী পালনের যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে, ১৯৬৯ সালের অর্ডিন্যান্সের ধারা ২ সি সি এর বলে এসইসি কোম্পানী আইন,১৯৯৪ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা কোন চুক্তি বা কোন কোম্পানীর সংঘ স্মারক বা সংঘ বিধিতে যাই থাকুক না কেন, এই অর্ডিন্যান্সের ধারা ২ এ, ২ বি বা ২ সি এর অধীন প্রদত্ত যে কোন সম্মতি এসইসি কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শর্তসমূহ সাপেক্ষে হবে। অর্থাৎ এসইসি যে কোন সময়ে যে কোন সম্মতির উপর যে কোন শর্ত আরোপ করতে পারবে। আর কোন নিয়ন্ত্রক সংস্থার এ ধরনের সর্বময় আইনগত ক্ষমতা নেই। এ প্রসঙ্গে উলেখযোগ্য যে, ১৯৯৩ সালের আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এসইসি কে কোন বিশেষ নির্দেশ প্রদান করতে পারবে এবং এসইসি তা পালন করতে বাধ্য থাকবে; তবে এরকম কোন নির্দেশ প্রদানের আগে সরকার এসইসি কে এ সম্পর্কে তার মতামত প্রদান করার সুযোগ প্রদান করবে।

১৯৯৩ এর আইনের ধারা ৮ এ স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে যে এই আইনের বিধান এবং বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, সিকিউরিটির যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরণ, সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং পুঁজি ও সিকিউরিটি বাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করাই হবে কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী। বিগত বছরসমূহে দায়িত্ব ও কার্যাবলী এবং পুঁজিবাজারের অবস্থাদৃষ্টে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এসইসি এই দায়িত্ব ও কার্যাবলী যথাযথভাবে পালন করতে অসমর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশে মূলধনের ইস্যু এবং পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধান আইন হচ্ছে সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯ যা স্ব-নিয়ন্ত্রিত বা আত্ম-নিয়ামক (self regulatory) প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন স্টক এক্সচেঞ্জগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এই আইনে এসইসি'কে সিকিউরিটি ইস্যু এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

নিচে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে গত কয়েক বছরে পুঁজিবাজারের অবস্থান সংক্রান্ত এসইসি'র ভূমিকার একটি চিত্র সামনে চলে আসে। এর অধিকাংশ সময়ে এসইসি কয়েকটি ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিল অথবা দূর্বল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন যে সমস্ত "জেড" ক্যাটাগরি কোম্পানীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে তাদের ব্যাপারে দ্রুত পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও তদন্তের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া এবং বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে দেয়া; নিষ্ক্রিয় বা দূর্বল কোম্পানীগুলোকে রাইট শেয়ার ইত্যাদির মাধ্যমে বাজার থেকে অর্থ উত্তোলন থেকে নিবৃত্ত রাখা ইত্যাদি। আবার এসইসি বাজারের দৈনন্দিন ওঠা-নামার ভিত্তিতে অপরিকল্পিত, ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজারকে আরো অস্থিতিশীল করে তুলেছে-যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মার্জিন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন গুলো। এসইসি'র নীতি নির্ধারণে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া

যায়নি যাতে সবার জন্য সমতল ক্ষেত্র তৈরী, বাজারে কারসাজি বন্ধ করা, বা সব বাজার-অংশগ্রহণকারীর (stakeholder) স্বার্থ সংরক্ষণ করে পুঁজিবাজারের ক্রমাগত উন্নয়নের পরিকল্পনা দেখা যাবে।

২০০৭ এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ ঃ

- ২০০৬ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে। এসময় সাধারণভাবে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে যায় এবং তা শুধু পুঁজিবাজারের ক্ষেত্রে নয়। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগও (এফডিআই) হ্রাস পায়। রেমিটেন্স প্রবাহের ক্রমোন্নতি হয় এবং উল্লেখযোগ্যভাবে অনেক সংসারের উদ্বৃত্ত আয় বেড়ে যায়। উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য ব্যাংকসমূহে প্রচুর পরিমান অলস অর্থ জমা হয়। রিয়েল সেক্টরে বিনিয়োগের ঘাটতির জন্য এবং অলস অর্থ সমন্বিত হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীরা বিকল্প বিনিয়োগ খাত খুঁজতে বাধ্য হয়। বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারের দিকে নজর দেয়, যা ১৯৯৬ সালের বাজার পতনের পর অনেকটাই অজ্ঞাত এবং অনালোচিত থেকে গিয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণমুলক পরিবর্তন ঃ

- বছরের শুরুতে যদিও এসইসি পুঁজিবাজারে কোন হস্তক্ষেপ করেনি, বছরের শেষের দিকে তারা বাজার পর্যবেক্ষণ বাড়িয়ে দেয়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে এসইসি প্রথমে মার্জিন ঋণ প্রদানে ১ঃ১ হারে আরোপ করে, তারপর মার্জিন ঋণ প্রদান স্থগিত করে এবং পরবর্তীতে উক্ত নিষেধাজ্ঞা ৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাহার করে।

সামগ্রিক বাজার

- ২০০৭ সালে ডিজেন সূচক ৮৭.৫% বৃদ্ধি পায় এবং প্রথমবারের মত ৩,০০০ পয়েন্ট অতিক্রম করে। বছরের শুরুতে ৩২.৫ কোটি টাকার বিপরীতে প্রতিদিনের গড় লেনদেন এর পরিমাণ চার গুন বেড়ে গিয়ে স্বল্পাধিক ১৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৭ সালে সর্বমোট ১৪টি সিকিউরিটি পুঁজিবাজারে গণ প্রস্তাবের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়।

২০০৮ এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ ঃ

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দ্বিতীয় বছরেও বিনিয়োগকারীদের আস্থার কমতি দেখা যায়। এফডিআই'এর অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়। সাধারণ মানুষ তখনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছিল। পুঁজি বাজারে দ্রুত উন্নতির কোন নিদর্শন দেখা যায়নি। তথাপিও, বছরের শেষের দিকে যখন বোঝা যাচ্ছিল যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তখন দৃশ্যতঃ জনগণের আস্থা বেড়ে যায়। প্রথমবারের মত তিনটি সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসহ আরো ২টি কোম্পানীকে সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বছরের শেষের দিকে ব্যাংক এবং এনবিএফআইসমূহ তাদের অলস অর্থ পুজিবাজারে বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করে। ডিসেম্বর ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগ বিজয়ী হয়।

উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন ঃ

- ফেব্রুয়ারী মাসে মার্জিন ঋণ প্রদানে ১ঃ১ হার রাখা হয়। জুন মাসে আর্থিক বিবৃতি উপস্থাপন এবং মিউচুয়াল ফান্ড এর উপর নতুন নির্দেশনা জারী হয়। জুলাই মাসে মার্চেন্ট ব্যাংক কর্তৃক অবলিখন, ইস্যু ব্যবস্থাপনা এবং পোর্টফলিও ম্যানেজমেন্ট এর জন্য ন্যুনতম পরিশোধিত মূলধন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা জারী হয়। এছাড়াও এসইসি আরো কিছু বিধি বিধান সাপেক্ষে ব্রোকারেজ হাউজের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমতি দেয়।

সামগ্রিক বাজার

- এ বছরে প্রকৃতপক্ষে ডিজেন সূচক ৭.৩৫ % হ্রাস পায়। তারপরও প্রাত্যহিক গড় লেনদেন দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পেয়ে স্বল্পাধিক ২৮২ কোটি টাকায় পৌঁছে। বেশ কিছু নতুন কোম্পানী এ বছরে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়।

২০০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ ঃ

- বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পর ক্ষমতা গ্রহণ করে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাপের মুখে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের বাণিজ্যিক ঋণের সুদের হার হ্রাস পায়। কিন্তু এতে ব্যাংক সঞ্চয়েরও সুদের হার হ্রাস পায়। ফলে ব্যাংক সঞ্চয় নিরুৎসাহিত হয়ে যায়। পুঁজিবাজার আরো লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। অধিকন্তু ব্যাংক এবং এনবিএফআই গুলো পুঁজিবাজারে আরো বেশী বিনিয়োগ করা শুরু করে। গ্রামীণফোনের বৃহৎ আইপিও বাজার মূল্য বাড়াতে সহায়তা করে।

উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন ঃ

- মার্চ মাসে বুক বিল্ডিং প্রথা চালু করা হয়। এপ্রিল মাসে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর জন্য অবলিখন, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এবং ইস্যু ম্যানেজমেন্ট বিধিতে পরিবর্তন আনা হয়। মে মাসে স্টক ব্রোকারেজ হাউজগুলোর জন্য অনুর্দ্ধ ১৫ টি শাখার সীমা আরোপ করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ডিএসই তালিকা থেকে বহিস্কৃত (de-listed) সিকিউরিটির জন্য Over-the-counter (OTC) লেনদেন করার অনুমোদন দেয়। অক্টোবর মাসে এসইসি মার্জিন লোনের উপর ছয়টি ভিন্ন নির্দেশনা দেয়, যার কোন কোনটি নির্দিষ্ট শেয়ারের এবং কোনটি বিশেষ শ্রেণীর শেয়ারের উপর প্রযোজ্য। নভেম্বর মাসে ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী বিধি ১৯৯৬ এর সংশোধন হয়। ডিসেম্বর মাসে যেসব শেয়ারের P/E ratio ৭৫ গুণের অধিক এবং যেসব মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন NAV এর ৭.৫% এর অধিক মূল্যে হচ্ছে, সেগুলোর জন্য এসইসি মার্জিন সুবিধা বন্ধ করে দেয়।

সামগ্রিক বাজার

- ডিজেন সূচক ৬২.২৫% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং প্রথমবারের মত ৪,৫০০ পয়েন্ট অতিক্রম করে। লেনদেন আবার দ্বিগুন হয়ে গড়ে ৬০৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

২০১০ এবং ২০১১ এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ ঃ

- ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং পুঁজিবাজারে ব্যাংক এবং এন.বি.আই.এফ গুলোর অত্যধিক বিনিয়োগের ঝুঁকি কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ০.৫% বাড়িয়ে সি.আর.আর ৬.০ হারে নির্ধারণ করে এবং পুঁজিবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগের মাত্রা দায়ের অনুর্ধ ১০% হারে এবং এনবিএফআই'র জন্য শেয়ারহোল্ডার এর ইকুইটির অনুর্ধ ২৫% হারে সীমিত করে দেয়। এতে ব্যাংক এবং এনবিএফআই গুলো পুঁজি বাজারে তাদের বিনিয়োগের মাত্রা কমাতে বাধ্য হয়, এবং বাজারে তারল্য সামান্য হ্রাস পায়। তবে, এসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এই হ্রাসকৃত অর্থের কয়েক গুণ বেশী অর্থ ব্যাংকগুলোকে রিপো, রিভার্স রিপোর মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়। ৬ ডিসেম্বর,২০১০ এ পুঁজিবাজারে বৃহদাকারে সংশোধন শুরু হয়। ডিসেম্বর ২০১০ এবং জানুয়ারী ২০১১ তে বাজার অস্থিতিশীল থাকে। সরকার, এসইসি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক একত্রে বাজারে স্থিতিশীল রাখার জন্য বারংবার এতে বিভিন্নভাবে হস্তক্ষেপ করে।

উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন ঃ

- জানুয়ারী মাসে এসইসি কোম্পানীসমূহকে ত্রৈমাসিক বিশদ বিবরণী প্রদানের নির্দেশ দেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে যে সব শেয়ারের পি/ই অনুপাত ৫০ গুণের বেশী সেগুলোর জন্য মার্জিন সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। মার্জিন সংক্রান্ত নির্দেশনার আরো দুটো পরিবর্তন করা হয়। মারিকো এবং গ্রামীণফোনকে স্পট মার্কেটে রাখা হয়। মার্চ মাসে NAV এর ১৫% এর বেশী মূল্যে লেনদেনকৃত মিউচুয়াল ফান্ডগুলোকে নন-মার্জিনেবল করা হয়। মার্জিন লেন্ডিং হার নির্ধারণের উপর নতুন নির্দেশনা দেয়া হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে নতুন কোন ইস্যুর অভিহিত মূল্য হবে ১০০ টাকা। আইপিও এবং নির্দিষ্ট মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ডের মেয়াদের উপর নতুন নির্দেশনা জারী করা হয়। মে মাসে শেয়ার সমূহের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়া হয়। মিউচুয়াল ফান্ডের লক-ইন-পিরিয়ড ২ বছরে নির্ধারণ করা হয়। জুন মাসে ৪০ গুণ বেশী পি/ই শেয়ারগুলো non-marginable করা হয়। জুলাই মাসে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মার্জিন ঋণ বিধি এবং ঋণ সুবিধার ব্যাপারে পুনরায় বিধিমালা পরিবর্তন করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে নন-মার্জিনেবল শেয়ার এর উপর নেটিং এবং সমন্বয় (adjustment) সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। নভেম্বর মাসে আইপিও এবং মার্জিন ঋণ সুবিধার উপর বিধিসমূহের আরো পরিবর্তন করা হয়। ডিসেম্বর মাসে মার্জিন ঋণ সুবিধায় আরো দুটো পরিবর্তন আনা হয়। মারিকো এবং গ্রামীণফোনকে স্পট মার্কেট থেকে মূল মার্কেটে নিয়ে আসা হয়। জানুয়ারী ২০১১ এ মার্জিন ঋণ বিধিমালায় দ্রুত একাধিক পরিবর্তন আনা হয়। এসইসি সিদ্ধান্ত নেয় যে, যদি তারা তাদের নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করে তবে মার্জিন ঋণের দায়িত্ব মার্চেন্ট ব্যাংকের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। বুক বিল্ডিং পদ্ধতি স্থগিত করা হয়।

সামগ্রিক বাজার

- ২০১০ সালে প্রাত্যহিক গড় লেনদেন ১৭২% বেড়ে গিয়ে ১৬৩৪ কোটি টাকা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ডিজেন ৯৬.৬৪% এর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করল। ২০১০ সালে এসইসি সর্বমোট ৮১ টি বিধি/প্রবিধি/নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে। ডিসেম্বর ২০১০ এবং জানুয়ারী ২০১১ সালের শেয়ার বাজার ধ্বসের পর প্রকৃত সমস্যা তদন্তের জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করে।

নিয়ন্ত্রণে অনিশ্চয়তাঃ

উপরোল্লিখিত কার্যক্রম এবং এসইসি কর্তৃক জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশপত্র/আদেশ ইত্যাদির একটি তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারটা চিহ্নিত করার জন্য একটি উদাহরণ যথেষ্ট। ২০১০ সালে এসইসি ৮১টি বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশপত্র/আদেশ ইত্যাদি জারী করে যার মধ্যে ৩২টি মার্জিন রুলের বিভিন্ন দিকের সাথে সম্পৃক্ত। ২০১০ সালের শেষের দিকে এবং ২০১১ সালের প্রথম দিকে যখন বাজার লক্ষণীয়ভাবে অস্থিতিশীল ছিল তখন এসইসি বিভিন্ন মাত্রায় মার্জিনের হার সংশোধন করে শূণ্য থেকে ১ঃ১ থেকে ১ঃ২ করে যা এসইসি'র প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই নিদর্শন করে অর্থাৎ আগের দিনের বাজারে যা হচ্ছে, পরের দিন তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করার চেষ্টা। যদিও এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বাজার সূচক এর অব্যাহত অস্বাভাবিক উঠা-নামার কারণে, কিন্তু এর ফলে বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরী করে এবং প্রত্যেকবার মার্জিনের হার কমানোর ফলে শেয়ারের forced sale করতে হয়, যার ফলে বাজারে নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি হয়।

যদিও এসইসি কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশপত্রসমূহ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হবার কথা, কিন্তু পুঁজিবাজারের অবস্থা থেকে এটি খুব স্পষ্ট যে, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। ফলে, ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রশ্ন জাগে যে, ২০১০ সালে জারীকৃত ৮১টি বিজ্ঞপ্তি এবং পূর্ববতী বছরগুলোতে অনুরূপ অসংখ্য বিজ্ঞপ্তি কাদের স্বার্থে জারী করা হয়েছিল। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে, বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে সিকিউরিটি ইস্যু নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে, এসইসি শেয়ার সংক্রান্ত এমন কার্যক্রমে সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বস্তুত সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডকে আইনের আড়াল দেয়া হয়েছে। এই বিশেষ প্রবণতা, এবং এসইসি'র নির্দেশমূলক নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা শেয়ারের প্রাইভেট প্লেসমেন্ট নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে।

অতি সম্প্রতি তদন্ত চলাকালীন সময়ে ১৪ মার্চ ২০১১ সালে এসইসি মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালা ২০০১ সংশোধন করেছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডের শেয়ারের প্রাইভেট প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিনিয়োগ-সীমা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তুলে দেয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে সম্প্রতি প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের জন্য প্রস্তাবিত কিছু মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি এবং সম্প্রতি তালিকাভুক্ত কিছু মিউচুয়াল ফান্ড ইস্যু মুল্যের চেয়ে কম বাজার মূল্যে লেনদেন হচ্ছে। তদন্ত কমিটির প্রশ্নের উত্তরে এসইসি'র একজন সদস্য মৌখিকভাবে জানান যে, এই মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য "sweetener" হিসেবে এই সংশোধনী আনা হয়েছে। এটা এসইসি'র ঠিক সেই ধরণের তাৎক্ষণিক, অদূরদৃষ্টি সম্পন্ন, অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ, স্বল্প মেয়াদে কোন বিশেষ সিকিউরিটির বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টায় যা নিয়ন্ত্রণমূলক অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে বাজারকে অস্থিতিশীল করে তোলে। বাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বভাবতই বিনিয়োগকারীরা বিশেষ কোন শেয়ারের প্রতি আকৃষ্ট নাও হতে পারেন। সার্বিকভাবে বাজারের প্রতি আস্থা ফিরে এলেই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটবে; এ ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত হটকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নয়, যার ফলশ্রুতিতে স্বল্প সংখ্যক হাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার পুঞ্জিভুত হয়ে কারসাজির পথ উম্মুক্ত হয়।

Surveillance and Enforcement Activities

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক হিসেবে এসইসি এর কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল বাজার পর্যবেক্ষণ এবং এনফোর্সমেন্ট যাতে করে তালিকাভুক্ত কোন শেয়ার নিয়ে অনভিপ্রেত কার্যকলাপ চলছে কিনা, তা ধরা পড়ে এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হয়। ২০০৯-২০১০ সালে কয়েকটি কোম্পানীর, বিশেষ করে Z ক্যাটাগরি কোম্পানীর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য পরিবর্তন, এবং এ সংক্রান্ত এসইসি'র পদক্ষেপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এসইসি'র surveillance এবং enforcement function যথাযথভাবে কাজ করেনি। এ রিপোর্টে সংযোজিত বিভিন্ন কেস-স্টাডি দেখলেই তা প্রমাণিত হবে। দক্ষতা, লোকবল এবং প্রযুক্তির অভাবই এর একমাত্র কারণ কিনা তা দেখার বিষয়, কারণ তদন্তকালে এসইসি'র কিছু কর্মকর্তার স্বার্থের সংঘাত, চাপের কাছে নথি স্বীকার, এমনকি দুর্নীতির প্রচুর অভিযোগ এসেছে। এগুলো নিশ্চয়ই আরো গভীরভাবে অনুসন্ধানের দাবী রাখে। কেস ষ্টাডিতে এর একটি পরিস্কার উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

CMC Kamal, চিটাগং ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ইত্যাদি Z category কোম্পানীর শেয়ারের অব্যাহত অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির সময় এসইসি ষ্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের মাধ্যমে তদন্ত করালেও, তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারেনি বা নেয়নি। শুধুমাত্র ২০১০ সালের শেষ প্রান্তে অল্প কয়েকদিনের জন্য এ ধরনের কয়েকটি কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন স্থগিত করা হয়। নথিপত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে বিশেষ করে চিটাগং ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর ক্ষেত্রে সার্কুলার ট্রেডিং এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে বাজারে লেনদেন দেখানোর কার্যক্রম প্রমাণিত হওয়ার পরও কোন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। একমাত্র এবি ব্যাংক-কে ১০ কোটি টাকা জরিমানা করা ছাড়া, এবং অতি সম্প্রতি ৬টি ব্রোকারেজ হাউজের ব্যবসা সাময়িকভাবে স্থগিত করা ছাড়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

এক্ষেত্রে ষ্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ও তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। তাদের প্রতিটি তদন্ত রিপোর্টে বেশীর ভাগ finding হল Z ক্যাটাগরি শেয়ারের মূল্য কেনাবেচার জন্য "money adjustment facility" বা মার্জিন রুলের সামান্য ব্যত্যয় ঘটেছে। দু' এক ক্ষেত্রে শর্ট সেলিং বা সার্কুলার ট্রেডিং এর প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু অতি নগণ্য পরিমানে। যেখানে দৃশ্যতঃ বাজারে বিরাট পরিমানে কারসাজি হচ্ছে, সেখানে এ ধরনের তদন্ত "নিয়ম রক্ষা" মাত্র। CMC Kamal এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেছে যে কোম্পানীর শেয়ারের অস্বাভাবিক অতি দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও শুধুমাত্র ডিএসই থেকে রুটিন মাফিক কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য আছে কিনা জানার জন্য কয়েকটি চিঠি দেয়া হয়। কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে সরকারী-দলের উচ্চপদস্থ সদস্য থাকায় আর কোন অনুসন্ধান বা তদন্ত করে ঘটনার গভীরে যাওয়ার চেষ্টাই করা হয়নি। লক্ষণীয় যে, অন্যান্য কোম্পানী, যেমন গ্রামীনফোনের ক্ষেত্রে সামান্য লক্ষণীয় মূল্য পরিবর্তন হলেই এসইসি এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহ কারণ-ব্যখ্যা তলব করতে তৎপর হয়ে উঠে।

তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ, এবং সংবাদ মাধ্যমে বহুল প্রচারিত হয়েছে যে ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী লিমিটেডের ১০ টাকার অভিহিত মূল্যের শেয়ার, প্লেসমেন্টে বিক্রি হয়েছে ৭০ কোটি টাকার শেয়ার ৪২৫ কোটি টাকায়। জিএমজি এয়ারলাইন্সের ৬০ কোটি টাকার শেয়ার মৌখিক প্লেসমেন্টে বিক্রি হয়েছে ৩০০ কোটি টাকায়। লংকা-বাংলা সিকিউরিটিজ ৫ কোটি টাকার শেয়ার প্লেসমেন্টে বিক্রি হয়েছে ১২৫ কোটি টাকায়। STS Holding কোম্পানীর শেয়ার প্রতি আয় ১.৪৪ টাকা। ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত এটা ছিল লোকসানি কোম্পানী অথচ এর নির্দেশক মূল্য হয়েছে ১২৫ টাকা। ১২৫ টাকার শেয়ার মাত্র ১৫ টাকায় অর্ধাংশের বেশী শেয়ার কাদের প্লেসমেন্টে দেয়া হয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে এসইসি কেন তদন্ত করেনি বা সম্মতি দেয়ার আগে due diligence প্রয়োগ করেনি। জনবলের অভাব ছাড়া আর কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্নভাবে মার্কেট ম্যানিপুলেশনের ঘটনার বিশদ চিত্র তুলে ধরা হলেও, সেগুলোর সত্যতা যাচাইয়ে এসইসি, ডিএসই বা সিএসই'র তেমন কোন ভূমিকা তদন্ত কমিটি দেখতে পায়নি। শেয়ার বাজারে সন্দেহজনক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোথাকার অর্থ শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছেছে তা অনুসন্ধান করতে এই সংস্থাগুলো, বিশেষ করে এসইসি কোন পদক্ষেপই বলতে গেলে নেয়নি। অথচ তদন্ত কমিটি স্বল্প সময়ে এ ধরনের একাধিক ঘটনা প্রমাণসহ উদ্ঘাটন করেছে (৫ম অধ্যায়)। এসইসি'র সাথে আলাপক্রমে জানা গেছে যে এমনকি ডিএসই এবং সিএসই নিয়মিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক কোন সার্ভেল্যান্স রিপোর্ট এসইসি কে এখন পর্যন্ত দেয় না, বা এসইসি থেকে চাওয়া হয়নি।

পুঁজিবাজারের এবং সামগ্রিক অর্থনীতি ও সমাজের স্বার্থে এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য এসইসি তে দক্ষতার উন্নয়ন, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং জবাবদিহিতার প্রবর্তন করা আবশ্যক। Integrated system, মানি লন্ডারিং রোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে প্রত্যক্ষ সমন্বয় ইত্যাদি পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রাক-আইপিও প্লেসমেন্ট

গত দু' বছরে সংবাদ মাধ্যমে শেয়ারের প্রাক-IPO প্লেসমেন্ট নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে যে প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্ট নিয়ে যে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তার অধিকাংশই বাস্তব ঘটনাভিত্তিক। আইন ও পুঁজিবাজারের ব্যবহারিক দিক থেকে প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্ট একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সাধারণত স্বল্প সংখ্যক বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বা উচ্চ নীট সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তি বিনিয়োগকারীকে anchor-shareholder হিসেবে কোম্পানীতে সংশ্লিষ্ট রাখার জন্য প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্ট

পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে দেখা গেছে যে, বিশেষ করে মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে, মার্চেন্ট ব্যাংকের অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে কয়েক হাজার পর্যন্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে প্রাক্-আইপিও শেয়ার প্লেসমেন্ট দেয়া হয়েছে-অর্থাৎ একটি "মিনি আইপিও" হয়ে গেছে আসল আইপিও হওয়ার আগেই। এতে প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্টের মৌলিক গুণই হারিয়ে গেছে, এবং কোম্পানীর বা পুঁজিবাজারের কোন লাভ হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের মত বাজারে, যেখানে প্রতিটি আইপিও কয়েকগুন over-subscribed হয়েছে, সেখানে প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্টের যৌক্তিকতা বিবেচনা করা হয়নি। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে গত দু-বছরে নিয়ম বহির্ভুতভাবে প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্ট শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে, মূল্য নির্ধারণ, প্লেসমেন্টের পরিমান, লক-ইন ইত্যাদি বিষয়ে এসইসি ধারাবাহিক ও সুচিন্তিত নীতি নির্ধারণ না করে স্বভাবসুলভ প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুঁজিবাজারের বাইরে প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্ট শেয়ার নিয়ে এক শ্রেণীর তথাকথিত বিনিয়োগকারীর অবাধ বাণিজ্যের কথা সংবাদ মাধ্যমে বহুল প্রচারিত হলেও এ ব্যাপারে এসইসি'র কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলশ্রুতিতে, এ সমস্ত বাণিজ্যে এসইসি'র এক শ্রেণীর কর্মকর্তার জড়িয়ে পড়ার অভিযোগকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। উপরের আলোচনা বিশেষ করে, মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের প্লেসমেন্টের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তদন্তে এও জানা গেছে যে, রেকর্ডপত্রে যাদের নামে প্লেসমেন্ট শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছে, তারা মৌখিক বা সংক্ষিপ্ত অন্য চুক্তির মাধ্যমে উক্ত শেয়ার লাভে "বিক্রি" করেছে এবং অর্থগ্রহণ করেছে, কিন্তু সংগত কারণেই সেসব "দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রেতার" নামে শেয়ার বরাদ্দ হয়নি এবং এ সম্পর্কিত কোম্পানীগুলোর লিস্টিং হয়ে লক-ইন এর সময়সীমা পার না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত শেয়ার লেন-দেন হয়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশও সেই "দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রেতারা" পাবে না। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে যেসব ক্ষেত্রে এ ধরণের কোম্পানীর লিস্টিং হয়ে গেছে, সেখানে এই "দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রেতারা" কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের "প্রাপ্য" অর্থ পায়নি। অবৈধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহানভুতির কোন কারণ না থাকলেও, প্রতারক চক্রের হাতে পড়ে বেশ কিছু অপরিপক্ক বিনিয়োগকারী যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা সমাজ এবং অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। অথচ পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এ ব্যাপারে কোন ইতিবাচক ভূমিকাই রাখেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৫ জুলাই ২০১০ এ নবী উলাহ নবী ওরফে শফিউল আলম এবং আরো দুজন ব্যক্তি ১৩টি শেয়ারের প্লেসমেন্ট বাণিজ্যের অবৈধ হাতচিঠা সহ ধরা পড়ে। তা স্বত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে, বা সামগ্রিকভাবে প্লেসমেন্ট বাণিজ্যের উপরে এসইসি'র শক্ত ভূমিকা দেখা যায়নি।

প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্টে কয়েকটি কোম্পনীর শেয়ার ক্রয় করে অনেকে এখন তাদের পুঁজি হাতছাড়া করে বসে আছেন, কারণ এই কোম্পানীগুলোর শেয়ার এখনো বাজারে আসে নি। এ কোম্পানীগুলোর অন্যতম হচ্ছে জিএমজি, লংকা-বাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড, এবং ইউনিক হোটেল। এই প্রতিটি কোম্পানীর শেয়ার অতিমূল্যায়িত বলে অনুসন্ধানে দেখা গেছে অথচ এসইসি নিজে এ ব্যাপারে কোন তদন্ত করেনি, বা ইস্যুয়ার, ভ্যালুয়েশন কোম্পানী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং ইস্যু ম্যানেজারের ব্যাপারে কোন কৈফিয়ত তলব বা তদন্ত করেনি।

অমনিবাস একাউন্ট

এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের অমনিবাস একাউন্ট। SEC (মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা ১৯৯৬ এর বিধি ৩০ অনুযায়ী ঃ

"মক্কেলের অর্থ বিনিয়োগ ।

(১) মক্কেলের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মক্কেল, নিজ দায়িত্বে ও নিম্মোক্ত অবস্থায়, পোর্টফোলিও সিকিউরিটিজ বা তহবিল প্রত্যাহার করিতে বা ফেরৎ নিতে পারিবেন,

যথাঃ-

(ক) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার কাজ হইতে অব্যাহতি নিলে;

(খ) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের সার্টিফিকেট স্থগিত বা বাতিল করা হইলে;

(গ) পোর্টফোলিও ম্যানেজার দেউলিয়া, এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার অবসান হইলে;

(ঘ) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের স্থায়ী অপারগতার মতো কোন কিছু ঘটিলে।]

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার মক্কেলের অর্থ অর্থ-বাজারে অথবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিনিয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ব্যাখ্যা- এই [উপ-বিধির] জন্য অর্থ-বাজার বলিতে বাণিজ্যিক পত্র, ট্রেড বিল, ট্রেজারী বিল, ডিপোজিট সার্টিফিকেট এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময়নির্ধারিত অন্যান্য অর্থ দলিল সম্পার্কিত বাজারকে বুঝাইবে।

(৩) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের অর্থ বিনিয়োগের সময় ফটকাবাজারী (speculative) লেনদেন করিবেন না।

(৪) পোর্টফোলিও ম্যানেজার সাধারণভাবে প্রত্যেক মক্কেলের জন্য পৃথকভাবে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করিবেন এবং যেক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে গড়পড়তা মূল্যে আনুপাতিকভাবে উহার বন্টন করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অজড় পদ্ধতিতে সংরক্ষিত সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রত্যেক মক্কেলের জন্য পৃথকভাবে সুবিধাভোগী মালিক হিসাব (BO Account) সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত হিসাবের পক্ষে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করিবে, এবং যেক্ষেত্রে সমষ্টিগত হিসাব (Omnibus type of BO Account) এ সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হইবে সেক্ষেত্রে গড়পড়তা মূল্যে আনুপাতিকভাবে নিজ নিজ সুবিধাভোগী মালিক হিসাব (BO Account) এ সিকিউরিটিজ স্থানান্তর করিবে।

(৫) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের নিজস্ব হিসাব ও মক্কেলের হিসাব অথবা দুইজন মক্কেলের হিসাবসহ ক্রয় বা বিক্রয়ের যে কোন হিসাবের লেনদেন চলতি বাজারমূল্যে হইবে।

(৬) পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রত্যেক মক্কেলের তহবিল এবং সিকিউরিটিজ পৃথক পৃথক রাখিবেন এবং উহা তাহার নিজের তহবিল ও সিকিউরিটিজ হইতে পৃথক রাখিবেন এবং তিনি মক্কেলের অর্থ ও সিকিউরিটিজ এর রক্ষক হিসাবে কাজ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই মর্মে চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকে যে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের সিকিউরিটিজ তাহার নিজের হিসাবে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলকে তদনুযায়ী অবহিত করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে পারিবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, অজড় পদ্ধতিতে সংরক্ষিত সিকিউরিটিজ এর ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রত্যেক মক্কেলের জন্য পৃথকভাবে সুবিধাভোগী মালিক হিসাব (BO Account) সংরক্ষণ করিবে

এবং যেক্ষেত্রে পৃথক সুবিধাভোগী মালিক হিসাব নাই সেক্ষেত্রে অত্র সংশোধনী গেজেট প্রকাশের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত হিসাব খুলিতে হইবে, অন্যথায়, পোর্টফোলিও ম্যানেজার সমষ্টিগত হিসাব এ ধারণকৃত সংশ্লিষ্ট মক্কেলের সিকিউরিটিজ বিক্রয়পূর্বক উহার অর্থ মক্কেলকে প্রদান করিবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ম্যানেজার সমষ্টিগত হিসাব (Omnibus type of BO Account) এ মক্কেলের পক্ষে অজড় (demated) সিকিউরিটিজ লেনদেন করে, সেক্ষেত্রে লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জের যুগপৎ দুইটি নিষ্পত্তিকালীন সময়ের মধ্যে (within a period of two simultaneous cycle) কিংবা ৭ (সাত) ট্রেডিং দিবসের মধ্যে, যাহা আগে হইবে সেই সময়ের মধ্যে, সংশিষ্ট সুবিধাভোগী মালিক হিসাব (Beneficial Owners Account) এ স্থানান্তর করিবে।

(৭) পোর্টফোলিও ম্যানেজার সর্বক্ষেত্রে মক্কেলের সিকিউরিটিজ বা তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে এবং মক্কেলের আদেশ কার্যকর করাকে প্রাধান্য দিবেন।"

কার্যত দেখা গেছে, বিশেষ করে মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাক্-আইপিও প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এই নিয়মসমূহ মানা হচ্ছে না। প্রতিটি বিনিয়োগকারীর জন্য, আলাদা বিও একাউন্ট না খুলে মার্চেন্ট ব্যাংকের অমনিবাস একাউন্টে ডামি সাব একাউন্ট খোলা হয়েছে। কয়েকটি মার্চেন্ট ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ডের প্লেসমেন্ট শেয়ার সহস্রাধিক ডামি সাব-একাউন্ট এর মাধ্যমে বিতরণ করেছে। এতে উপরোক্ত ১৯৯৬ সালের বিধি ৩০ এর লংঘন হয়েছে। উপরন্তু, যদিও অর্থ যোগান দিয়েছেন ডামি- একাউন্ট হোল্ডার বিনিয়োগকারীরা, শেয়ার রয়েছে মার্চেন্ট ব্যাংকের নামে; অর্থাৎ শেয়ারের মালিকানার উপর সেই বিনিয়োগকারীদের আইনগত কোন দাবী করার সুযোগ নেই।

লক্ষণীয় যে, ব্যাংক কোম্পানী আইনের ধারা ১৪ক বলে বেনামে ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় নিষিদ্ধ। এধরণের অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে কোন ব্যাংকের শেয়ার কেনা হয়ে থাকলে, তা হবে আইনের এই ধারার সাথে সাংঘর্ষিক। সর্বোপরি, শেয়ার কেনা-বেচার মাধ্যমে বাজার অস্থিতিশীল করে তোলার ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করার যে সমস্ত প্রক্রিয়া এসইসি, তথা ডিএসই বা সিএসই'র রয়েছে, তার কোনটাই অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী নয়। তার ফলে, এই একাউন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত শেয়ার বাজার কারসাজি ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। রেকর্ডপত্র নিরীক্ষণে এ ধরণের কারসাজির প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিশন-যা এই রিপোর্টে ৮ম অনুচ্ছেদে বিধৃত। এসইসি এ ব্যাপারে বিশদ চিন্তা ভাবনা করেছে বা কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিয়েছে, তার কোন প্রমাণ বা নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এদেশে মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ সঠিক অর্থে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট করে না। এর কারণে শেয়ারবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ব্যাহত হয়েছে বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কাঠামোর উন্নয়ন হয়নি। পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের মৌলিক ধারণা হলো "discretionary" বা স্বেচ্ছাধীন পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, যেখানে বিনিয়োগকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যোগান দেন, কিন্তু কোন শেয়ার কি পরিমাণ এবং কখন বেচা-কেনা হবে, সে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়ার অধিকার তার থাকে না। এ ধরনের লেনদেন বিনিয়োগকারীদের পক্ষে bulk transaction এ মার্চেন্ট ব্যাংকের অমনিবাস একাউন্ট এ করা হয় এবং তারপর বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিও একাউন্টে বিতরিত বা হিসাবায়িত হয়। বাংলাদেশে এটা হয় না, বরং স্বেচ্ছাধীন (discretionary) পোর্টফোলিও একাউন্ট সুবিধা না দিয়ে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে স্টক ব্রোকারের মত বিনিয়োগকারীর নির্দেশ অনুযায়ী শেয়ার লেনদেন করে। অথচ লেনদেনগুলো আপাত:দৃষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক বলে মনে হয় এবং বাজারকে অযৌক্তিকভাবে প্রভাবিত করে।

বিনিয়োগকারীর নির্দেশে পরিচালিত লেনদেনকে অমনিবাস একাউন্টের আবরণে দৃষ্টি বহির্ভূত করে রাখার এই প্রবণতাকে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নিবৃত্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

ডাইরেক্ট লিস্টিং এবং বুক বিল্ডিং পদ্ধতি:

ডাইরেক্ট লিস্টিং এর ক্ষেত্রে, ব্যক্তি খাতে কোম্পানীসমূহের মধ্যে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত অন্যতম কোম্পানী আফতাব অটো মোবাইল্স, নাভানা সিএনজি এবং কেপিসিএল। কেপিসিএল এর ব্যাপারে এই রিপোর্টের পরিচ্ছেদ ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ডাইরেক্ট লিস্টিং এবং বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে নিয়ম-কানুন প্রবর্তনে বা যথাযথভাবে মূল্যমান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে এসইসি দৃশ্যত সফল হয়নি। বিশেষ করে, যেহেতু এখানে মূল্য নির্ধারণে কারসাজির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী, সেখানে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রকের কড়া নজর প্রয়োজন ছিল প্রাইস ডিসকভারি/বিডিং প্রসেসের উপর। যারা বিড করে মূল্য নির্ধারণ করবেন, তাদেরকে আর্থিকভাবে সেই মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে একটি নির্দিষ্ট পরিমান শেয়ার সেই মূল্যে গ্রহন করতে বাধ্য করতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লক-ইন হয়ে থাকতে, অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা বিধান করতে এসইসি যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি। কেপিসিএল সংক্রান্ত প্রতিবেদনে স্পষ্টই দেখা যাবে যে তা হয়নি। জিএমজি'র মূল্য নির্ধারণেও উল্লেখযোগ্য অস্বচ্ছতা বিধ্যমান, যা এই রিপোর্টের পরিচ্ছেদ ৭ম অধ্যায়ে বর্ণিত। এখানে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং মূল্য ভিত্তি নিয়ে যে কারসাজি হয়েছে, তা এসইসি'র নজর এড়িয়ে গিয়েছে - যদিও ভিন্ন কারণে জিএমজি'র শেয়ার পুঁজিবাজারে আনার অনুমতি এখনো দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে উলেখযোগ্য যে, যদিও দুটি ইস্যু ব্যবস্থাপক মূল্য নির্ধারণে দ্বিমতের কারণে জিএমজি'র ইস্যু ব্যবস্থাপনা করতে অস্বীকার করে, এবং শেষ পর্যন্ত সরকারী মালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড মূল্য প্রত্যয়ন করে এই ইস্যু ব্যবস্থাপনা করে, এবং স্পষ্টত একটি অগ্রহণযোগ্যভাবে উচ্চ মূল্য নির্ধারণে জিএমজি'র সহায়তা করে, এসইসি এ ব্যাপারে কোন রকম তদন্ত বা হস্তক্ষেপ করেনি।

বাজার মধ্যস্থতাকারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ:

এটা সত্য যে এসইসি'র জনবল অত্যন্ত সীমিত; প্রযুক্তিগতভাবে উৎকৃষ্ট বাজার পর্যবেক্ষণের সরঞ্জামও তাদের নেই। বিশেষ করে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের সাথে integrated system নেই। এতে নিশ্চিতভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণে এসইসি'র কর্মকান্ড ব্যাহত হয়। কিন্তু, এর আরেকটি দিক রয়েছে যা তদন্ত কমিশনের সামনে উঠে এসেছে। জনবল স্বল্পতা ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতার অজুহাতে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইনসমূহের লংঘনের ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা নেয়া হয়নি বা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ: এসইসি'র Supervision & Regulation of Market & Issuer Companies; Supervision & Regulation of Intermediaries & Research & Development বিভাগ (SRMIC) প্রতি মাসে ৪টি ব্রোকারেজ হাউস এবং ১টি মার্চেন্ট ব্যাংক পরিদর্শন করে থাকে। মাসে ২টি হিসাবে শুধুমাত্র ডিএসই'র ২৩৭টি ব্রোকারেজ হাউজ পরিদর্শন করতে প্রায় দশ বছর সময় লাগবে; ৩৮টি মার্চেন্ট ব্যাংক পরিদর্শিত হবে ৩ বছরের বেশী সময় ধরে। এর ফাঁকে যে সব ব্রোকারেজ হাউস বা মার্চেন্ট ব্যাংকের নামে পুঁজিবাজারে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে বা কার্যকলাপ সন্দেহজনক মনে হয়েছে, আপাততঃ সংগত কারণে সেগুলো পরিদর্শন করা হয়নি। তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে বিভিন্ন অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এসইসি, এমনকি ডিএসই'ও বিভিন্ন ব্রোকারেজ হাউজ পরিদর্শন করেনি, এবং তদন্ত কমিশনকে জানানো হয়েছে যে এসইসি'র সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরে সদস্য মনসুর আলমের হস্তক্ষেপে এটি ঘটেছে। এ হস্তক্ষেপের কারণ উদঘাটনে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে তদন্ত কমিশন মনে করে। উল্লেখযোগ্য যে একটি ব্রোকারেজ হাউজের সাথে বিশেষ করে মনসুর আলমের নাম জড়িত এবং এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ছাপানো হয়েছে। অভিযোগ করা

হয়েছে যে, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (ডিএসই মেম্বার নং-২৩৪) এ মনসুর আলমের সহযোগী রেজাউর রহমান নামে একব্যক্তি, যে বর্তমানে ব্যাংকটির ডিএমডি। এই বাক্তি ডিএসই'র প্রধান নির্বাহী হিসেবে কর্মরত অবস্থায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে এসইসি'র লিখিত আদেশক্রমে ১৭.০৪.২০০২ ইং তারিখে চাকুরীচ্যুত হয়। পরবর্তীতে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান থেকেও তাকে বরখাস্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত মনসুর আলমের সুপারিশে ২০০৮ সালের কোন এক সময়ে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করে। এসইসি'র নথি অনুযায়ী ১১.১০.২০০৮ তারিখে রেজাউর রহমানকে মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাংকটি নিয়োগ করে। এসইসি'র আদেশক্রমে বরখাস্ত একজন ব্যক্তি কিভাবে একটি ষ্টক ব্রোকারেজ হাউজের মনোনীত প্রতিনিধি হতে পারে?

জানা গেছে যে ১৭.১১.২০০৮ তারিখে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংককে ষ্টক ব্রোকারেজ লাইসেন্স দেয়া হয়। যদিও এই ব্যাংকটির শেয়ারবাজার সংক্রান্ত কার্যক্রম বহুদিন ধরেই প্রশ্নবিদ্ধ, তবুও ২০০৯ সাল পর্যন্ত কোন অনুসন্ধান বা তদন্ত হয়নি এসইসি'র পক্ষ থেকে। ২৪.১২.২০০৯ তারিখে এসইসি'কে প্রদত্ত অনুসন্ধান রিপোর্টে জানানো হয় যে ব্যাংকটির ষ্টক ব্রোকারেজ কার্যক্রমের সকল নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং কোন গ্রাহকের ক্ষেত্রে মার্জিন লোন বিধিমালার কোন ব্যত্যয় পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন অভিযোগ এবং অন্যান্য সব নিরীক্ষা বা অনুসন্ধান রিপোর্টে যেখানে অন্ততঃ দু'একটি সামান্য হলেও বিচ্যুতি পাওয়া গেছে, সেখানে এরকম "clean chit" সন্দেহ উদ্রেককারী বটে। পরবর্তীতে আবার ২৮.০২.২০১০ তারিখে প্রদত্ত আরেকটি অনুসন্ধান রিপোর্টে মার্জিন লোন প্রদানের ক্ষেত্রে সামান্য বিচ্যুতি দেখানো হয় এবং জানানো হয় যে ব্যাংকটি বিচ্যুতি পরিমার্জন করবে। দু'মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রথম রিপোর্টের ঢালাও সাফাইকে ঢাকবার প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়। রিপোর্ট দু'টি এসইসি'র কর্মকর্তাদের প্রণীত - ডিএসই এই অনুসন্ধান কাজে জড়িত ছিল না। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, মনসুর আলম এবং রেজাউর রহমানের আন্তঃসম্পর্কের অভিযোগ আরো বিস্তারিত তদন্তের দাবী রাখে।

নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে এসইসি'র দুর্বলতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৯ ও ২০১০ সালে গৃহিত বেশ কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত আপাত দৃষ্টিতে শেয়ার বাজার অস্থিতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে এবং বিশেষত বুদবুদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে, যেমনঃ

(ক) শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় নির্ধারণ করা। শেয়ার বাজারে তালিকাভূক্ত শেয়ার সমূহের অভিহিত মূল্য ১ টাকা, ১০ টাকা বা ১০০ টাকা ছিল। বিনিয়োগকারীরা যাতে বিভ্রান্ত না হন, এই কারণে ভবিষ্যতে তালিকাভূক্ত শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ মার্চ ২০১০ এর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। বিদ্যমান কোম্পানীসমূহের শেয়ারের অভিহিত মূল্য অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর, গ্রামীনফোনের আইপিও কে অনাবশ্যকভাবে আটকে রেখে অযৌক্তিকভাবে প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করা হয় ১০ মে ২০১০ তারিখে। প্রজ্ঞাপনের ভাষা যদিও বাধ্যতামূলক নয়, তবুও ডিএসই সে সময় জানিয়ে দেয় যে ১০ টাকা অভিহিত মূল্য ব্যতিত কোন শেয়ার তারা তালিকাভুক্ত করবে না। তদন্তে প্রকাশ, এ সিদ্ধান্তের পেছনে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ বিবেচনা করার চেয়ে বেশী কাজ করেছে, এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ডিএসই সদস্য ও স্টক মার্কেট খেলোয়ারদের স্বার্থ ও চাপ। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তৎকালীন সভাপতি রকিবুর রহমান। এসইসি'র নথিপত্রে এ সংক্রান্তসিদ্ধান্ত দ্রুত পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

(খ) মার্জিন লোন সংক্রান্ত এসইসি'র সিদ্ধান্তের দ্রুত পরিবর্তন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে P/E ratio ৭৫ বা ৮০ পর্যন্ত হলে যে কোন শেয়ার মার্জিন লোন বলে গণ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত বাজারে অপরিপক্ক বিনিয়োগকারীকে বিভ্রান্ত করেছে। যে কোন বাজারের প্রেক্ষিতে এমনকি ৮০ এর P/E ratio অত্যন্ত বেশী, এবং শেয়ারে অতি দীর্ঘকালিন বিনিয়োগ না করে দ্রুত লাভের চিন্তা করা ঝুঁকিপূর্ণ। সেক্ষেত্রে, আপাত-দৃষ্টিতে এসইসি'র অনুমোদন এ সমস্ত শেয়ারকে বিনিয়োগকারীদের সামনে "ঝুঁকি বিহীন" বলে চিহ্নিত করে। তদুপরি মার্জিন হারের দ্রুত পরিবর্তন অতি স্বল্প মেয়াদে বাজারে অর্থের যোগান পরিবর্তন করে, বিক্রয় "ট্রিগার" করে এবং বিনিয়োগকারীদের পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ করা থেকে বঞ্চিত করে। এতে স্বভাবতই বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। মার্জিন লোনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা এবং প্রদানের নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করে, ক্রেতার প্রকৃতি ও সামর্থ্য শেয়ার এবং বাজারের অবস্থা বিবেচনায় মার্জিন লোনের পরিমান এবং প্রদানের সিদ্ধান্ত লোন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উপরে ছেড়ে দেয়াই সাধারণ নিয়ম।

(গ) ব্রোকারেজ হাউসসমূহের শাখা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপি ছড়িয়ে দেয়া। যদিও সংগত কারণেই মনে হতে পারে যে অধিক সংখ্যক বিনিয়োগকারীকে শেয়ারবাজারে সম্পৃক্ত করা অর্থনীতির জন্য ভাল একটি পদক্ষেপ, কিন্তু সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জ্ঞান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং আর্থিক ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা নিশ্চয়ই নজরে রাখতে হবে। উপরন্তু যেখানে স্টকমার্কেট সংশ্লিষ্ট সকলেই একবাক্যে বলে আসছে যে বাজারে বিনিয়োগযোগ্য শেয়ারের সংখ্যা কম, সেখানে উল্লে-খযোগ্য সংখ্যায় ক্ষুদ্র, অপরিপক্ক অ-তথ্যসমৃদ্ধ বিনিয়োগকারীকে বাজারে টেনে আনা সুচিন্তিত পদক্ষেপ নয়। এসইসি এমনকি ক্যাপিটাল মার্কেট ফেয়ার করে এতে অংশগ্রহণ করেছে, অথচ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের নিয়মকানুন, হিসাব নিকাশ ও সর্বোপরি ঝুঁকি সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা অপ্রতুল বললেও কম বলা হয়।

তদন্ত কমিশনের কাছে প্রকাশ পেয়েছে যে গ্রাম পর্যায়ে নিম্ন-মাত্রায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা, বিভিন্ন ব্রোকারেজ হাউসে কর্মরত, অথবা বিনিয়োগরত তাদের "ভাই-বন্ধু-আত্মীয়ের" উৎসাহে বা প্ররোচনায় বিও একাউন্ট খুলে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করেছে। শেয়ার বাজারের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্ব গতিতে স্বল্প সংখ্যক এরকম বিনিয়োগকারী লাভবানও হয়েছেন, তবে অধিকাংশই এখন উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান এই প্রবণতা রোধে বা নিয়ন্ত্রণে এসইসি লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করে নি। উল্লেখ্য যে, ব্রোকারেজ হাউসসমূহও এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে নি।

(ঘ) "জেড" ক্যাটেগরিতে যে সমস্ত শেয়ার তালিকাভূক্ত, তার অনেক কোম্পানীরই বহু বছর ধরে ব্যবসা বন্ধ রয়েছে বা অতি নিম্ন পর্যায়ে চলমান। তবুও এই কোম্পানীগুলোকে তালিকাচ্যুত করার এবং অবসায়ন করার কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে তালিকাচ্যুত করলে এসব কোম্পানীর নন-স্পন্সর শেয়ারহোল্ডারদের কোন বহির্গমন পথ (exit route) থাকবে না। দ্বিতীয়ত, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানীর অবসায়নের জন্য এগিয়ে আসেন না। দু'টি যুক্তিই ভ্রান্ত। ব্যবসাবিহীন কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের exit route যদি অন্য কোন বিনিয়োগকারীর কাছে শেয়ার বিক্রী করে দেয়া হয়, তাহলে দৃশ্যতই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, বরং নতুন কোন বিনিয়োগকারী একই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ এসইসি ১৯৯৩ সালের আইনের ধারা ৮(২)(জ) বলে কোম্পানীর শেয়ার বা স্টক ও কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং কোম্পানীর অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সুচিন্তিতভাবে প্রয়োগ করে কোম্পানী অধিগ্রহণ করে তার সুষ্ঠু অবসায়ন ঘটাতে পারত। এতে স্বল্প সংখ্যক বিনিয়োগকারীর ক্ষতি (যে ঝুঁকি সব বিনিয়োগকারী বহন করেন) হলে ও সাময়িক বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে এ সমস্ত শেয়ার নিয়ে কারসাজি

করা বন্ধ হয়ে যেত। এছাড়াও, ১৯৬৯ সালের অর্ডিন্যান্সের ধারা 2CC বলে SEC এ সব কোম্পানীর স্পন্সর/ডাইরেক্টরদের বাধ্য করতে পারত বাজারের সাধারণ শেয়ারগুলো একটি নির্দিষ্ট দামে তুলে নেয়ার জন্য। এর কোনটাই না করে, এধরণের বহু শেয়ারকে OTC মার্কেটভূক্ত করে বাজারে আরেকটি বিভ্রান্তিকর সংকেত দেয়া হলো যে এই শেয়ারগুলো এখনো লেনদেন যোগ্য।

শুধু তাই নয়, এধরনের কোম্পানীগুলোকে বিভিন্ন সময়ে রাইট শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার ইত্যাদি ইস্যু করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর একটি নিদর্শন বিডিকম অনলাইন লিমিটেড। এই কোম্পানী রাইট শেয়ার ইস্যু করার জন্য একাধিকবার আবেদন করলেও সর্বশেষ ২০০৯ সালে তাদের আবেদন এসইসি প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তারপর ২০১০ সালে, কোম্পানীর অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও এসইসি ২৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর অনুমতি দেয় এবং এর অর্ধেক শেয়ার প্রাইভেট প্লেসমেন্টেরও অনুমতি দেয়া হয়। এধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত স্বভাবতই পুঁজিবাজারের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এবং এসইসি'র দক্ষতা ও অভিপ্রায় সম্বন্ধেও সংশয়ের জন্ম দেয়। তদন্তে দুঃখজনকভাবে আরো জানা গেছে যে, প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর জন্য আবেদন করতে "unofficial" উপদেশ দেয়া হয় এসইসি থেকেই।

আরেকটি বিষয়ে এসইসি'র সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় অসাবধানতা এবং নিয়মনীতির অভাব দেখা যায় - যেটি হলো পরিচালক বা উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে শেয়ার ইস্যু করে ঋণকে পরিশোধিত মূলধন রূপান্তরিত করা। এক্ষেত্রে কেস ষ্টাডি-৭ঃ১৭ প্রনিধানযোগ্য। ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর পরিচালক প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে যে মূল্যে রূপান্তরের অনুমতি দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ শেয়ার প্রতি ১৬৭.৫০ টাকা, তাতে তৎকালীন বাজার মূল্যে শেয়ার প্রতি ৩৯৬.০০ টাকার ছাড় দেয়াকে অনুমোদন করা হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ বেক্সটেক্স লিমিটেড এর ঋণ রূপান্তরকরণ। ২০০৮ সালের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রে যেখানে ৪৫৩ কোটি টাকার ঋণ দেখানো রয়েছে, সেখানে ঋণের বিপরীতে ৬৫৩ কোটি টাকার নতুন শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে, ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ার ৩২ টাকা হারে। সেখানে শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহনের তারিখে শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ৬৪.৮০ টাকা এবং এসইসি'র সম্মতি প্রদানের তারিখে তা ছিল ৬৪.৯০ টাকা। প্রসঙ্গত, নথিপত্রে এ সংক্রান্ত কোম্পানীর হিসাবপত্রেও যথেষ্ট গরমিল পাওয়া যায়। ঋণ রূপান্তরকরণের ক্ষেত্রে এসইসি'র কোন নিয়মনীতি নেই - কাজেই এই সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই অস্বচ্ছ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ২০০৯ সালের মে থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত সময়কালে এসইসি বেক্সটেক্স লিমিটেডের ঋণ রূপান্তর ও মূলধন বৃদ্ধি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুমতিসমূহ দেয়; এবং এ সময়ের অব্যবহিত পরে ২৯.১০.২০০৯ তারিখে এসইসি'র নির্বাহী পরিচালক আনোয়ারুল কবির ভূঁইয়া'র স্ত্রীর নামে পরিচালিত একটি বিও একাউন্টে বেক্সটেক্স লিমিটেড এর ১ লক্ষ শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে, যা ০৪.১১.২০০৯ তারিখে বিক্রি করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুচ্ছেদ ৮.১ দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য যে, গত দু' বছরে যে সমস্ত শেয়ার নিয়ে কারসাজির নিদর্শন বা প্রমান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ারই Z ক্যাটেগরির। এর মাঝে দু'টি নাম সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষন করে- চিটাগাং ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও সিএমসি কামাল লিমিটেড। এ সংক্রান্ত বিশদ প্রতিবেদন এই রিপোর্টের অন্যত্র সন্নিবেশিত।

(ঙ) এসইসি এবং ডিএসই/সিএসই'র মধ্যে নতুন শেয়ারের তালিকাভুক্তি নিয়ে সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও ডিএসই/সিএসই তালিকাভুক্তির ব্যাপারে অন্যতম নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের (এসইসি কর্তৃক অনুমোদিত) নিয়মের বাইরে পড়লে কোন কোম্পানীকে তালিকাভুক্ত

করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত অর্থাৎ শুধুমাত্র এসইসি'র নির্দেশমতে এটা হতে পারে, তবুও সম্প্রতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ডিএসই'র আপত্তি সত্ত্বেও এসইসি এই কোম্পানীগুলোর প্রস্পেক্টাস প্রকাশের এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্টক মার্কেটে তালিকাভুক্তির অনুমতি দিয়েছে। কোম্পানীগুলো হল, মারিকো, আর.এন.স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, মডার্ন পলি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এলায়েন্স হোল্ডিংস লিমিটেড এবং ঢাকা ডাইং এন্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী লিমিটেড। এগুলোর মাঝে একটি কোম্পানী বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেডকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক। তালিকাভুক্তির সময় তিন বছরের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ইতিহাসে দু'বছরই কোম্পানীটি লোকসানে চলেছে। এছাড়াও জনগণের জন্য বরাদ্দ শেয়ারের তুলনায় প্রাইভেট প্লেসমেন্টে প্রদত্ত শেয়ারের অংশও অনেক বেশী ছিল। ডিএসই'র আপত্তি সত্ত্বেও এসইসি এই শেয়ার তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। ২০১০ সালের জুন মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বাজার স্বত:ই উর্দ্ধমুখী থাকলেও এই শেয়ারের দাম ক্রমশ:ই নিম্নমুখী ছিল, তার প্রাথমিক বাজার মূল্যের তুলনায়।

উপরের পর্যালোচনা থেকে দেখা যাবে যে, এসইসি, নীতি নির্ধারণের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দূর্বলতার এবং অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। এসইসি এর গৃহিত নীতিসমূহ দৃশ্যতঃই বিনিয়োগকারীদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে কি ধরণের তথ্য-উপাত্ত, বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বা পরামর্শক্রমে নীতি নির্ধারিত হয়-অর্থাৎ এসইসি এর নীতি নির্ধারনী প্রক্রিয়াটি আসলে কি? এসইসি'র অধিকর্তারা নিজেরাই তাদের সাংগঠনিক দূর্বলতার কথা স্বীকার করেন। তথাপিও, এসইসি'র পরামর্শক কমিটির বৈঠক, ১৯৯৩ সালে এসইসি গঠিত হওয়ার পর মাত্র ১ বার কি ২ বার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬.২ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং বাজারের সংশিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে সমন্বয়ঃ

তদন্তকালে জানা গেছে যে, ২০০৯-১০ সালে শেয়ার বাজারের অস্থিতিশীলতা নিয়ে যখন চতুর্দিক থেকে দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়েছে, তখন কোন সময়েই এসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং স্টক এক্সচেঞ্জের সমন্বিত কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি সম্ভাব্য সমস্যার মোকাবেলায় এক সংগে কাজ করার। নথিপত্রে দেখা যায় দু-একবার বাংলাদেশ ব্যাংক এসইসি'র সঙ্গে বৈঠক করার চেষ্টা করলেও তাতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। ২০১০ সালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপে সভা হলেও পরবর্তীতে সেই একই সমন্বয়হীনতা দেখা গেছে।

এছাড়াও, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক, আত্ম-নিয়ামক এবং বিনিয়োগকারী ও তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাসমূহের নিয়মিত বিরতিতে কোন তথ্য বা মতামত আদান-প্রদান হয় না। পুঁজিবাজার যেখানে ইতি এবং নেতিবাচক দু'ভাবেই সামগ্রিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেখানে এই বিযুক্তভাবে চলার নীতি সুফল বয়ে আনতে পারে না এবং তা অনভিপ্রেত।

পুঁজিবাজার উন্নয়নে এসইসি'র সহায়ক ভূমিকার চেয়ে নিয়ন্ত্রক ভূমিকার প্রাধান্যই বেশী সামনে এসেছে; আর বিভিন্ন দূর্বলতার কারণে এসইসি যে যথাযথভাবে তার নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করেনি বা করতে পারেনি, তা এই রিপোর্টে উঠে এসেছে। এখানে আবারো উল্লেখযোগ্য যে স্টক এক্সচেঞ্জ দু'টি তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এসইসি'র সাথে সহায়ক ভূমিকার পরিবর্তে অসহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করার প্রবণতা প্রায়ই দেখা গেছে। একই কথা প্রযোজ্য বিনিয়োগকারী এবং ইস্যুকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাসমূহের ব্যাপারে ।

পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা, স্থিতিশীলতা এবং উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি আনয়ন করতে হলে সব সংশ্লিষ্ট পক্ষকে in good faith একসাথে কাজ করতে হবে, অন্যথা বার বার এ ধরনের অনাবশ্যক এবং অনভিপ্রেত উত্থান পতন অনিবার্য হয়ে পড়বে।

স্টক এক্সচেঞ্জ

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট দু'টি মুখ্য প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ। দু'টোই ১৯৬৯ সালের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্সের অধীনে নিয়ন্ত্রিত স্টক এক্সচেঞ্জ এবং আত্ম-নিয়ামক বা self-regulatory প্রতিষ্ঠান। পুঁজিবাজারের দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং শেয়ার বাজার এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। শুধু তাই নয়, স্টক এক্সচেঞ্জের লিস্টিং রুলস্ এর বাধ্যবাধকতা পরিপালন করেই একটি কোম্পানীর শেয়ার স্টক মার্কেটে তালিকাভুক্ত হতে পারে, এবং শেয়ারের লেনদেন কার্যক্রম চলতে পারে। শেয়ার বাজার বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে চলছে কিনা, সব রকমের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং দলিলপত্রাদি আইননানুযায়ী সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা, বিও হিসাব সঠিকভাবে খোলা হচ্ছে কিনা, শেয়ার এবং অর্থের লেনদেন বিধি মোতাবেক হচ্ছে কিনা এগুলো দেখার প্রাথমিক দায়িত্ব স্টক এক্সচেঞ্জের। একাধিক পর্যায়ে স্টক এক্সচেঞ্জগুলো, (বিশেষ করে ঢাকা স্টক একচেঞ্জ কারণ এখানে শেয়ারের সিংহভাগ লেনদেন হয়) আত্ম-নিয়ামক সংস্থা হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তদন্তে জানা গেছে যে, বিশেষ করে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণ একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে এবং যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, তখন সে দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নৈকট্যের দাবীতে তারা বাজার নিয়ন্ত্রকদের এবং ইস্যুয়ার কোম্পানী সমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নেয়। ষ্টক এক্সচেঞ্জগুলোর দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনাকারী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও চাপ এবং অসুবিধা থেকে মুক্ত নয়। দৈনন্দিন ভিত্তিতে বাজার পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রমে ফলাফলের দৈন্যই এটা প্রমান করে দেয়।

স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমকে লিস্টিং এবং ট্রেডিং, দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে দেখা যেতে পারে। লিস্টিং এর ক্ষেত্রে যদিও কয়েকটি কোম্পানীর ব্যাপারে স্টক এক্সচেঞ্জগুলো সঙ্গত কারণে এসইসি কে লিস্টিং প্রদানে অপারগতা জানিয়েছে বা এসইসি'র সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে, তবুও উল্লেখযোগ্য কিছু কোম্পানীর ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করেছে। শুধু তাই নয়, উচ্চ প্রাথমিক বা নির্দেশক মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে আপত্তি করা দূরে থাক, স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য কোম্পানীগুলো উচ্চ মূল্য প্রস্তাবে ভূমিকা রেখেছে। কেস-স্টাডি নং-৭ঃ২ তে দেখা যাবে যে কেপিসিএল এর নির্দেশক মূল্য প্রদানকারী সাতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটিই ডিএসই'র সদস্য স্টক ডিলার প্রতিষ্ঠান-SAR Securities Ltd, B & B Enterprise Ltd. এবং Royal Capital Ltd. এখানে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর সদস্যদের স্বার্থ সংঘাতের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণও রয়েছে। যেসব সদস্য নির্দেশক মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণে ভূমিকা রাখেন, তারা বা তাদের সহকর্মীরাই তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখেন, স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিটি সমূহের সদস্য হিসেবে। তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দই আবার এ সংক্রান্ত অনিয়ম তদন্তের দায়িত্বে থাকেন। এক্ষেত্রে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্ন সংগত কারণেই এসে যায়।

ট্রেডিং এর ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। ডিএসই'র করা বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্ট দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "নিয়ম রক্ষা" করা হয়েছে। শেয়ারের মূল্যের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের সঙ্গে স্টক মার্কেটের কোন সদস্যের সংশিষ্টতাই কোন তদন্ত রিপোর্টে উঠে আসেনি, যা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশেষতঃ যখন এই তদন্ত কমিটি স্বল্প সময়ে এরকম সংশিষ্টতা খুঁজে পেয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে, স্টক ব্রোকার এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা শেয়ারের ব্যাপারে গুজব ছড়িয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে থাকে, যা আইন বহির্ভুত। সার্কুলার ট্রেডিং, ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে শেয়ারের কৃত্রিম বাজার তৈরী করা, এ বিষয়গুলো এই তদন্ত রিপোর্টের অন্যত্র উঠে এসেছে। তদন্তে আরো জানা গেছে যে

ডিএসই'র লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য যা বর্তমানে কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকে, তা প্রায় প্রতিদিন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির হাতে চলে যায় - যার ভিত্তিতে বাজারকে প্রভাবিত করা এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে মুনাফা করা যায়। অর্থাৎ ষ্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের তথ্য সু-সংরক্ষিত এবং গোপন থাকছে না - বরং তথ্য আহরণের সুবিধা যে সমস্ত বিভাগ যেমন মনিটরিং, সার্ভেইল্যান্স এবং তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)- সে সব বিভাগের একশ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর অসাধুতার সুযোগে তথ্য পাচার হয়ে যাচ্ছে, এমনকি ছাপানো অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে, যা আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এ তথ্যের ভিত্তিতে যে সমস্ত লেনদেন হচ্ছে, তাও সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ বিধিমালার পরিপন্থী। তদন্ত কমিটি মনে করে এ ব্যাপারে দ্রুত অনুসন্ধান করে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সিডিবিএল এ সংরক্ষিত তথ্যের ব্যাপারেও একই অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ধরণের ছাপানো তথ্য তদন্ত কমিটির হাতেও এসেছে। তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রযুক্তিগত এবং পদ্ধতিগত দুর্বলতা রয়েছে, যার দ্রুত প্রতিকার আবশ্যক।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় জানা গেছে, যা বাজার প্রভাবিতকরণে ভূমিকা রাখে। ইস্যুয়ার কোম্পানীগুলো প্রতিদিন সিডিবিএল থেকে তাদের শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে থাকে- অর্থাৎ কে কত শেয়ার লেনদেন করল তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব। এ তথ্য অত্যন্ত মূল্য সংবেদনশীল এবং স্বভাবতঃই শুধুমাত্র সিডিবিএল এ কঠোর নিরাপত্তায় রক্ষিত হওয়া উচিৎ। তা না হলে, কয়েকটি কোম্পানীর এ ধরণের তথ্য একত্র করে বাজারে ম্যানিপুলেশন করা অত্যন্ত সহজ এবং অভিযোগ আছে যে তা করাও হচ্ছে। কোম্পানীগুলোর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন যা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এবং SEC কে দেয়া হয়, তা কোম্পানী নয়, CDBL থেকে সরাসরি প্রদান করা উচিৎ। কোম্পানীসমূহ শুধুমাত্র রেকর্ড ডেটে, বা বিশেষ প্রয়োজনে এ তথ্য পেতে পারে।

উল্লেখযোগ্য যে, সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ বিধি ১৯৯৫ বর্তমানে যে আকারে এবং প্রকারে বিদ্যমান, তা এ ধরণের ঘটনা উদঘাটনে বা রোধে যথেষ্ট নয়, এবং অন্যান্য দেশের কার্যকর বিধিমালার আলোকে এর সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর শেয়ার ডি-লিস্টিং এর ক্ষমতা থাকা সত্বেও যেসব কোম্পানী বহু বছর ধরে এমনকি কার্যত: বন্ধ হয়ে রয়েছে সেই কোম্পানীগুলোর তালিকা বহির্ভুতকরণের কোন উদ্যোগ নেয়নি। এ প্রসঙ্গে SEC`র মতো তাদেরও খোঁড়া যুক্তি যে তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের exit route থাকবে না।

স্টক ব্রোকাররা নিজেদের গ্রাহক (client) দের পরিচিতি, বিনিয়োগ প্রোফাইল, ঝুঁকি সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিবেচনা না করে ট্রেডিং করতে এবং মার্জিন লোন দিয়ে থাকে। অপরিপক্ক বিনিয়োগকারী স্টক ব্রোকারের দফতরে বসে তাৎক্ষণিকভাবে শেয়ার কেনা-বেচা করে থাকে, যা কোন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত শেয়ার বাজারেই করা যায় না। এতে বাজার নিশ্চিতভাবেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়ে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

পূর্বে উলিখিত স্বার্থ-সংঘাত দৃষ্টে স্টক মার্কেট দু'টোর de-mutualization প্রক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন, যাতে স্টক এক্সচেঞ্জের মালিক এবং ষ্টক ব্রোকার/ডিলাররা পৃথক হয়ে যায় এবং বাজারে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ নিবৃত্ত করা যায়। এ পদক্ষেপ গ্রহনকালীন সময়ে ষ্টক এক্সচেঞ্জ দু'টোতে নিরপেক্ষ অথচ দক্ষ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হলে তা পুঁজিবাজারের জন্য ইতিবাচক হবে বলে তদন্ত কমিটির অভিমত।

৬.৩ এসইসি ও ষ্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের সমন্বয়হীনতাঃ

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০০৬ অনুযায়ী কোন ইস্যু কোম্পানী পাবলিক ইস্যুতে যাওয়ার পূর্বে কমিশনের সম্মতি লাভ করতে হয়। সে লক্ষ্যে ইস্যু কোম্পানী নির্ধারিত ফরমে আবশ্যকীয় কাগজ-পত্রসহ কমিশন বরাবর আবেদন করে। একই সময় ইস্যু কোম্পানী আবেদন পত্রের একটি কপি অন্যান্য কাগজ-পত্র সকল ষ্টক এক্সচেঞ্জে প্রেরন করে । যদিও ষ্টক এক্সচেঞ্জের সম্মতি পত্র পাবলিক ইস্যু ছাড়ার ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় নয়, তথাপি ষ্টক এক্সচেঞ্জের মতামত এসইসি'র সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে ইস্যু কোম্পানী কর্তৃক পাবলিক ইস্যু করার প্রক্রিয়া অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বেশ কিছু ইস্যু কোম্পানীর ক্ষেত্রে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ বিরূপ মন্তব্য প্রদান করার পরও অজানা কারনে এসইসি কর্তৃপক্ষ ইস্যু কোম্পানীগুলোকে পাবলিক ইস্যুর ব্যাপারে সম্মতি পত্র দিয়েছে। এ সম্পর্কিত একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হ'ল।

তালিকা নং -৬ঃ৩

ক্রমিক নং	কোম্পানীর নাম	বিরূপ সুপারিশের সংক্ষিপ্ত কারন সমূহ
১	Marico Bangladesh Ltd.	পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির কারন ব্যখ্যায় ব্যর্থ, সম্পদ মূল্যায়ন অতিমূল্যায়িত (overestimated), প্রিমিয়াম চার্জ অবিবেচনাপ্রসূত, কোম্পানীর কলকব্জা পুরাতন ও জীর্ন ইত্যাদি
২.	R.N. Spinning Mills	পাবলিক ইস্যু রুলস, ২০০৬ পরিপালনে ব্যর্থ, কোম্পানীর উৎপাদন পক্রিয়ায় মেশিন স্থাপন খুবই দ্রুততর তথা সন্দেহজনক।
৩.	Beacon Pharmaceuticals Ltd.	মাত্র তিনবছর বানিজ্যিক অপারেশনের মধ্যে ২ বছর লোকসান জুন-০৯ পর্যন্ত লোকসানের পরিমান প্রায় ৪ কোটি, আইপিও-র তুলনায় প্লেসমেন্ট অনেক বেশী, স্পন্সর/ পরিচালকদের অসন্তোষজনক ভাবমূর্তি
৪.	Modern Poly Industries	ভুল একাউন্টিং তথ্য পরিবেশন, সঠিক purpose এ উত্তোলিত মূলধন ব্যবহার না হওয়ায় সম্ভাবনা, ডিএসই টীমকে কোম্পানী পরিদর্শনে অনুমতি না দেওয়া, পরোক্ষভাবে (indirect) Direct listing-এর সম্ভাবনা
৫.	Alliance Holdings Ltd.	উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, প্রচুর cpital gain যা EPS বাড়িয়েছে
৬.	The Dacca Dyeing and Manufacturing Company Ltd.	অতি অল্প ইপিএস, লভ্যাংশ ও মুনাফা; ৩০-৪০% অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা

উপরোল্লিখিত বেশীরভাগ ইস্যু কোম্পানী চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ থেকেও একইভাবে বিরূপ মন্তব্যযুক্ত হয়েছিল, তথাপি সিএসই উপরোক্ত কোম্পানীসমূহকে পাবলিক ইস্যুজ এর ব্যাপারে সম্মতিপত্র প্রদান করে। যেখানে পাবলিক ইস্যুর নিয়ম কানুন এবং কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার ব্যাপারে এসইসিকেই অত্যন্ত অনড় ভূমিকা পালন করার কথা, সেখানে তথ্য উপাত্ত দিয়ে নির্ভুলভাবে প্রমানিত হওয়া সত্ত্বেও এ সমস্ত নিয়ম-নীতি লংঘনকারী দুর্বল আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন কোম্পানীগুলোকে (অনেক ক্ষেত্রেই প্রিমিয়ামসহ) পুঁজিবাজারে আইপিও-তে শেয়ার ছাড়ার অনুমোদন প্রদান করে সিএসই। এটা শুধু অনৈতিকই নয়, সিএসই-র চরম দায়িত্ব-জ্ঞান বিবর্জিত আচরণ। এপ্রেক্ষিতে এসইসি-র বক্তব্য হচ্ছে ঃ ইস্যু কোম্পানীগুলোকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে তাদের প্রসপেক্টাস-এ ষ্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের মন্তব্য ছাপানের শর্তে। এখানে আমাদের প্রশ্নঃ বাংলাদেশের কয়জন সাধারন বিনিয়োগকারী প্রসপেক্টাস পড়ে বিনিয়োগ করে বা প্রসপেক্টাস পড়লেও এর ভাষা ও ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম? এ সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আগ্রহী, তা হলো পাবলিক ইস্যু রুলস, ২০০৬ এর ৮বি (১) (h) ধারার প্রতি (যা ইস্যু

নি. ক.

কোম্পানীর প্রসপেক্টাসের cover page -এ bold আকারে উদ্ধৃত করার কথা)। ধারাটির মূল কথা হচ্ছেঃ পাবলিক ইস্যু এর অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে কমিশন ইস্যু কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা, ইস্যুর মূল্য এবং আর্থিক বিবরনীর সঠিকতার দায় দায়িত্ব নিচ্ছে না। উপরোক্ত দায়-দায়িত্বগুলো ইস্যু কোম্পানী, পরিচালকবৃন্দ, ইস্যু ম্যানেজার সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের। কমিশনের কোন দায়-দয়িত্ব না থাকলে পাবলিক ইস্যুজ এর ব্যাপারে কমিশনের এতসব আনুষ্ঠানিকতা করার কি দরকার? আমরা মনে করি এ ধারাটি সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের (সাধারন বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা) পরিপন্থী।

সপ্তম অধ্যায়

৭. কেস-ষ্টাডির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ

৭.০ ষ্টেক-হোল্ডার, সুশীল সমাজ, সংবাদ মাধ্যম ও সর্বসাধারণের বক্তব্য ও মতামতে পুঁজিবাজারের গত দু'বছরের অস্বাভাবিকতার প্রসঙ্গে কতগুলো কোম্পানীর নাম উঠে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে এসব কোম্পানীর সম্পদ পূনর্মূল্যায়ন, প্রিমিয়াম নির্ধারণ, চাটার্ড একাউন্ট্যান্টদের প্রত্যয়ন, ইস্যু ম্যানেজারদের ভূমিকার অস্বাভাবিকতা নিয়ে এবং সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্লিপ্ততা, সহায়তা এমনকি যোগসাজসের অভিযোগও ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এসব কোম্পানীর উল্লেখ ব্যতীত তদন্ত প্রতিবেদন পূর্ণতা পাবে না। সময় স্বল্পতা, তথ্যের ব্যাপকতা এবং অনুরূপ কোম্পানীর সংখ্যাধিক্য বিবেচনা করে যে সব কোম্পানীর প্রতি সর্বাধিক অঙ্গুলী নির্দেশিত হয়েছে এবং যে সব কোম্পানীর অস্বাভাবিকতার মাত্রাধিক্য দৃশ্যমান, শুধুমাত্র সেইসব কোম্পানীর মধ্য থেকে নমূনা চয়ন করা হয়েছে এবং কেসগুলো অতি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে চাইলে, তার উপাদান কেসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। কেসষ্টাডি থেকে প্রাপ্ত উপাদান ও অনুমিতিসমূহ (inferences) তদন্ত প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে।

কেস - ৭ঃ ১

বিডি থাই এলুমিনিয়াম লিঃ ও জেম গ্লোবাল

পুঁজিবাজার কেলেঙ্কারিতে বিডি থাই এলুমিনিয়াম কর্তৃক জেম গ্লোবাল কোম্পানীর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রিকরণ এবং অবিশ্বাস্য মুনাফা অর্জন একটি বিশেষভাবে সমালোচিত কেস। কেসটি পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে । এতে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার সীমাহীন দূর্বলতা প্রকাশিত হয়।

বিডি থাই এলুমিনিয়াম ঃ কোম্পানীটি ১৯৯০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত হয়। কোম্পানীর বর্তমান মূলধন ১৩.৪০ কোটি টাকা। প্রথম দিকে লভ্যাংশ দিলেও ২০০৪ সালে লোকসান হয়। পরের দু'বছর লভ্যাংশ দেয়নি। ১০০ টাকা মূল্যের প্রতিটি শেয়ারের বাজার মূল্য ২০০০ সালে ২৭৮ টাকা ছিল। ২০০৭ সালে শেয়ারমূল্য কমে দাঁড়ায় ৪৮ টাকায়। শেয়ার প্রতি লোকসান ছিল ২২ টাকা। কিন্তু সম্পদ পূনর্মূল্যায়নের দ্বারা এক বছরের মধ্যে শেয়ার প্রতি আয় (EPS) দেখান হয় ৩২ টাকা। সম্পদ মূল্য প্রায় ১৮ গুন বাড়ানো হয়েছে।

জেম গ্লোবাল ইল্ড ফান্ড লিঃ পশ্চিম ক্যারিবীয় সাগরের কেম্যান দ্বীপে কোম্পানীটি নিবন্ধিত। এই দ্বীপে কর ব্যবস্থা নাই বিধায় অস্বচ্ছ কোম্পানী এখানে নিবন্ধন নিয়ে থাকে। এ কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধন মাত্র ১ সেন্ট। ২০০৬ সালে চীনা ব্যবসায়ী ওয়ান রুই ইয়ান জেম গ্লোবালের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং হংকং আদালত জেম গ্লোবাল ইল্ড ফান্ডকে ৪ কোটি হংকং ডলার বাদীকে পরিশোধের রায় দেন। জেম গ্লোবালের ঠিকানা ঃ প্রযত্নেঃ কিউ এন্ড এইচ কর্পোরেট সার্ভিসেস, চতুর্থ তলা, হারবার সেন্টার, পোষ্ট বক্স-১৩৪৮, জর্জ টাউন, গ্রান্ড কেম্যান, কেম্যান দ্বীপ।

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর তদন্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ঃ

(ক) ১১.২.২০০৯ তারিখে বিডি থাই ১০০ টাকা মূল্যের ৯,৮৭,০০০ টি শেয়ারের জন্য ৩৭৫ টাকা অভিহিত শেয়ারমূল্যে জেম গ্লোবাল ইল্ড ফান্ডকে ওয়ারেন্ট ইস্যু করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

(খ) ১৯.৪.২০০৯ তারিখে কোম্পানী ডিএসই কে জানায় যে, ওয়ারেন্ট এর সুবাদে কোম্পানী জেম গ্লোবালকে ৯১,০০০ শেয়ার প্রাইভেট প্লেসমেন্টে প্রদান করেছে ৩ কোটি ৪১ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রাপ্তির বিনিময়ে।

(গ) ২১.৪.২০০৯ তারিখ থেকে জেম গ্লোবাল গড়মূল্য ৯০৯.৫১ টাকায় শেয়ার বিক্রি শুরু করে। ২৭.৫.২০০৯ পর্যন্ত ২,৭২,০০০ শেয়ার তারা বিক্রি করেছে। প্লেসমেন্টের অতিরিক্ত ১,৮১,০০০ শেয়ার (২,৭২,০০০ - ৯১,০০০) **বিডি থাই ডিএসই'র কাছে ডিক্লেয়ার করে নাই।**

(ঘ) ১৯.৪.২০০৯ থেকে ২৭.৫.২০০৯ পর্যন্ত সময়কালে জেম গ্লোবাল শেয়ার বিক্রি বাবদ আয় করেছে ১৪.৫০ কোটি টাকা, যার ব্রেকআপ নিম্নরূপ ঃ

৯০৯.৫১ টাকা দরে ২,৭২,০০০ শেয়ার বিক্রয়	= ২৪,৭৩,৮৭,৪৭৬ টাকা
৩৭৫.০০ টাকা দরে শেয়ার ক্রয়	= ১০,২০,০০,০০০ টাকা
মোট লাভ	= ১৪,৫৩,৮৭,৪৭৬ টাকা

(ঙ) মাত্র দেড়মাসে ১৪২.৫৪% মুনাফা অর্জন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।

(চ) বিক্রয়লব্ধ ১৪,৫৩,৮৭,৪৭৬ টাকা ঢাকাস্থ সিটি ব্যাংক এন,এ জেম গ্লোবালের একাউন্ট নং- G010000200495012 - তে জমা করা হয়েছে। এই অর্থ বিদেশে প্রেরিত হয়েছে কিনা, ডিএসই জানে না। ডিএসই তদন্ত দাবী করেছে।

অন্যান্য সূত্রের তথ্য ঃ এসইসি সূত্রে প্রকাশ,

(ক) এসইসি ৩০১ তম কমিশন সভায় বিডি থাই কোম্পানীকে পরিশোধিত মূলধন ১১,১৭,৮২,০০০ টাকা থেকে ৩৬,১৭,৮২,০০০ টাকায় উন্নীত করার অনুমতি দেয়। ১০০ টাকার শেয়ার ৬২৭ টাকা প্রিমিয়ামসহ ৭২৭ টাকায় ধার্য করে। ১০০ টাকার শেয়ার ২৭৫ টাকা প্রিমিয়ামসহ ৩৭৫ টাকায় জেম গ্লোবাল ইল্ড ফান্ডকে ১ বছরের লক-ইনে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের অনুমোদন দেয়।

(খ) বিডি থাই ১৮.২.২০০৯ তারিখে ইস্যু মূল্য ৭২৭ টাকা থেকে ১০০০ টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়। এসইসি এই মূল্য বৃদ্ধিতে সম্মতি দেয়।

(গ) সিটি ব্যাংক এন.এ এর কাষ্টডিয়াল ট্রানজেকশন ষ্টেটমেন্ট থেকে জানা যায় যে, কোম্পানী জেম গ্লোবালকে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছিল এবং ৭.৪.২০০৯ তারিখে জেম গ্লোবাল নির্দেশ ভঙ্গ করে ওয়ারেন্টের বিপরীতে ৯১,০০০ শেয়ার কনভার্ট করে এবং ৩৬,৯৭০ টি শেয়ার বিক্রি করে ফেলে ২৪-২৯ এপ্রিলের মধ্যে।

(ঘ) এসইসি ওয়ারেন্ট কনভার্শন বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। বিডি থাই নির্দেশ অমান্য করে জেম গ্লোবালকে ০৬.৫.২০০৯ তারিখে ১,৮২,০০০ শেয়ার ইস্যু করে।

(ঙ) সিটি ব্যাংক SEC কে জানায় যে, জেম গ্লোবালের মূলধন ১ সেন্টের মালিক একজন। সিটি ব্যাংক আরো জানায়, ওয়ারেন্টের বিপরীতে ৭.৪.২০০৯ তারিখে ১,৮২,০০০ শেয়ার কনভার্ট করা হয়। ৩ - ১৫ মে, ২০০৯ সময়কালে ৭৫,৬৮০ টি শেয়ার বিক্রি করে দেয়া হয়।

পত্রিকা সূত্রের তথ্য ঃ ২০০৯ সালের জুলাই মাসে গণমাধ্যমে তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল বিডি থাই ও জেম গ্লোবাল নিয়ে। অতিরিক্ত তথ্যে প্রকাশ, জেম গ্লোবাল ইতিমধ্যে ১৫ কোটি টাকা বিদেশে

স্থানান্তর করেছে (সিটি ব্যাংক এন,এর মাধ্যমে)। নিটা একাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তর হয়েছে। জেম গ্লোবাল শেয়ার ঋণ গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে প্রভাবশালীদের মাধ্যমে। এসইসি ডিএসই কে শর্টসেলের মাধ্যমে টাকা দেয়া যায় কিনা, সে নির্দেশনাও দিয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের তথ্যমতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে জেম গ্লোবালের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করেছেন সালমান এফ রহমান এবং ৯৬ দরপতনের সময়ে এসইসি সদস্য শাহবুব আলম।

তদন্ত কমিটি বিডি থাই এর শেয়ার প্রাইস মুভমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখতে পায় যে, ২০০৭ সালে শেয়ার মূল্য ৫৩ থেকে ৫৭ টাকার মধ্যেই সাধারণতঃ ছিল। ২০০৮ সালের মে মাসে ১১৪ টাকা ছিল। জুন মাসে সম্পদ পুনর্মূল্যায়নের সংবাদ প্রচার করে দর বাড়ানো হয়। ৩১.০৭.২০০৮ তারিখে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য হিসাবে সম্পদ পুনর্মূল্যায়নের ঘোষণা আসে এবং দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৩০৫ টাকায়। ২৩.১০.২০০৮ তারিখে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য হিসাবে জেম গ্লোবালের সাথে সম্পর্কের কথা প্রচারিত হয় এবং দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮৯ টাকায়। ১১.২.২০০৯ তারিখে এসইসি এর অনুমতিপত্র পাবার সংবাদ জানা যায় এবং ঐদিন শেয়ারমূল্য দাঁড়ায় ৫৭৫.৫০ টাকায়। এতে প্রমানিত হয়, মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রচারের দ্বারা ইস্যু ম্যানেজারের কারসাজিতে মূল্য উত্থান ঘটানো হয়।

যেহেতু প্রায় ১৫ কোটি টাকা বিদেশ স্থানান্তরিত হবার সংবাদ রয়েছে (সম্ভবতঃ সিটি ব্যাংক ৪ কোটি টাকা আটকে রেখেছে) এবং অর্থ লোপাটের পুরো প্রক্রিয়াটিই কেলেঙ্কারিমূলক, অতএব এই কেসটি বিস্তারিত তদন্তের জন্য সিআইডি-র কাছে হস্তান্তর করা যায়।

কেস - ৭ঃ ২

খুলনা পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (KPCL)

খুলনা পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (কেপিসিএল) এর শেয়ার ১৮.০৪.২০১০ তারিখে সরাসরি লিস্টিং এর মাধ্যমে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভূক্ত হয়। কোম্পানী এবং ডাইরেক্ট লিস্টিং সম্পর্কিত মূল তথ্যাদি, তারিখ এবং পরিমান নিচের টেবিলগুলিতে দেওয়া হল ঃ

টেবিল-১

লিস্টিং প্রক্রিয়া	ডাইরেক্ট লিস্টিং
ব্যবসার প্রকৃতি	খুলনায় বার্জ মাউন্টেড পাওয়ার প্লান্টের মালিকানা ও পরিচালনা এবং বাংলাদেশের জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
নিবন্ধনের তারিখ (Date of Incorporation)	১৫ অক্টোবর, ১৯৯৭
অনুমোদিত মূলধন	৫,০০.০০ কোটি টাকা
পরিশোধিত মূলধন	২০৮.৫৯৩ কোটি টাকা
তালিকাভূক্তির তারিখ (Listing date)	১৫/০৩/২০১০
অভিহিত মূল্য	১০.০০ টাকা
নির্দেশক মূল্য (Indicative price)	১৬২.০০ টাকা
মার্কেট লট (শেয়ার)	১০০
প্রস্তাবিত বিক্রয়যোগ্য শেয়ার (শেয়ারসমূহ)	৫,২১,৪৮,২৫০
প্রস্তাবিত বিক্রয়যোগ্য শেয়ার (টাকা)	৫২,১৪,৮২,৫০০.০০
মোট পরিশোধিত শেয়ার	২০৮,৫৯৩,০০০
শেয়ার প্রতি আয় (EPS)	৩১/১২/২০০৯ তারিখে ২.৭৯ টাকা
শেয়ার প্রতি নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV)	৩১/১২/২০০৯ তারিখে ১৮.৫৩ টাকা
ইস্যু ব্যবস্থাপক	এএএ কনসাল্টেন্টস এন্ড ফাইনান্সিয়াল এ্যাডভাইজারস লিমিটেড।
ওয়েবসাইট	www.khulnapower.com

টেবিল-২

সরাসরি তালিকাভূক্তির আগে শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানীর সিকিউরিটির মালিকানা (৫% এর অধিক)

শেয়ারহোল্ডারের নাম	শেয়ার সংখ্যা	%
১. সামিট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন(প্রাঃ) লিমিটেড	১০৪,২৬১,৫০০	৪৯.৯৮৩২%
২. ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ এন্ড কোম্পানী লিমিটেড	১০৪,২৬১,৫০০	৪৯,৯৮৩২%

টেবিল-৩

কোম্পানীর মালিকানায় সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অবস্থান

শেয়ারহোল্ডারদের নাম	শেয়ারহোল্ডিংস এর %	মোট শেয়ার (সংখ্যা)	অভিহিত মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
সামিট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন(প্রাঃ) লিমিটেড (বাংলাদেশে নিবন্ধিত)	৪৯.৯৮%	১০৪,২৬১,৫০০	১০	১,০৪২,৬১৫,০০০
ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ এন্ড কোম্পানী	৪৯.৯৮%	১০৪,২৬১,৫০০	১০	১,০৪২,৬১৫,০০০

লিমিটেড (বাংলাদেশে নিবন্ধিত)				
মোহাম্মদ আজিজ খান	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
আঞ্জুমান আজিজ খান	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
লতিফ খান	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
মোহাম্মদ ফরিদ খান	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
জাফর উদ্দিন খান	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
আয়েশা আজিজ খান	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
আদিবা আজিজ খান	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
হাসান মাহমুদ রাজা	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
আহমেদ ইসমাইল হোসাইন	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
কে,এম, আহসান শামিম	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
আখতার মাহমুদ রানা	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
ফরিদুর রহমান খান	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
আবুল কালাম আজাদ	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
মাইনুদ্দিন হাসান রশিদ	০.০০২৪%	৫,০০০	১০	৫০,০০০
মোট	১০০%	২০৮,৫৯৩,০০০		২,০৮৫,৯৩০,০০০

কেপিসিএল এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের সভা এবং কেপিসিএল এর ইজিএম সভার গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদ্যমান পরিশোধিত মূলধনের ২৫% (অর্থাৎ ৫,২১,৪৮,২৫০ শেয়ার) সাধারণ জনগণ/প্রতিষ্ঠানের নিকট বাজার মূল্যে বিক্রয় করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কোম্পানীর বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডাররা সাধারণ লেনদেন শুরুর অর্থাৎ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬ এর মাধ্যমে এসইসি কর্তৃক নির্ধারিত (এক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য ও প্রাসঙ্গিক) বুক বিল্ডিং পদ্ধতি অনুসারে তালিকাভূক্ত শেয়ারমূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) লেনদেন দিবসের মধ্যে তাদের শেয়ারহোল্ডিং এর ২৫% (শতকরা ২৫ ভাগ) বিক্রির প্রস্তাব করতে আইনতঃ বাধ্য থাকবেন।

টেবিল-৪

তারিখ	মোট বিক্রীত শেয়ারের পরিমান	অবশিষ্ট পরিমান	সমাপনী মূল্য	মূল্য (টাকায়)
১৮.০৪.১০	৩১৯,৩০০	৪৬,৬১৪,১২৫	২৭৩.৬	৮৭,৩৬০,৪৮০
১৯.০৪.১০	৪২,১০০	৪৬,৫৭২,০২৫	২৭০	১১,৩৬৭,০০০
২০.০৪.১০	১৭,৮০০	৪৬,৫৫৪,২২৫	২৭০	৪,৮০৬,০০০
২১.০৪.১০	৬২,৮০০	৪৬,৪৯১,৪২৫	২৭০.৭	১৬,৯৯৯,৯৬০
২২.০৪.১০	২৫৪,৩০০	৪৬,২৩৭,১২৫	২৬৯.৬	৬৮,৫৫৯,২৮০
২৫.০৪.১০	৮০,৫০০	৪৬,১৫৬,৬২৫	২৬৯.৯	২১,৭২৬,৬৫০
২৬.০৪.১০	৪১,৭০০	৪৬,১১৪,৯২৫	২৬৯.৯	১১,২৫৪,৮৩০
২৮.০৪.১০	১৬৯,৩০০	৪৬,৯৪৫,৬২৫	২৫১.৮	৪২,৬২৯,৭৪০
২৯.০৪.১০	৩৯৩,৬০০	৪৫,৫৫২,০২৫	২৫৩.৭	৯৯,৮৫৬,৩২০
০২.০৫.১০	৯১,০০০	৪৫,৪৬১,০২৫	২৫০.৭	২২,৮১৩,৭০০
০৩.০৫.১০	৫,১০৪,৮০০	৪০,৩৫৬,২২৫	২২১.২	১,১২৯,১৮১,৭৬০
০৪.০৫.১০	২,৬৩৬,৬০০	৩৭,৭১৯,৬২৫	২২০.৬	৫৮১,৬৩৩,৯৬০
০৫.০৫.১০	১,৭৭৮,৯০০	৩৫,৯৪০,৭২৫	২২১.৪	৩৯৩,৮৪৮,৪৬০
০৬.০৫.১০	৮৪৯,৮০০	৩৫,০৯০,৯২৫	২০৭.৭	১৭৬,৫০৩,৪৬০

০৯.০৫.১০	২০,০০০	৩৫,০৭০,৯২৫	২০৭.৭	৪,১৫৪,০০০
১০.০৫.১০	৭৪৬,৪০০	৩৪,৩২৪,৫২৫	২০৬.৩	১৫৩,৯৮২,৩২০
১১.০৫.১০	৩,০৫১,১০০	৩১,২৭৩,৪২৫	২০৫.২	৬২৬,০৮৫,৭২০
১২.০৫.১০	১,১১৮,০০০	৩০,১৫৫,৪২৫	২০৪	২২৮,০৭২,০০০
১৩.০৫.১০	৬৯০,৮০০	২৯,৪৬৪,৬২৫	২০৩.৭	১৪০,৭১৫,৯৬০
১৬.০৫.১০	৫২৫,৫০০	২৮,৯৩৯,১২৫	২০৩.২	১০৬,৭৮১,৬০০
১৭.০৫.১০	২,৪৪৮,৪০০	২৬,৪৯০,৭২৫	২০৮.৯	৫১১,৪৭০,৭৬০
১৮.০৫.১০	২,৪৫১,২০০	২৪,০৩৯,৫২৫	২০৭.১	৫০৭,৬৪৩,৫২০
১৯.০৫.১০	১,৯৬৯,৩০০	২২,০৭০,২২৫	২০৭.১	৪০৭,৮৪২,০৩০
২০.০৫.১০	২,৭৪৬,৪০০	১৯,৩২৩,৮২৫	১৯৯.৮	৫৪৮,৭৩০,৭২০
২৩.০৫.১০	২,৯০৮,৬০০	১৬,৪১৫,২২৫	২০০.৪	৫৮২,৮৮৩,৪৪০
২৪.০৫.১০	৬,১৬৪,৪০০	১০,২৫০,৮২৫	২০০	১,২৩২,৮৮০,০০০
২৫.০৫.১০	১০,০৪০,৪২৫	২১০,৪০০	২১৪.১	২,১৪৯,৬৫৪,৯৯৩
২৬.০৫.১০	২১০,৪০০	-	২১০.৫	৪৪,২৮৯,২০০
মোট	৪৬,৯৩৩,৪২৫			৯,৯১৩,৭২৮,১৬৩

গড় বিক্রয় মূল্য ২১১.২৩

টেবিল-৫

ক্রম সংখ্যা	ইন্ডিকেটিভ মূল্য প্রস্তাবকারীদের নাম
১	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক
২	কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স লিঃ
৩	বাংলাদেশ ফাইনান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ
৪	স্বদেশ ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট লিঃ
৫	এসএআর সিকিউরিটিজ লিঃ
৬	বি এন্ড বি এন্টারপ্রাইজ লিঃ
৭	রয়েল ক্যাপিটাল লিঃ

টেবিল-৬

ক্রম সংখ্যা	শেয়ার বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ব্রোকারদের নাম	সদস্য সংখ্যা (ডিএসই)
১	লতিফ সিকিউরিটিজ লিঃ	৮০
২	স্টক এন্ড বন্ড লিঃ	১৯৯
৩	রয়েল ক্যাপিটাল লিঃ	২১
৪	এআরসি সিকিউরিটিজ লিঃ	১০০
৫	শ্যামল ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট লিঃ	৩

উপরোল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যাবে যে, কোম্পানীর ৩১.১২.২০০৯ তারিখে শেয়ার প্রতি আয় ছিল ২.৭৯ টাকা এবং একই তারিখে শেয়ার প্রতি নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ছিল ১৮.৫৩ টাকা। ডাইরেক্ট লিস্টিং এ কোম্পানীর শেয়ারে বিডিং অনুযায়ী শেয়ার প্রতি নির্দেশক মূল্য (indicative price) নির্ধারিত হয় ১৬২ টাকা, হিসাবে (৩১.১২.২০০৯ তারিখে শেয়ার প্রতি আয়ের ৫৮ গুনের বেশী এবং শেয়ার প্রতি নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) এর প্রায় ৯ গুন বেশী)। যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের দেয়া দর প্রস্তাবের পর শেয়ারের প্রারম্ভিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৪.২৫ টাকা (৩১.১২.২০০৯ তারিখে শেয়ার প্রতি আয়ের ৬৯ গুনের বেশী এবং শেয়ার প্রতি নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) এর প্রায় ১০.৫ গুন)। এটি নির্দেশক মূল্যের হুবহু ২০% বেশি, যা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী কর্তৃক দর প্রস্তাবের অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমারেখা। এ ধরনের দর হাকানো কারসাজিমূলক বা সহযোগিতাপূর্ণ মূল্যনির্ধারণকে নির্দেশ করে। এতে

প্রতীয়মান হয় যে, যারা নির্দেশক মূল্য প্রস্তাব করেছিল সেই সাতটি প্রস্তাবকারীদের কাছ থেকে কোন পর্যায়েই এসইসি কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক কোন যৌক্তিকতা অথবা যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী কর্তৃক এত উচ্চমূল্য প্রস্তাবের কারণ জানতে চাওয়া হয়নি। নির্দেশক মূল্য প্রস্তাবক সাতটি প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রস্তাবিত মূল্য টেবিল- ৫ এ দেয়া রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতারা ১৯৪.২৫ টাকা দরে প্রায় ১০১ কোটি টাকা মূল্যে ৫২,১৪,৮২৫ টি শেয়ার কিনে নেয়, যা মোট বিক্রিত শেয়ারের প্রায় ১১%। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে মাত্রাতিরিক্ত নির্দেশক মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করার পিছনে আর্থিক প্রনোদনা কাজ করেছে।

কেপিসিএল এর দুই গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারহোল্ডার হল সামিট ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড মার্কেন্টাইল করপোরেশন (প্রাঃ) লিমিটেড এবং ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ এন্ড কোম্পানী লিমিটেড যাদের প্রত্যেকের কেপিসিএল শেয়ারের পরিমান ১০৪,২৬১,৫০০ এবং প্রতিটি কোম্পানী কেপিসিএল এর প্রাক্-তালিকাভূক্তি ইস্যুকৃত মূলধনের ৪৯,৯৮৩২% ধারণ করে। সকল শেয়ারহোল্ডাররা যারা শেয়ার বিক্রয়ে আগ্রহী তারা ৩০ লেনদেন দিবসের মধ্যে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারনের মাধ্যমে তাদের শেয়ারহোল্ডিং এর ২৫% বিক্রয়ের প্রস্তাব করতে আইনানুযায়ী সম্মত হয়েছিলেন।

টেবিল-৪ থেকে দেখা যাবে যে, লেনদেনের প্রথম দিন, ১৮ এপ্রিল ২০১০ সালে শেয়ারের সমাপনী মূল্য ছিল ২৭৩.৬ টাকা (৩১.১২.২০০৯ তারিখে শেয়ার প্রতি আয়ের ৯৮ গুন এবং শেয়ার প্রতি নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) এর প্রায় ১৫ গুন)। টেবিলটিতে ১৮.৪.২০১০ থেকে ২৬.০৫.২০১০ পর্যন্ত যতগুলো শেয়ার বিক্রয় করা হয়েছিল তার সমাপনী মূল্যসহ একটি বিবরণ দেয়া আছে। টেবিলটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩.৫.২০১০ তারিখের দিকে শেয়ারের মূল্য হঠাৎ করে কমে যায় এবং ২৪.৫.২০১০ তারিখ পর্যন্ত আরো অবনতির দিকে যেতে থাকে। যদিও শেষের দুইদিনে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২৫.৫.২০১০ তারিখে সমাপনী মূল্য বিবেচনায় নিয়ে দেখা যায় যে, প্রায় অবিশ্বাস্য পরিমাণে অর্থাৎ ২১৪.৯৬ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ারের লেনদেন হয়েছিল একদিনে।

নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, ২৪.৫.২০১০ তারিখে লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রায় ৩৮,৮৪,৫০০টি শেয়ার ২৭টি ব্লক বাণিজ্যে, ২০০ টাকা হারে, ৭৭.৬৯ কোটি টাকা মূল্যে লেনদেন হয়েছিল যা ঐদিনের লেনদেনকৃত শেয়ারের অর্ধেকেরও বেশি ছিল। এইদিনে মোট ৬১,৬৪,৪০০টি শেয়ার বিক্রয় হয়েছিল।

টেবিল-৪ থেকে আরো দেখা যায় যে, ৩০ দিন সময়সীমার শেষের ৭ দিনে মোট ২,৮৯,৩৯,১২৫ টি শেয়ার বিক্রয় হয়েছিল যা মোট প্রস্তাবিত শেয়ার বিক্রয়ের ৬১.৬৫% এর সমতুল্য। নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক লক্ষ্যনীয় ক্রেতা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই শেয়ারগুলোর একটি বড় অংশ নিয়ে নেয়। উল্লেখ্য যে, যখন শেয়ারগুলোর মূল্য লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায়, অর্থাৎ ৩০ দিনের সময়সীমার প্রথম ৯ দিনে, তখন সামান্য কিছু সংখ্যক শেয়ার বিক্রি হয়েছিল। এরপর যখন শেয়ারের মূল্য ২০০ টাকা থেকে ২২২ টাকার মধ্যে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, তখন প্রচুর সংখ্যক শেয়ার বিক্রি হয়েছে। এ সময় উল্লেখযোগ্য ব্লক লেনদেন দেখা যায়। ব্লক লেনদেনে বি এন্ড বি এন্টাইরপ্রাইজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা যায় যা পরবর্তীতে পৃথকভাবে বিবৃত। এছাড়া দেখা যায় যে, ২৮.০৪.১০ থেকে ১৯.০৫.১০ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে শুধুমাত্র সাব-ভ্যালি সিকিউরিটিজ এর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রিত হয়েছে- অথচ সাব-ভ্যালি সিকিউরিটিজ প্রথমে নির্ধারিত পাঁচটি ব্রোকারের একটি ছিল না (টেবিল-৬ দ্রষ্টব্য)। নীচের ছকে কেপিসিএল এর ব্রোকার-ওয়ারী শেয়ার বিক্রির পরিসংখ্যান দেখলেও সাব-ভ্যালি সিকিউরিটিজের মাধ্যমে বিক্রিত শেয়ারের অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্য দেখা যাবেঃ

	At DSE (Quantity of Shares)						At CSE		Total
Brokers	ARC Securities	Jamal Ahmed Securities	Shyamol Equity Mgt. Ltd.	Stock & Bond Ltd.	Subvalley Securities Ltd.	Total DSE	Royal Capital Ltd.	Total CSE	Total at Exch
TOTAL	700000	1000000	2000000	8718025	32500000	44918025	2000000	2000000	469180

শেয়ার ক্রেতাদের পরিচয় থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রারম্ভিক দিনগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল যা পরে "আপাত ছাড়ে" আপোষ-মীমাংসায় ব্লক লেনদেনের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এছাড়াও এই ক'দিন শেয়ারমূল্য যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূল্য ১৯৪.২৫ টাকার উপর রাখা হয়েছিল যা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মূল্য নির্ধারণ সঠিকভাবে করা হয়েছিল। তবে ডিএসই এর নথিপত্র অনুযায়ী (নিচের নকশা দেখুন) এই ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হবার পরপরই জুন ২০১০ এর প্রথম থেকে শেয়ারের মূল্য প্রায় ১৭০ টাকায় নেমে যায় যা পরে কখনও আর বৃদ্ধি পায়নি। ঘটনা ও পরিস্থিতি ইঙ্গিত করে যে, বিক্রেতা এবং বাজার মধ্যস্ততাকারী এবং সম্ভবত কিছু ক্রেতা তাদের আর্থিক সুবিধার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক এবং /অথবা উদ্দেশ্যমূলক আচরণের মাধ্যমে বাজারে শেয়ারের মূল্য প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি রেখেছিল।

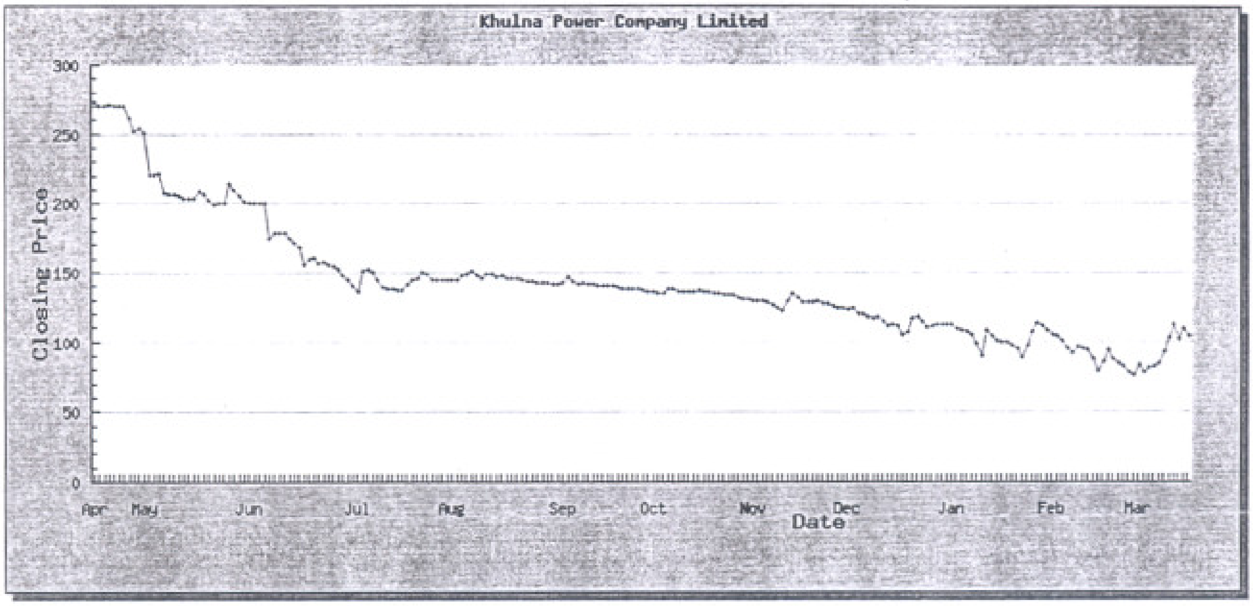

কেপিসিএল এর শেয়ার ক্রেতাদের তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলে কিছু নাম বারবার দেখা যায় যারা শেয়ারের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমান কিনে চলেছেন। নিম্নোক্ত টেবিলে এমন কিছু ক্রেতাদের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১৬ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	১০০,০০০
১৬ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	৪২,৫০০
১৭ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	৫৭,৫০০
১৯ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	১০০,০০০
২০ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	১০০,০০০
২০ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	১৮৪,৩০০
২৩ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	১০০,০০০
২৩ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	১১৫,৭০০

২৫ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	২৯৯,০০০
২৫ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	৩০০,০০০
২৬ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	৬০,২০০
২৬ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	২০০,০০০
৩১ মে ২০১০	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬	আহসান ইমাম	২০০,০০০

নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কেপিসিএল এর এই পরিমান শেয়ার ক্রয়ের মতো "transaction profile" এই ব্যক্তির নেই।

১৯ মে ২০১০	ফরিদা রাকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭-৪৭৪	মোঃমোখলেছুর রহমান	১০০,০০০
১৯ মে ২০১০	ফরিদা রাকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭-৪৭৪	মোঃমোখলেছুর রহমান	৮০,০০০
২০ মে ২০১০	ফরিদা রাকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭-৪৭৪	মোঃমোখলেছুর রহমান	২০০,০০০
২৫ মে ২০১০	ফরিদা রাকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭-৪৭৪	মোঃমোখলেছুর রহমান	১০০,০০০
২৫ মে ২০১০	ফরিদা রাকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭-৪৭৪	মোঃমোখলেছুর রহমান	১০০,০০০
১৬ মে ২০১০	ফরিদা রাকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭-৪৩৯	মোঃ মশিউর রহমান	১০০,০০০
১৭ মে ২০১০	ফরিদা রাকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭-৪৩৯	মোঃ মশিউর রহমান	১০০,০০০
২৯ জুলাই ২০১০	ফরিদা রাকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭-৪৩৯	মোঃ মশিউর রহমান	১০,০০০

এছাড়াও সন্দেহজনক ব্লক ট্রেডের উদাহরণ হিসাবে নথিপত্রে দেখা যায় যে বি এন্ড বি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর মালিকদের একজন জনৈক আজিজুল হক, সংগে আরো নয়জনকে নিয়ে একটি ট্রেডে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনে নেন। সম্পুর্ণ টাকা দেয়া হয় একটি চেকের মাধ্যমে, কিন্তু ১০টি রশিদ দেয়া হয় বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন অংকের। এটা স্পষ্টতঃই শেয়ার লেনদেন এবং অর্থ প্রদানের নিয়ম বহির্ভূত। কেপিসিএল এর শেয়ারে অস্বাভাবিক লেন-দেনের আরেকটি নির্দশনে দেখা গেছে যে জনৈক সালমান খান কোম্পানীর প্রায় সাড়ে তেত্রিশ লক্ষ শেয়ার কিনেছেন ২২ জুলাই ২০১০ পর্যন্ত, যার মধ্যে ১৫ লক্ষ শেয়ার কেনা হয়েছে ২৫ এবং ২৬ মে ২০১০ এ। সালমান খান কোম্পানীর উদ্যোক্তা ও শেয়ার বিক্রেতাদের একজনের পুত্র।

KPCL এর ডাইরেক্ট লিস্টিং এর তথ্যটি পর্যবেক্ষণ করলে আরো যে কয়েকটি তথ্য উঠে আসে তা নিম্নরূপঃ

(ক) মূল্য নির্ধারণের সময় ৩ বা ৫ বছরের Earning based value per share (EBVS) এর Weighted average ব্যবহার না করে শুধুমাত্র ২০০৯ সালের হিসাবপত্রের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে অন্যান্য সূত্রের আয় (যার প্রতি বছর পুনরাবৃত্তি হবে না) ২০০৯ সালে খুবই বেশী ছিল, যে কারণে সে বছরের নীট আয়ও অনেক বেশী ছিল- কাজেই EBVS ও বেশী হয়েছে।

(খ) NAV হিসাব করার সময় প্রায় ১ কোটি টাকার দায় এবং redeemable preference share এর বিপরীতে ১১ কোটি টাকার দায় হিসাবে ধরা হয়নি। এগুলো হিসাবে নিলে শেয়ার প্রতি NAV ১৮.৫৩ টাকার জায়গায় হতো ১৩.২০ টাকা।

(গ) ২০১০-২০১৪ সালের সম্ভাব্য আয়ের ভিত্তিতে EPS ৬.৬২ টাকা এবং EBVS ১৯৮.৬ টাকায় হিসাব করা হয়, অথচ এই সম্ভাব্য আয়ের খতিয়ান অডিটর দ্বারা প্রত্যায়িত নয়।

(ঘ) বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে ডেসকো এবং সামিট পাওয়ার এর শেয়ারের ৬ মাসের গড় বাজার মূল্য (১০ টাকা অভিহিত মূল্যের উপর) যথাক্রমে ১৬৬.৫০ এবং ১২৯.৪৬ টাকা - সেখানে ১৯৪.২৫ টাকা প্রারম্ভিক মূল্য অত্যধিক এবং যেসব বিদ্যুৎ উৎপাদক কোম্পানীর শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা নয়, সেগুলোর বাজার মূল্য ধর্তব্যে আনা হয়নি।

উপসংহারে বলা যায় যে, অন্তত তিনটি দৃষ্টিকোন থেকে এই ইস্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ঃ

(১) শেয়ারের অতি-মূল্যায়ন।

(২) বাজারে শেয়ার আরো উঁচু মূল্যস্তরে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং সমস্ত শেয়ার বিক্রির পর পরই ক্রম উর্ধমুখী বাজারে ইস্যু মূল্যের অনেক নীচে মূল্য নেমে যাওয়া (লক্ষণীয় যে একই উদ্যোক্তদের দুটো কোম্পানী, KPCL এবং Ocean Container Ltd. - দুটির ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য এবং দুটোই বিশেষ বিবেচনায় ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও ঐ পদ্ধতিতেই বাজারে আসে)।

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্রোকার এবং কিছু বিনিয়োগকারীর অস্বাভাবিক লেন-দেন।

এসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যৌথ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রেতা, ক্রেতা, সংশ্লিষ্ট বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং নির্দেশক মূল্য নির্ধারনকারীদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলে আর্থিক প্রনোদনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে অনুমান করা যায়।

কেস - ৭ঃ ৩

জি এম জি এয়ারলাইনস ঃ

১৫.৫.২০০৮ তারিখে জিএমজি এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর ১০০০ টাকার শেয়ার ১০০ টাকায় রূপান্তর করে এবং পরে ১০ টাকায় রূপান্তর করে। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৬ কোটি শেয়ার ১১.৪.২০১০ তারিখে পুনরায় IPO তে ১০ টাকায় রূপান্তর করে প্রতিটি ১৫০ টাকায় (বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে) বাজারে আনার জন্য তথ্য পত্র বা Information Memorandum প্রকাশিত হয়। তথ্যপত্রে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত লাগাতার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পর কোম্পানী ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে অল্প লাভ করে। অত:পর ২০০৮, ২০০৯ এবং ২০১০ সালের প্রথম নয় মাসে কোম্পানীর লাভের অংক দৃষ্টি-আকর্ষকভাবে বেড়ে গেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে সংরক্ষিত আয় (retained earnings) স্বল্পাধিক ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা থেকে ২০১০ সালের প্রথম নয় মাসে ৭৮ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। নীচের ছকটি দ্রষ্টব্য ঃ

			Amount in Taka
		9 months ended 30 Sept' 2010	Year ended 31 Dec' 2009
6.2	Retained earning:	788,725,982	23,385,362
	The above balance is made-up as follows:		
	Particulars		
	Loss- 1998	(45,923,034)	(45,923,034)
	Loss- 1999	(18,504,355)	(18,504,355)
	Loss- 2000	(31,165,130)	(31,165,130)
	Loss- 2001	(51,838,903)	(51,838,903)
	Loss- 2002	(75,264,401)	(75,264,401)
	Loss- 2003	(71,702,143)	(71,702,143)
	Loss- 2004	(58,144,749)	(58,144,749)
	Loss- 2005	(55,003,223)	(55,003,223)
	Profit- 2006	4,415,434	4,415,434
	Profit- 2007	6,007,723	6,007,723
	Profit- 2008	94,036,520	94,036,520
	Profit- 2009	326,471,623	326,471,623
	Profit Sept-2010	765,340,619	
		788,725,982	**23,385,362**

এখানে আরো লক্ষণীয় যে ২০০৮ সালের স্থিতিপত্রে হঠাৎ করে স্বল্পাধিক ৩৩ কোটি টাকার পুনর্মূল্যায়ন উদ্বৃত্ত (revaluation surplus) চলে আসে। এর ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে দেয়া রয়েছে একটি পাদটিকায় এভাবে যে, কোম্পানীর দুটি বিমান ৩১.১২.২০০৮ সালে তৎকালীন বর্তমান মূল্যে পুনর্মূল্যায়িত করা হয় ১,০০০,২০০,০০০ টাকায়। জানামতে, এই বিমান দু'টি বেশ কয়েক বছরের পুরনো। এই পুনর্মূল্যায়ন প্রচলিত রীতিসিদ্ধ কিনা তা দেখা প্রয়োজন। ৩১.১২.২০০৯ সালের সংস্থান এবং উদ্বৃত্ত (reserve & surplus) ৩৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা থেকে ৩০.০৯.২০১০ এ প্রায় ১১২ কোটি টাকাতে উন্নীত হয়। যদিও তথ্যপত্রে প্রদত্ত স্থিতিপত্রে নোট নং ২২ এর উল্লেখ নাই, তবুও স্থিতিপত্রের শেষে ২২ নং নোটে Contingent Liability খাতের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে Civil Aviation Authority of Bangladesh কর্তৃক ল্যান্ডিং, পার্কিং ইত্যাদি খাতে ৩১.১২.২০০৮ পর্যন্ত দাবীকৃত কিন্তু ৩০.০৯.২০১০ পর্যন্ত বকেয়া প্রায় ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দেখানো রয়েছে। এছাড়াও Aircraft-ADO এর অবচয় খাতে "...no depreciation was charged on addition as per our accounting policy" বক্তব্যটি IAS বা BAS সম্মত কিনা তা দেখার বিষয়। ২০০৫ সাল থেকে ৩০.০৯.২০১০ সালের মধ্যে কোম্পানীর লাভের এই উলম্ফন নিশ্চয়ই আরো গভীর পর্যালোচনার দাবী রাখে। এই বছরগুলোর নির্ধারিত হিসাব যা আয়কর বিভাগ, ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন IIDFC ইত্যাদি দফতরে দেয়া হয়েছে এবং যেগুলো এসইসি তে দেয়া হয়েছে, সেগুলো মিলিয়ে দেখলে স্থিতিপত্র সাজানোর চিত্র আরো স্পষ্ট হবে বলে ধারণা করা যায়। জানা গেছে, স্থিতিপত্র 'সংশোধন' করে এসইসি'র নিয়মানুযায়ী গ্রহনযোগ্য করাবার কাজে প্রধান ভূমিকা রাখেন এসইসি'র প্রাক্তন সদস্য এবং বর্তমানে একজন কর্পোরেট এডভাইজার সাহাবুব আলম। এসব কাজের জন্য তিনি সাধারণতঃ ইস্যু মূল্যের ৩-৫% পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন।

তথ্যপত্রে পরিবেশিত স্থিতিপত্র থেকে তথ্য চয়ন করে নিচের ছকটি সাজানো হলোঃ

(কোটি টাকায়)

আইটেম/খাত	২০০৯ সন	২০১০ সন ৩০.৯.১০ পর্যন্ত	প্রবৃদ্ধি	
			অংকে	শতকরা
সেল্স রেভিনিউ	২৯০	৩৯০	১০০	৩৫%
অপারেটিং এক্সপেন্সেজ	২২৬	২৪৬	২০	৯%
গ্রস প্রফিট	৬৫	১৪৩	৭৮	১২০%
নিট প্রফিট	৩৩	৭৭	৪৪	১৩৩%
মার্কেটিং এক্সপেন্স	২৯	১৯	-১০	-৩৫%
ট্রাভেল এজেন্সি কমিশন,ভ্যাট-ট্যাক্স	১৫	৬	-৯	-৬০%
ফোন-ফ্যাক্স এক্সপেন্স	০.২৬	০.০২	-০.২৪	-৭২%

যদিও ২০১০ সালের প্রথম ৯ মাসের হিসাব মাত্র তথ্যপত্রে সন্নেবেশিত, তবুও ছকটি বিশ্লেষণ করলে যে সব প্রশ্নের উদয় হয় এবং যে সব অনুমিতি (inference)- তে পৌঁছাতে হয়, সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) ২০১০ সালের ৯ মাসে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জিএমজি এয়ারলাইন্স ৩৫% অধিক টিকেট বিক্রি করেছে অথচ ট্রাভেল এজেন্সি কমিশন, ভ্যাট-ট্যাক্স ঐ সময়ে হ্রাস পেয়েছে ৬০%। এটা স্বভাবতই বাস্তবসম্মত নয়। টিকেট বিক্রি বাড়লে, কমিশনও বাড়বে, ভ্যাট-ট্যাক্সও বাড়বে। তাহলে কি কোম্পানী ভ্যাট-ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে এবং বিক্রয় কমিশন দেয়নি ? এসব থেকে অনুমান করা যায় যে, সেলস রেভিনিউ কারসাজি করে বাড়ানো হয়েছে এবং স্থিতিপত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়।

(খ) বিপুল ব্যবসা বৃদ্ধির বিপরীতে ফোন-ফ্যাক্স বাবদ ব্যয় ৯২% হ্রাস পাওয়া অযৌক্তিক। কোম্পানীর গ্রস মুনাফা ও নিট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১২০% এবং ১৩৩%। মাত্র ৯% অপারেটিং এক্সপেন্স বৃদ্ধি ঐ পরিমান মুনাফা বৃদ্ধিকে সমর্থন করে না। এই অসংগতি থেকেও অনুমান করা যায় যে, স্থিতিপত্রটি বাস্তবভিত্তিক নয়, বরং সাজানো।

(গ) আরো অনুমান করা যায়, তথ্যপত্রে সন্নিবেশিত ২০১০ সালের স্থিতিপত্রের অঙ্কসমূহ পরীক্ষায় এবং প্রত্যয়নে চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগ করেননি।

(ঘ) আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস প্রদর্শনের ফলে ২০১০ সালে গড় শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ১০.৩১ টাকা, যা ২০০৬ ও ২০০৭ সনে ছিল যথাক্রমে ০.২৬ টাকা ও ০.৩৫ টাকা। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে ২০০৯ সনের ব্যালেন্স শিট (EPS-৭.৬৯ টাকা) ও সঠিক নয়।

(ঙ) সমজাতীয় বা similar স্টক হিসেবে GMG এর সাথে তুলনা করা হয়েছে (১) সমরিতা হাসপাতাল (২) ইস্টার্ন হাউজিং (৩) সামিট এলায়েন্স পোর্ট এবং (৪) ওশন কনটেইনার কোম্পানী সমূহের। একটি এয়ার লাইনের সাথে অন্য একটি এয়ারলাইন তুলনীয়। কিন্তু হাসপাতাল, হাউজিং, পোর্ট ও কনটেইনার কোম্পানী তুলনীয় নয়। চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং ইস্যু ম্যানেজার (জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ) অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ প্রত্যয়ন করেছে। SEC ও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেনি, যা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিষয়টিতে স্বচ্ছতার তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

(চ) জিএমজি কোম্পানীর বিগত ৫ বছরের গড় শেয়ার প্রতি প্রায় (EPS) ৪.৫৬ টাকা। চড়ুইপাখীর সাথে সমজাতীয় (?) হাতির (উভয়েই প্রাণী) তুলনা দেখিয়ে বর্ধিত সম্ভাব্য মূল্য দেখানো হয়েছে। 'যাহোক কনজার্ভেটিভ ধারণা নিয়ে ১৫০/-ইন্ডিকেটিভ মূল্য সুপারিশ করা হল।' এই মূল্য গ্রহণযোগ্য নয় ও প্রতারণামূলক বলে আখ্যায়িত করা যায়। হিসাব করলে পি-ই রেশিও দাঁড়ায় ৩৯ এর ওপর অথচ শেয়ারবাজারে সর্ব্বোচ্চ পি-ই রেশিও ৩০ এর কমবেশি ছিল।

(ছ) প্রসঙ্গতঃ উলেখযোগ্য যে, জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (জনতা) ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগে আরো দু'টি ইস্যু ম্যানেজার জিএমজি'র ইস্যু ম্যানেজমেন্ট করতে সম্মত হয়নি, এই মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে তীব্র দ্বিমতের কারণে। প্রথমত, একটি কোম্পানী ইস্যু ম্যানেজার নিযুক্ত হয়। তারা নিম্নোক্ত বিশেষণের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ ও সুপারিশ করে :

Theoretical fair price based on	EPS	BVPS
2010 Audited September Financials	7.73	25.53
Multiples	15	2.0
Target Price based on average multiple	**115.95**	**51.06**

Particulars	Tk.	Weight	Tk.
price derived from DCF valuation	35.57	80%	**28.46**
Price using PE Multiple for 2011	115.95	10%	**11.60**
price using BVPS Multiple for 2011	51.06	10%	**5.11**
Weighted average price per share (Tk.)		**100%**	**45.16**

উপরোক্ত বিশেষণের ভিত্তিতে প্রথম ইস্যু ম্যানেজার, জিএমজিকে শেয়ার প্রতি ৭০ টাকা মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। জিএমজি তা প্রত্যাখান করে শেয়ার প্রতি ১৫০ টাকা মূল্য নির্ধারণের জন্য চাপ সৃষ্টি করলে ইস্যু ম্যানেজার ম্যান্ডেট ফিরিয়ে দেয়। প্রথম ইস্যু ম্যানেজার মূল্য নির্ধারণে শেয়ার প্রতি আয়ের (EPS) ১৫ গুণ এবং বুক ভ্যালুর দ্বিগুণ হিসাব বিবেচনায় আনে; সেই সাথে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো কেও বিবেচনা করে। কিন্তু ইস্যু ম্যানেজার সমজাতীয় স্টকের P/E ratio বা বুক ভ্যালু বিবেচনায় আনেনি, যার কারণ বাংলাদেশে এরূপ সমজাতীয় তালিকাভুক্ত শেয়ার শুধুমাত্র একটি অর্থাৎ ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ। দ্বিতীয় ইস্যু ম্যানেজারও একই ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করে ৭০ টাকা/শেয়ারের কাছাকাছি মূল্যে উপনীত হলে তারাও উদ্যোক্তাদের শেয়ার প্রতি ১৫০ টাকা মূল্যের দাবি অগ্রহণযোগ্য মনে করে ম্যান্ডেটই গ্রহণ করেনি। সেখানে, সরকারী মালিকানাধীন জনতা (জনতা ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি) নিম্নোক্ত বিবেচনায় Weightage value of indicative price per share নির্ধারণ করে ২০৩.৭৫ টাকায় (প্রথম ইস্যু ম্যানেজারের নির্ধারিত ৪৫.১৬ টাকার বিপরীতে), এবং "রক্ষণশীল" দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইন্ডিকেটিভ মূল্য শেয়ার প্রতি ১৫০ টাকায় নির্ধারণ করার সুপারিশ করে।

Janata Capital and Investment Limited`s Valuation:

Valuation of GMG share Price by Janata Capital and Investment Ltd.						
	Tk.	Multiples	Fair Value	Weightage	Weightage value per shares (Tk)	Remarks
NAV per shares	25.53	-	25.53	25%	6.38	
Average EPS per share	4.56	**10.00**	45.60	25%	11.40	
PE Ratio of Similar Stocks (multiple 56.55 based on Dec. 2009 to Nov. 2010)	10.31	**56.55**	583.03	25%	145.76	Annualized EPS of 2010 is 10.31
P/BV Ratio of similar stocks (service Sector)	25.53	**6.30**	160.84	25%	40.21	
Weightage value of Indicative Price per Shares					**203.75**	
***** From Conservative viewpoint, an Indicative price of Tk. 150 is recommended by Janata Capital & Investment Ltd.**						

জনতা বুক ভ্যালুর ৬.৩০ গুণ হিসাব বিবেচনায় আনে যা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সম্মত নয় এবং শেয়ার প্রতি আয়ের (EPS) ১০ গুণ বিবেচনায় নেয়। Annualised EPS এর ৫৬.৫৫ গুণ হিসাবে নেয়া হয়। এর কোনটাই বাস্তবসম্মত নয়। অথচ এসইসি এই মূল্যায়ন অনুমোদন করেছে এবং জিএমজি এর তথ্যপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

কেস - ৭ঃ ৪

চিটাগাং ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাষ্ট্রিজ

২ ফেব্রুয়ারী ২০১০ কোম্পানীর ঘোষণা থেকে জানা যায় (ক) ৩১.১২.০৯ তারিখে সমাপ্ত অর্ধ-বার্ষিক হিসাবে কোম্পানী (২.৩৬) কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে; ইপিএস ছিল (২৩.৬০ টাকা)। এর পূর্ববর্তী অর্ধবছরে লোকসান ছিল (০.২৩) কোটি টাকা এবং ইপিএস ছিল (২.৩৪) টাকা। প্রফিট-লস হিসাব থেকে প্রতীয়মান হয় ৩১.১২.০৯ তারিখে সমাপ্ত বছরে কোন টার্নওভার/বিক্রয় ছিল না। ষ্টক ড্যামেজ ছিল (২.২৭) কোটি টাকা যা ৩১.১২.০৮ তারিখে ছিল (১.৪৭) কোটি টাকা।

স্বভাবতঃই কোম্পানী ছিল জেড ক্যাটাগরিতে। ০২.৫.১০ তারিখে কোম্পানী এসইসি'র ২২.০৪.১০ তারিখের পত্রের জবাবে জানিয়েছিল যে, বিশ্ববাজারে উচ্চমূল্যের কারণে কোম্পানীর উৎপাদন ও মার্কেটিং বন্ধ ছিল, তাই চলমান লোকসান হচ্ছে।

এসইসি'র সিদ্ধান্ত অনুসারে কোম্পানীর শেয়ার ৩১.০৮.১০ তারিখ থেকে অজড় শেয়ারে রূপান্তর হয়েছিল।

৩১.১০.১০ তারিখে কোম্পানীর ঘোষণা থেকে জানা যায় যে, (ক) কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ৩০ জুন ২০১০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ২০% ষ্টক ডিভিডেন্ড (বোনাস শেয়ার) সুপারিশ করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভা হবে ২৭.১২.১০ তারিখে। (খ) কোম্পানী আরো রিপোর্ট করেছে EPS ২১.৬৯ টাকা, NAV শেয়ারপ্রতি ১৩৭.১৪ টাকা এবং নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো শেয়ারপ্রতি ২৩.৬৪ টাকা।

০৬.০১.১১ তারিখে কোম্পানী জানিয়েছে যে (ক) ২৩.০১.১১ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভা হবে। সিদ্ধান্তের জন্য বোর্ড সুপারিশ করেছে যে, অনুমোদিত মূলধন ৩০ কোটি থেকে ১৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হবে, শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকায় রূপান্তর করা হবে।

অস্বাভাবিক লেনদেনের জন্য ১২.০১.১১ তারিখে এসইসি একটি তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়। কিন্তু কোম্পানীকে ২০% ষ্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২৭.০১.২০১১ তারিখ থেকে জেড থেকে 'এ' ক্যাটাগরিতে উন্নীত করা হয়।

কোম্পানীর শেয়ারমূল্যের রেখচিত্রটি প্রকাশ করছে যে, ০৪.০১.১০ তারিখে শেয়ারমূল্য ছিল কমবেশী ১০০। ১৬ মার্চ থেকে উর্ধগতি পেতে থাকে। ২৪ অক্টোবর থেকে steep rise লক্ষনীয়। ৬ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে উল্লম্ফন হয়ে ৬,৫০০ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। লক্ষনীয় ০৮.১২.১০ তারিখে পুঁজিবাজারে সাধারণ ধস নামলেও ঐদিন চিটাগাং ভেজিটেবলের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ২০০৯ সালে কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনই ছিল না এবং কোম্পানী ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ক্রমাগত বড় অংকের লোকসান দিয়েছিল।

কেসটি পর্যালোচনা করলে প্রশ্ন ওঠে, (ক) ২০০৮ ও ২০০৯ ক্রমাগত বড় লোকসানের পর ৩০.০৬.১০ তারিখে ২০% ষ্টক ডিভিডেন্ডের সিদ্ধান্ত কি যৌক্তিক ? (খ) ২০১০ সালের হিসাবপত্র কি 'সাজানো' হয়েছিল ? (গ) ২০% বোনাস শেয়ার ঘোষণা কি বাজার উত্থানে সহায়তার জন্য ? (ঘ) ০২.০৫.১০ তারিখের ঘোষণায় বলা হয়েছে কোম্পানীকে পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারিতে রূপান্তর করা হবে। কোম্পানীর উদ্দেশ্য পরিবর্তন কি যথাযথভাবে করা হয়েছিল ? (ঙ) সিদ্ধান্তটি কি বাস্তবায়িত হয়েছিল ? (ছ) **নভেম্বর ও ডিসেম্বর,২০১০ এই দুইমাসে ব্যাপক 'ইনসাইডার ট্রেডিং' ঘটেছিল কি ?** (জ) এসইসি এ বিষয়ে কোন নজরদারি করেছিল কি ? করা উচিৎ ছিল কি ?

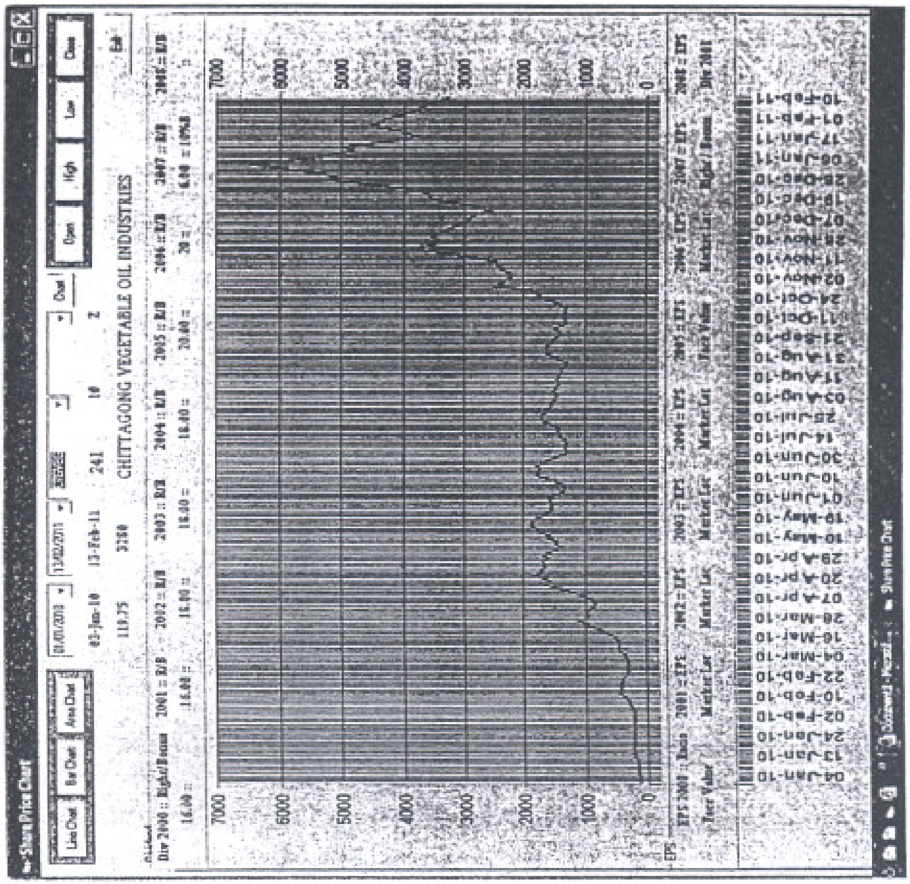
Share Price Chart
CHITTAGONG VEGETABLE OIL INDUSTRIES

কেস - ৭ঃ৫

বিচ হ্যাচারি লিঃ

০১.০২.১১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, এসইসি বিচ হ্যাচারি লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দ মোঃ শরিফুল ইসলাম, ওয়াহিদউদ্দিন এ, চৌধুরী, মিসেস ফাতেমা ইসলাম, মোঃ নজরুল ইসলাম, আবু মোহামদ সৈয়দ, এবং মোঃ মনিরুজ্জামান - এ ছয়জনের প্রত্যেককে দুই লক্ষ টাকা করে জরিমানা করেছে। কারণ কোম্পানীটি ২০০৭ সালের অডিটেড হিসাব প্রস্তুতকরনে সিকিউরিটি আইনের খেলাপ করেছে।

কোম্পানীটি ২০০৬ সালে নীট লোকসান করেছে (১.৮৬) কোটি টাকা। ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৭ সালে নীট লাভ ছিল যথাক্রমে ৯.৯ লক্ষ, ৫.৬ লক্ষ এবং ৩.২ লক্ষ টাকা। এরপর ২০০৮ ও ২০০৯ সনে নীট মুনাফা ১.৪৯ কোটি ও ৩.৭৬ কোটি টাকা প্রদর্শন করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক নয়। ২০০৭ সালের সন্দেহজনক হিসাব বিবরণীর কারণেই কি পরবর্তী দু'বছরে অস্বাভাবিক মুনাফা ঘটেছে ? এ অংক কি প্রকৃত মুনাফা ?

২০১০ সালের প্রথম অর্ধ বছরে কোম্পানী মুনাফা দেখিয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকা (পূর্ববর্তী বছরের প্রথমার্ধের ৯৬ লক্ষ টাকার তুলনায়)। EPS প্রদর্শিত হয়েছে ২.০৩ টাকা (পূর্ববর্তী বছরের প্রথমার্ধের ০.৩৯ টাকা restated হিসাব এর তুলনায়)।

২০০৯ সালের জন্য কোম্পানী ১২% ষ্টক ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে। প্রতি শেয়ারে দু'টি রাইট শেয়ার প্রদানের সুপারিশও করে, যদিও ০৮/১১/২০১০ তারিখে এসইসি রাইট শেয়ারে সম্মতি প্রদানে অপরাগতা জানায়।

২০১১ সালের ৩ জানুয়ারী কোম্পানী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায় যে, তারা কক্সবাজার পৌর এলাকায় ১.২৭ একর জমি ক্রয় করেছে ১.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে। রেজিষ্ট্রেশন ব্যয়সহ যা দাঁড়িয়েছিল ১.১৬ কোটি টাকায়।

উপরের তথ্যগুলো মূল্য প্রভাবক বটে। শেয়ার মূল্য রেখচিত্রটি দেখলে বোঝা যায়, (ক) ০৪.০১.১০ তারিখে মূল্য ৫৫ টাকা থেকে উল্লম্ফনে ২৪.০১.১০ তারিখে ৮০ টাকায় ওঠে (খ) মোটামুটি তেজিভাব বজায় রেখে ৬ ডিসেম্বরে ১২০ টাকায় পৌছে। (গ) তারপর থেকে ধস নামে এবং ০৮.০২.১১ তারিখে ৫০ টাকায় নেমে আসে।

ইনসাইডার ট্রেডিং এর ঘটনাও জানা যায়। ২০১০ সালের মে/জুন মাসে স্পন্সর/ডিরেক্টরদের নিম্নরূপ শেয়ার বিক্রির এবং ক্রয়ের ঘোষণা এসেছিল ঃ

বিক্রয় ঃ	মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম	ঃ	৬,৬৫,০০০ শেয়ার
	মেঘনা শ্রিম্প কালচার লিঃ	ঃ	৫,৭৫,০০০ শেয়ার
ক্রয় ঃ	সৈয়দ নূর আহমদ	ঃ	৬,০০,০০০ শেয়ার
	মিসেস ফাহমিদা ইসলাম	ঃ	৮,১৬,০০০ শেয়ার
বিক্রয় ঃ	মোঃ নজরুল ইসলাম	ঃ	১,৮৪,৮০০ শেয়ার
	যুব কর্মসংস্থান সমিতি	ঃ	১২,৩২,০০০ শেয়ার

বিশ্লেষণান্তে প্রশ্ন আসে, উপরোক্ত একাউন্টিং অস্বচ্ছতা এবং ইনসাইডার ট্রেডিং দিয়েই কি শেয়ারমূল্য উল্লম্ফন ঘটিয়ে ট্রিগার বিক্রি দিয়ে মূল্য ধস নামানো হয়েছিল ?

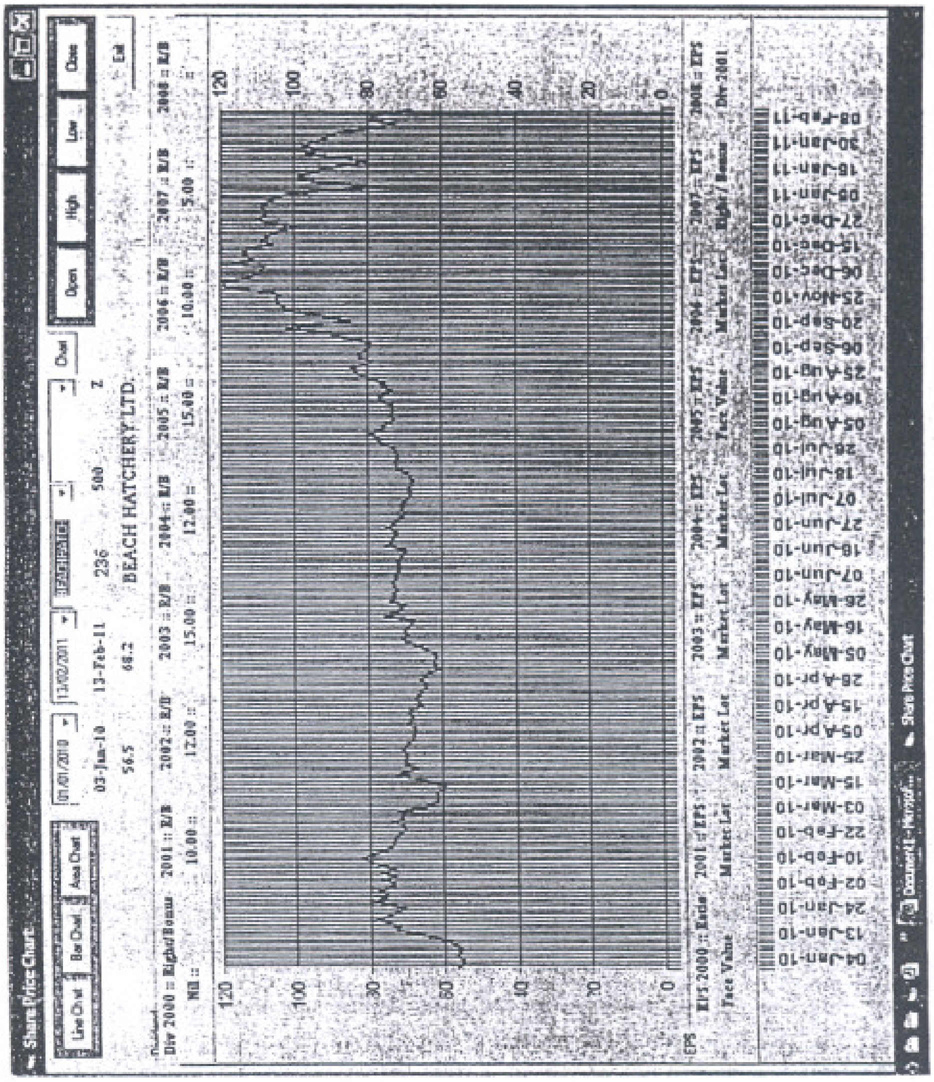
Share Price Chart
Line Chart
Bar Chart
Area Chart
Open
High
Low
Close
03-Jan-10
13-Feb-11
236
500
56.5
68.2
BEACH HATCHERY LTD.

কেস - ৭ঃ ৬

বাংলাদেশ ওয়েলডিং ইলেকট্রোড্‌স লিমিটেড

২০১০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে কোম্পানীটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল মাত্র ৫৫ টাকা যা মে মাস পর্যন্ত ধীর গতিতে এবং পরবর্তীতে দ্রুততগতিতে বৃদ্ধি পেতে পেতে ২৭০ টাকায় পৌছায় ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। তারপর থেকে শেয়ারটির দাম পতন আরম্ভ হয়, জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে এর দাম ছিল ১৫০ টাকা। ঘোষনানির্ভর বাংলাদেশের পুজিঁবাজারে উপরোক্ত সময়ে (জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে জানুয়ারী, ২০১০) কোম্পানীর পক্ষ থেকে যে সমস্ত ঘোষণা প্রদান করা হয়েছিল তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হ'লঃ

০১. জানুয়ারী ১০: কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ স্থায়ী সম্পদ পূর্নমূল্যায়নের জন্য জি.কে. এডজাস্টার লিঃ এর নিয়োগদান অনুমোদন করে।

০২. এপ্রিল ১২: দ্বিতীয় পুর্নমূল্যায়ন- এর ফলে কোম্পানীর সম্পদের পরিমান ৩০ কোটি টাকার বেশী বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪৫ কোটিতে দাড়ায়।

০৩. এপ্রিল ২৫: একটি ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড ম্যানুফাকচারিং প্লান্ট আমদানীর জন্য সাউথ-ইষ্ট ব্যাংক কোম্পানীর ঋন প্রস্তাব অনুমোদন করে।

০৪. মে ৩: ২০০৮ ও ২০০৯ সালের কিছু আর্থিক ফলাফল ঃ

সাল	নীট সম্পদ মূল্য কোটি টাকায়	ইপিএস (টাকা)	নীট অপারেটিং নগদ প্রবাহ শেয়ার প্রতি (টাকা)
২০০৮	৩১.৪৭	০.২৮	(৭.৬০)
২০০৯	৩১.২৭	১.১৬	৩.৩৪

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ২০০৯ সালের জন্য ১৫% ষ্টক ডিভিডেন্ড প্রদানের সুপারিশ প্রদান করে।

০৫. মে ১৬: কোম্পানীর ২০১০ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী কর-পরবর্তী নীট মুনাফা দাড়ায় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা এবং ইপিএস ০.৪৩ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের (২০০৯) একই সময়ে ছিল যথাক্রমে প্রায় ৩২ লাখ টাকা এবং ০.৩০ টাকা।

০৬. জুলাই ০৫: পরিচালনা পর্ষদ শেয়ার প্রতি ২টি রাইট শেয়ার প্রদান করার সুপারিশ করে। তাছাড়া কোম্পানীর অনুমোদিত পুঁজি ১৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটিতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৭. জুলাই ২৫: কোম্পানীর অর্ধ-বার্ষিক অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী কর-পরবর্তী মুনাফার পরিমান ছিল ১.০৬ কোটি টাকা এবং ইপিএস ১.০২ টাকা।

০৮. আগষ্ট ১১: ২০০৯ সালে ১৫% ষ্টক ডিভিডেন্ড প্রদানের ফলে কোম্পানী “B” ক্যাটাগরী থেকে “A” ক্যাটাগরীতে উন্নীত হয়। এ প্রেক্ষিতে টাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ সকল ষ্টক ব্রোকার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারদের কে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের জন্য ঋন প্রদান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছে।

০৯. অক্টোবর ১৩: এসইসি ভুল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯-এর ১৮ ধারা ভঙ্গ হয়েছে মর্মে কোম্পানীর চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানী সচিবকে অভিযুক্ত করে কারন দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে।

১০. নভেম্বর ৮: এসইসি কোম্পানীকে রাইট শেয়ার ইস্যু করার সম্মতি প্রদান করেনি, কারন বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাষ্য অনুযায়ী কোম্পানীর একজন পরিচালক ঋনখেলাপী। ইতোমধ্যে শেয়ার বাজার দর অনেক বেড়ে যায় এবং ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শেয়ারটির দর পতন হতে থাকে। ২৫শে জানুয়ারী, ২০১১ ইং কোম্পানী রাইট শেয়ার ইস্যু করার জন্য এসইসির অনুমোদন পেয়েছে মর্মে বাজারকে অবহিত করে।

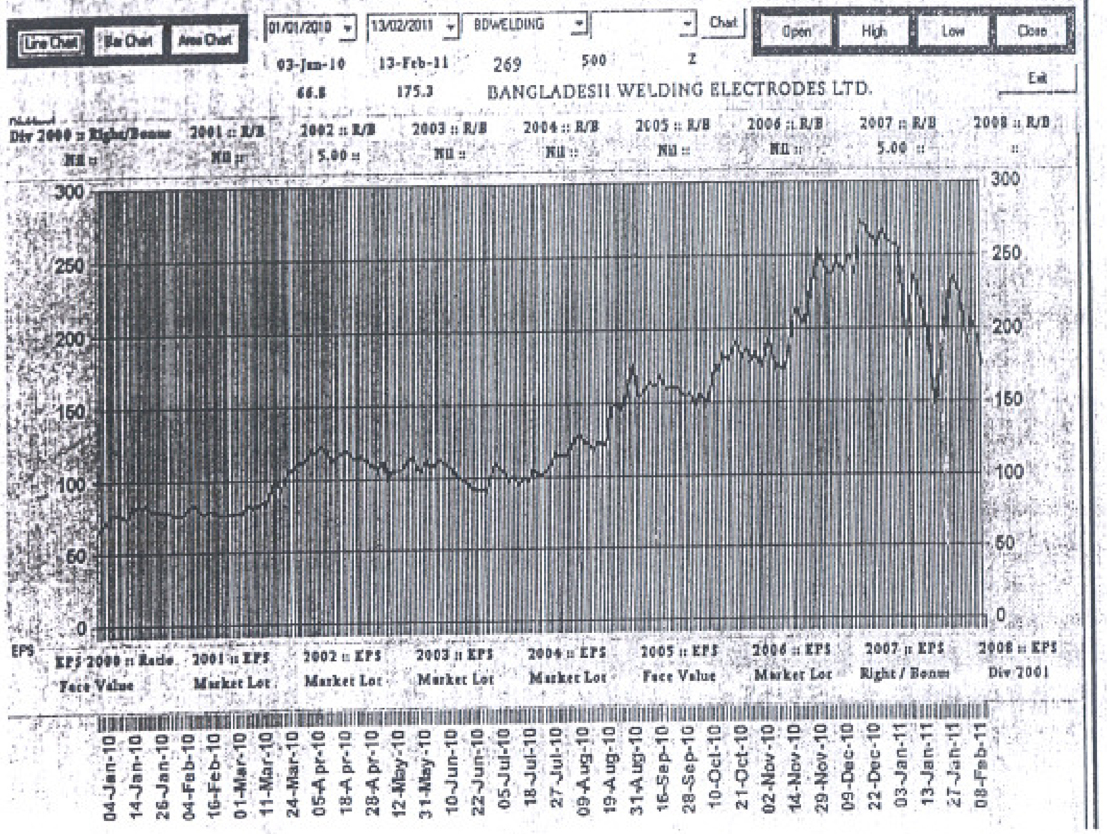

Line Chart
Bar Chart
Area Chart
01/01/2010
13/02/2011
BDWELDING
Chart
Open
High
Low
Close
Exit
03-Jan-10
13-Feb-11
269
500
Z
66.8
175.3
BANGLADESH WELDING ELECTRODES LTD.
Div 2000 :: Right/Bonus
2001 :: R/B
2002 :: R/B
2003 :: R/B
2004 :: R/B
2005 :: R/B
2006 :: R/B
2007 :: R/B
2008 :: R/B
Nil ::
5.00 ::
EPS 2000 :: Ratio
2001 :: EPS
2002 :: EPS
2003 :: EPS
2004 :: EPS
2005 :: EPS
2006 :: EPS
2007 :: EPS
2008 :: EPS
Face Value
Market Lot
Right / Bonus
Div 2001

কেস - ৭ঃ ৭

সিএমসি কামাল টেক্সটাইল মিলস লিঃ

সিএমসি কামাল টেক্সটাইল ২০০৯ সালের প্রথম কোয়ার্টারে ৪০ লক্ষ টাকার অধিক লোকসান বহন করছিল এবং একই সময়ে কোম্পানীটির ইপিএস ছিল ঋনাত্বক (টাকা ২.৬১)। ২০০৯ সালের জন্য কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ১০% ষ্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করার সুপারিশ প্রদান করে। ২০১০ সালের প্রথম থেকেই কোম্পানীটির শেয়ারের বাজার মূল্য অভিহিত মূল্য অতিক্রম করে অক্টোবর, ২০১০ - এ পৌছে যায় প্রায় ১৬০০ টাকায়। ২০০৯ সালে লোকসানে পরিচালিত একটি কোম্পানীর শেয়ারের বাজারমূল্য কিভাবে অভিহিত মূল্যের প্রায় ১৬ গুন বেশী দামে বাজার-এ বিক্রিত হয়? নিম্নলিখিত ঘটনাবলী শেয়ারটির অতিমূল্যায়নের জন্য দায়ী বলে ধারনা করা হচ্ছে।

০১. ২০০৯ সালের জন্য ১০% ষ্টক ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রস্তাব

০২. ২০১০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে (জানুয়ারী-মার্চ) কর পরবর্তী নীট মুনাফা (৭০ লক্ষ টাকা) ঘোষনা।

০৩. ২০১০ সালের জুলাই নাগাদ কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ এর শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকায় রূপান্তরের ঘোষণা করে।

০৪. ১০% ষ্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করার ফলে কোম্পানীর মর্যাদা (status) "Z" থেকে "A" ক্যাটাগরীতে উন্নীত হয় আগষ্ট-২০১০-এ।

০৫. ইতিমধ্যে (সেপ্টেম্বর ২০১০) কোম্পানী পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধিকল্পে ২ঃ১ অনুপাতে (প্রতি ১টি শেয়ারের বিপরীতে ২টি) রাইট শেয়ার প্রদান করার প্রস্তাব করে। প্রতিটি রাইট শেয়ারের মূল্য ৭.৫০ টাকা প্রিমিয়ামসহ ১৭.৫০ টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব করা হয়।

০৬. তাছাড়া, কোম্পানী অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকাতে উন্নীত করারও প্রস্তাব প্রদান করে।

০৭. ২০১০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কোম্পানী জমি ও ফ্যাক্টরী বিল্ডিং পূনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। পূনর্মূল্যায়ন কার্য্যক্রম ২০১০ সালের ১০ই অক্টোবর এর মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূনর্মূল্যায়ন সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য মেসার্স কমডিটি ইনস্পেকশন সার্ভিস-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

০৮. জমির মূল্য পূনর্মূল্যায়নের ফলে জমির মূল্য টাকা ১.৫৫ কোটি থেকে ৩৩ কোটিতে দাঁড়ায়। একইভাবে ফ্যাক্টরী বিল্ডিং- এর মূল্য ৬.১৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২০ কোটি টাকা। এর ফলে কোম্পানীর শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য খুব বেশী বেড়ে যায়।

০৯. সেপ্টেম্বর-২০১০ পর্যন্ত কোম্পানী প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ট্যাক্স পরবর্তীতে নীট মুনাফা ঘোষণা করে।

১০. ইতোমধ্যে বাজারে কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য অত্যধিক বেড়ে যায় এবং অন্যদিকে কোম্পানীর পরিচালকরা প্রচুর পরিমানে শেয়ার বাজারে বিক্রি করে অনেকে ব্যাক্তিগত লাভও অর্জন করেছে।

১১.	কোম্পানীর পরিচালকেরা অতিমূল্যায়িত শেয়ার ট্রেড করে প্রচুর ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন করেছেন, যা নীচের সারণীতে দেয়া হ'ল ঃ

পরিচালকদের নাম	শেয়ারহোল্ডিং (১.১.১০)	শেয়ারহোল্ডিংঃ ১০% ষ্টক ডিভিডেন্ড পরবর্তী (২৪.৬.১০)	শেয়ার বিক্রয়	বিক্রয় সময়	বিক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকায়)
এ,এইচ,এম, মোস্তফা কামাল	২৩৫,৫০০	২৫৯,০৫০	২৩,৫০০	২১.১০.১০ - ২৮.১০.১০	৩০৫
গোলাম সারওয়ার	৫২,৯৩৫	৫৮,২২৯	৫,২৫০	০৪.১০.১০	৫৯.৮
কাশফি কামাল	৪৬,৭০০	৫১,৩৭০	৭,১০০	২৮.১০.১০ - ৩১.১০.১০	৯৯.৫
মিসেস কাশ্মীরি কামাল	১৮০,০৬৫	১৯৮,০৭২	১৮,০০০	২১.১০.১০ - ২৭.১০.১০	২৩২
নাফিসা কামাল	১৭১,৯৮০	১৮৯,১৭৮	১১৯,৭৫০	০৬.১০.১০ - ২৪.১০.১০	১৩৬৬

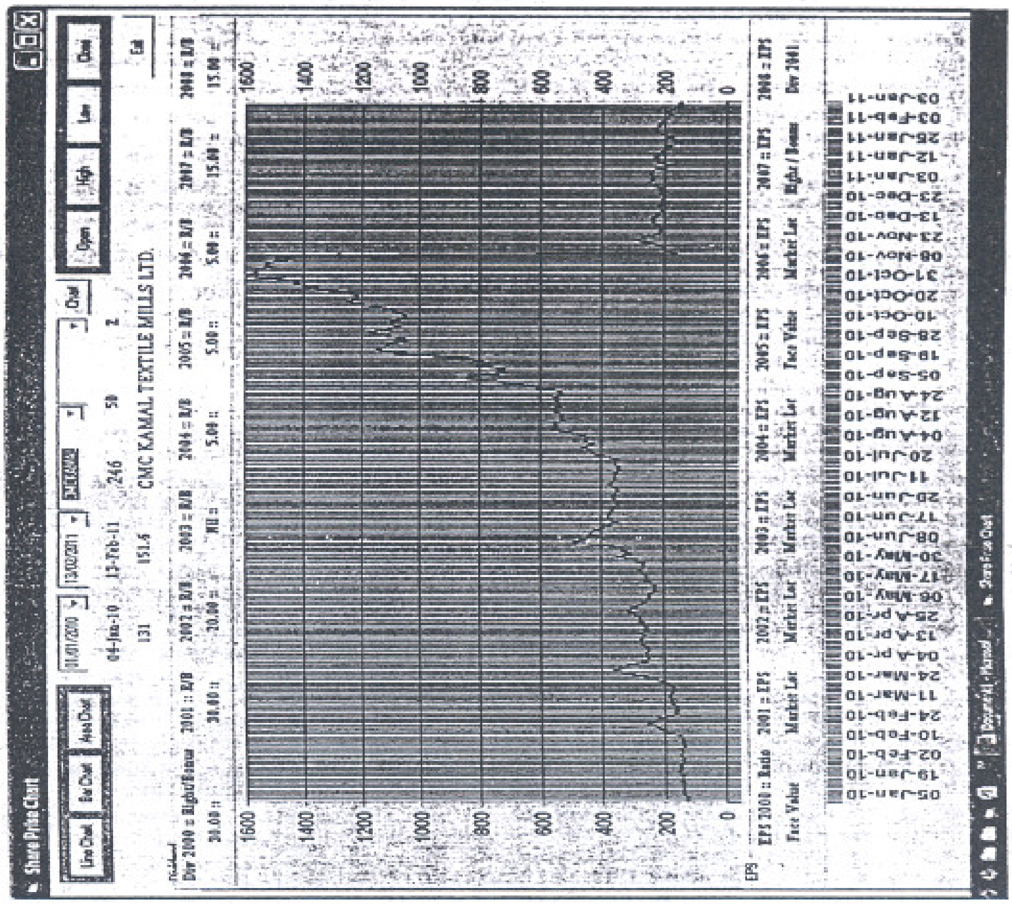
Share Price Chart
Line Chart
Bar Chart
Area Chart
Open
High
Low
Close
CMC KAMAL TEXTILE MILLS LTD.
04-Jan-10
13-Feb-11
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Face Value
Market Lot

কেস - ৭ঃ ৮

মেঘনা সিমেন্ট মিলস্ লিমিডেট

৩রা জানুয়ারী ২০১০ থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১০ এর মধ্যে মেঘনা সিমেন্ট এর শেয়ার এর বাজার মূল্য ১৩৭০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রায় ২৯০০ টাকায় পৌছায়। ইতোমধ্যে শেয়ারটির অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং তারিখে শেয়ারটির বাজার মূল্য ছিল ২৭৪ টাকা (অভিহিত মূল্য ১০ টা)। এই অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির সাথে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত করা যায়ঃ

০১. কোম্পানীর পরিচালনা পর্যদ ২রা মে ২০১০ তারিখে ২০০৯ সালের জন্য ৩৫% নগদ ডিভিডেন্ড প্রস্তাব করে। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৪০ কোটি টাকা থেকে ৫০০ কোটিতে উন্নীত করারও প্রস্তাব প্রদান করে।

০২. ৪ঠা মে, ২০১০ তারিখে কোম্পানী শেয়ার প্রতি নীট অপারেটিং নগদ প্রবাহ (cash flow) ঋনাত্বক (৪০.৭০ টাকা) (৩১.১২.০৯ অবধি) বলে ঘোষণা প্রদান করে।

৩. পরবর্তীতে ১৩,১৬ ও ২৩ শে মে তারিখে কোম্পানী ২০১০ সালের প্রথম কোয়ার্টার (জানুয়ারী-মার্চ) এর কর পরবর্তী নীট লাভ এবং ইপিএস যথাক্রমে ৩.১৪ কোটি এবং ১৩.৯৮ টাকায় উপনীত হয়েছে মর্মে ঘোষনা প্রদান করে।

০৪. এদিকে ১৭ই মে, ২০১০ তারিখে কোম্পানী শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকায় রূপান্তরের প্রস্তাব রাখে। আবার ৩১ মে তারিখে পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর সমুদয় সম্পদ ও দায় পুনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

০৫. ৫ই মে, ২০১০ তারিখে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ মংলা পৌরসভার অন্তর্গত ৮.৭৬ একর ভূমি ৩.৭৯ কোটি টাকায় ক্রয় করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। পরবর্তীতে ১৭ই আগষ্ট তারিখে ৩৬০০ মেট্রিক টন ক্ষমতার সিমেন্ট কাচাঁমাল বহনকারী ২টি নৌযান ক্রয় করার প্রস্তাব উথাপন করে।

০৬. ১লা আগষ্ট, ২০১০ কোম্পানীর অনিরিক্ষিত অর্ধবার্ষিক (জানুয়ারী-জুন) রিপোর্টিং অনুযায়ী কর পরবর্তী নীট মুনাফা ও ইপিএস হচ্ছে যথাক্রমে ১১ কোটি টাকা ও ৪৯ টাকা।

০৭. মে মাস থেকে শেয়ার এর ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি হতে হতে সেপ্টেম্বর প্রথম সপ্তাহ অবধি দাম পৌছাঁয় প্রায় ২৮০০ টাকা।

০৮. ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১০ কোম্পানীর এক ঘোষনায় বলা হয় যে, ১০ টাকা নতুন অভিহিত মূল্যের শেয়ারের মার্কেট লট হবে ১০০ এবং adjusted opening price হবে ২৮০.৯০ টাকা।

০৯. কোম্পানীর তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী কর পরবর্তী নীট মুনাফা ও ইপিএস দাড়ায় যথাক্রমে ১.১২ কোটি টাকা ও ০.৫০ টাকা (১০ টাকা অভিহিত মূল্য)।

১০. পরবর্তীতে ৯ই ফেব্রুয়ারী,২০১১ এসইসি কোম্পানীকে ২০০৭ এবং ২০০৮ আর্থিক বিবরনীতে শেয়ার সংক্রান্ত আইনী কার্যকারিতা প্রতিপালিত না হওয়ায় কারন দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে।

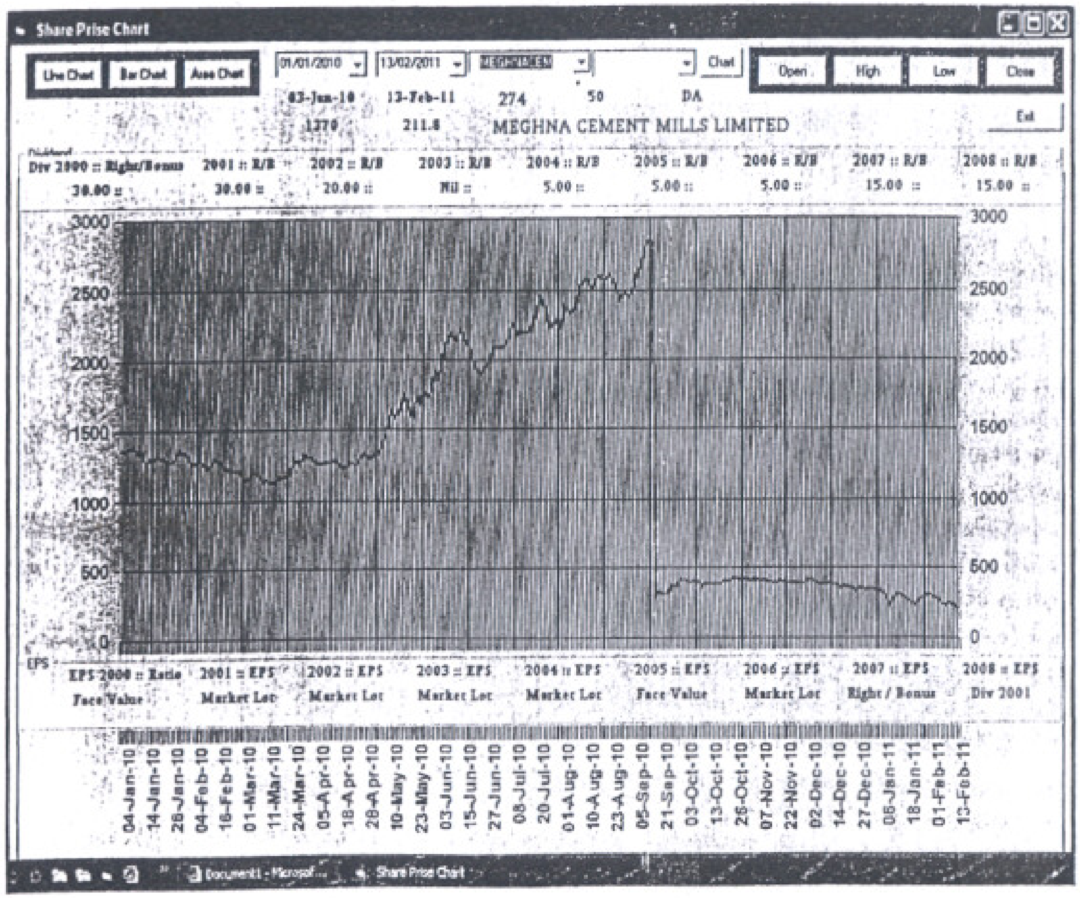
Share Prise Chart
Line Chart
Bar Chart
Area Chart
01/01/2010
13/02/2011
Chart
Open
High
Low
Close
03-Jan-10
13-Feb-11
274
50
DA
1370
211.8
MEGHNA CEMENT MILLS LIMITED
Exit
Div 2000 :: Right/Bonus 2001 :: R/B 2002 :: R/B 2003 :: R/B 2004 :: R/B 2005 :: R/B 2006 :: R/B 2007 :: R/B 2008 :: R/B
30.00 :: 30.00 :: 20.00 :: Nil :: 5.00 :: 5.00 :: 5.00 :: 15.00 :: 15.00 ::
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
EPS
EPS 2000 :: Ratio 2001 :: EPS 2002 :: EPS 2003 :: EPS 2004 :: EPS 2005 :: EPS 2006 :: EPS 2007 :: EPS 2008 :: EPS
Face Value Market Lot Market Lot Market Lot Market Lot Face Value Market Lot Right / Bonus Div 2001
04-Jan-10
14-Jan-10
26-Jan-10
04-Feb-10
16-Feb-10
01-Mar-10
11-Mar-10
24-Mar-10
05-Apr-10
18-Apr-10
28-Apr-10
10-May-10
23-May-10
03-Jun-10
15-Jun-10
27-Jun-10
08-Jul-10
20-Jul-10
01-Aug-10
10-Aug-10
23-Aug-10
05-Sep-10
21-Sep-10
03-Oct-10
13-Oct-10
26-Oct-10
07-Nov-10
22-Nov-10
02-Dec-10
14-Dec-10
27-Dec-10
06-Jan-11
18-Jan-11
01-Feb-11
13-Feb-11
Share Prise Chart

Malek Spinning Mills Limited

1. Rate of depreciation

The rate of depreciation of both office equipment and electrical installation are 15% rather than the usual practice of charging @ 33%. As a result this may cause to overstate the net assets value. **(Ref. Annexure-1, page no- 91)**

2. Net assets per share before revaluation

The Initial Public Offering (IPO) of Malek Spinning Mills Limited (MSML) is for 40,000,000 shares @ Tk.25 each amounting to Tk. 1000,000,000. Though MSML is offering its share @ Tk.25 per share (including premium of Tk. 15 per share) but its net asset per share before revaluation was only Tk. 18.94. As a result this was Tk. 6.06 below per share than its issue price. In this circumstance it can be said that the Company intended to raise Tk. 242,334,821 more than its total net asset value. Further in the course of revaluation this Company has inflated its total assets by an amount of Tk. 1,104,037,855.

Particulars	September 2009 Amount (Taka)
Property, plant and equipment	1,736,463,251
Investment in subsidiary company	180,090,000
Share money deposit to subsidiary company	199,926,900
Current assets	1,731,058,658
Total assets	**3,847,538,809**
Current liabilities	1,368,789,350
Deferred tax liability	6,984,324
Long term loan	41,813,217
Total liabilities	**1,417,586,891**
Net asset after revaluation	2,429,951,918
No. of ordinary share	70,000,000
Net asset per ordinary share after revaluation	**34.71**
Revaluation reserve of fixed assets	1,104,037,855
Net asset before revaluation	1,325,914,063
No. of ordinary share	70,000,000
Net asset per ordinary share before revaluation	**18.94**
Issue price per share	25.00
Raised more than its net asset value per share	6.06
No. of issued shares	40,000,000
Raised more than its total net asset value	**242,334,821**

3. Understatement of financial expenses

Particulars	September 2009 (Taka)	September 2008 (Taka)	Growth		Note	Page no.
			Amount (Taka)	Percentage		
Financial expenses	17,715,399	30,073,343	(12,357,944)	-41%	26	86

We note that in 2009 the financial expense has decreased by 41% compared to the same period of the previous year. It is presumed that there is an understatement of financial expenses during 2009 which may result in overstatement of profit, since there is no sufficient information in this regard.

4. Advance to subsidiary company

Particulars	September 2009 (Taka)	June 2009 (Taka)	Growth		Note	Page no.
			Amount (Taka)	Percent age		
Advance to Salek Textile Ltd. (subsidiary company)	202,620,464	144,576,864	58,043,600	40%	9	79
Ordinary share capital raising by IPO (40,000,000*25)	1,000,000,000					1
% of advance to subsidiary company of ordinary share capital raised by IPO	20.26%					

It is noted that the company has provided substantial advance amounting to Tk. 202,620,464 to one of its subsidiary company named Salek Textile Ltd. The advance was Tk. 58,043,600 as at 30 June 2009 and within three months the balance. The amount of outstanding balance at 30 September 2009 reflects more than 20% of the proposed proceeds from the IPO.

The economic substance of this related party transaction is not clearly identifiable and therefore appears to be prima-facie non-arm's length basis.

Active Fine Chemical Limited
for the period 2008-09
(Commencing of production on 5th October 2009)

Purpose of the initial public offering (IPO):

Active Fine Chemical Ltd., intended to raise funds amounting to Tk. 160,000,000/- and the proposed utilization of this fund is as follows:

Uses of the fund	Amount (Tk.)	Page no.
Jamuna Bank term loan liability	65,500,000	13
Working capital	82,500,000	
IPO expenses	12,000,000	
Total	**160,000,000**	

Observations

1. **Revaluation before initial public offering**

Active Fine Chemical Ltd., revalued their assets just before the initial public offering (IPO). This revaluation increased the net asset value as follows-

Particulars	2009 Amount (Taka)	2008 Amount (Taka)
Net assets value	15	9

Details are in the attached calculation sheet – **Annexure-A**

The company has revalued some of its assets even before the completion of one year and some other assets, the market value of which generally reduces due to the usage.

Particulars	Page no.	Annexure title	Annexure ref.
Building	70	Schedule of fixed assets	A
Plant and machinery			
Furniture and fixtures			

This type of valuation may lead to the window dressing of the financial position of the company which in turn misleads the stakeholders of the company.

2. Understated Expenses

It is mandatory to start charging depreciation after commencing the intended use of the assets. We however note that the depreciation charges are not calculated properly as shown below:

Particulars	Months	Depreciation for the year ended 31 December 2009 Amount (Taka)	Annexure	Page no.
Land and land development		-		
Building	3	471,960		
Plant and machinery	3	2,574,485		
Furniture and fixtures	3	79,020		
Office equipment	3	52,385		
Motor vehicle	12	633,000	A	70
Gas line Installation and other cons.	12	250,000		
Total		**4,060,850**		
Less: Active Fine Chemical Ltd. charge depreciation for the year ended 31 December 2009		3,587,753		
Depreciation understated		**473,097**		

Details are in the Attached calculation sheet – **Annexure-B**

3. Interest on loan:

Active Fine Chemical Ltd. purchase 342 decimal land at Mokterpur in Munshigonj district by taking loan from Janata Bank amounting Tk. 81,085,969. But the related interest against this loan is not charged in the profit and loss account rather kept it under the head Unallocated revenue expenditure in the balance sheet.

Particular	2009 (Taka)	Interest rate	Interest for 3 months (Taka)	Interest for 1 year (Taka)	Note no.	Page no.
Janata bank A/C No.# 010235034498	78,363,806	12%	2,350,914	9,403,657	11	65
Janata bank A/C No.# 010235034498	2,722,163	12%	81,665	326,660		
Total	**81,085,969**		**2,432,579**	**9,730,317**		

From the above table we found that the interest expense is understated by Taka 2,432,579 if those are charged for three months and Taka 9730317 for one (01). So, the net profit is inflated and the earnings per share also do not reflect the true picture.

4. Preliminary and unearned revenue expenditure is not amortized:

The company does not amortize their preliminary and unearned revenue expenditure as shown below:

Particulars	2009 Amount (Taka)	Note no.	Page no.
Unearned revenue expenditure	31,392,448	3	62
Preliminary expenses	48,200	4	62
Total	**31,440,648**		

For this reason the results of the company do not reflect the true position and simultaneously the earnings per share are also inflated.

Annexure-A

Calculation for Net Asset Value

Particulars	Month	Total Asset 2009	Total Asset 2008	Page No.
Fixed Assets less depreciation		**338,420,894**	**154,252,911**	53
Add: current Asset		68,659,529	6,852,506	
Total Asset		407,080,423	161,105,417	
Less: Total liability				53
Current liability		35,126,279	20,188,930	53
Non-Current Liability		81,085,969	54,385,465	53
Less: Total liability		116,212,248	74,574,395	53
Net asset		290,868,175	86,531,022	
No. of share		20,000,000	9,600,000	54
Depreciation understated		**15**	9	

Annexure-B(Part-2)

Active Fine Chemical Limited Calculation
Schedule of fixed assets
as at 31 December 2009

Particulars	Months	Depreciation for the year 2009 (Taka)
Land and land development		
Building	3	471,960
Plant and machinery	3	2,574,485
Furniture and fixtures	3	79,020
Office equipment	3	52,385
Motor vehicle	12	633,000
Gas line installation and other constructions	12	250,000
Total		**4,060,850**
Less: Charged during the year		3,587,753
Depreciation understated		**473,097**

Mobil Jamuna Lubricants Bangladesh Limited

Purpose for initial public offering (IPO) Issue:

MJLBL is continuously expanding its business by availing new opportunities focusing on downstream operations. The company intends to raise the funds to undertake a number of potential projects. The potential projects are listed below:

1. Establishment of a Liquefied Petroleum Gas (LPG) manufacturing unit at Khulna having rated capacity of 60,000 MT or 4,800,000 nos. of cylinder of 12.50 kg each. The estimated cost would be Tk.749.50 million.
2. Acquisition of one crude oil tanker with cargo carrying capacity of 100,000 MT which is assumed to make 5 voyages per year of 65 days each. The estimated cost would be Tk. 1,375.21 million.
3. Purchasing of one (01) bigha of land within Gulshan area and to construct a sixteen storied building on it for the company's corporate office. The estimated cost would be Tk.1,172.56 million.
4. Anti-freeze manufacturing plant with rated capacity to produce 60 MT of coolant oil in a year. The estimated cost would be Tk.212.30 million.
5. Investing in equity of MJL Fuels Ltd. which will become a subsidiary of MJLBL after investment- for implementing white oil blending plant with rated capacity to produce 20,000 MT of white oil in a year at Chittagong beside LOBP plant. The

Particular	31-03-2010	30-12-2009	Growth
Sales revenue	988,830,476	763,193,745	+29.56%
Operating expense	170,994,288	120,572,040	+28.29%
Gross profit	225,614,627	168,301,629	+34.05%
Net Profit	123,878,572	86,811,869	+42.69%
Advertising and Selling Expense	2,086,047	2,710,003	+58%
Telephone	1,247,825	605,446	+1.06%
Travelling Expense	27,188,393	1,838,293	+51%

estimated cost would be Tk.2,509.50 million.

Calculation of growth for the company

1. **Inconsistency of value added tax:**

Particulars	From 01 January to March 2010 (Taka)	From 01 January to March 2009 (Taka)	Growth	Note no.	Page no.
Sales revenue	1,125,237,946	874,566,399	28.66%	19	88
Value added tax	136,407,470	111,372,654	22.48%		

It is noted that the growth of sales revenue and value added tax have not increased in the same porportion during the period from 01 January to 31 March 2010 as compared to the previous period from 01 January to 31 March 2009. So, these types of growth among sales revenue and value added tax can be questioned.

2. **Overstated other income:**

Particulars	From 01 January to March 2010 (Taka)	From 01 January to March 2009 (Taka)	Growth (%)	Note no.	Page no.
Investment	397,629,751	484,876,305	(17.99)	9	82
Interest from investment	8,579,986	1,184,954	624	21	90

The investment has decreased at the rate of 17.99% whereas rate of interest income has increased at 624% as compared to the corresponding prior period. So we can say that the income for this year might have been manipulated

3. **Excess share price**

Earnings per share

Particulars	From 01 January to March 2010 (Taka)	From 01 January to March 2009 (Taka)	Note no.	Page no.
Earning per share	0.88	0.62	24	91

The company is intending to raise share capital amounting to Tk. 6,096,000,000 whereas the net asset of the company is 2,721,910,834. We see that the proposed share capital is more than the net asset value of the company by more than 02 (two) times thereby affecting the return on assets

4. **Excess Accounts Receivable**

The movement in accounts receivable is as follows-

Particulars	Amount (Taka)	Note no.	Page no.
Closing balance of accounts receivable-2010	32,186,650	7	82
Less: Opening balance-2010	23,538,261		
Addition during the period	8,648,389		

However as per our review of the sales revenue and cash flow statement we note the following-

Particular	Amount (Taka)	Note no.	Page no.
Cash received from Sales-2010	988,830,476	19	88
Addition during the period	-		
Sales during the period-2010	988,830,476		

From the above calculation we note that both the sales revenue and cash received from sales are equal. So there is no chance for addition in the accounts receivable whereas in the balance sheet the accounts receivable amount has been increased. As a result it is most likely that the financial statements have been misstated.

1. **Under value of purchase**

Particulars	Amount (Taka)	Note no.	Page no.
Opening balance-2010	69,606,115	16	87
Less: Closing balance of accounts payable-2009	20,997,266		
Addition during the period	90,603,381		

Particulars	Amount (Taka)	Note no.	Page no.
Cash paid for purchase	709,761,447	26.2	93
Addition during the period	90,603,381		
Purchase during the period	800,364,828		
Actual purchase according to statement of comprehensive income	763,215,849	20	74
Difference	**37,148,979**		

From the above calculation, we note that purchase is understated by an amount of Tk. 37,148,979. So the purchase is wrongly understated in the statement of comprehensive income.

Barakatullah Electro Dynamics Limited
Income Statement

Note: The company has no comparative figure as it started its operation from 24 October 2009.

Items	2009-10	2008-09	Growth	
			Amount(Tk.)	Percentage
Revenue	514,542,637	-	-	-
Cost of sales	(245,353,077)	-	-	-
Gross profit	269,189,560	-	-	-
General & administrative expenses	(50,514,638)	-	-	-
Operating profit	218,674,922	-	-	-
Financial income	724,753	-	-	-
Financial expenses	(111,763,872)	-	-	-
Profit before tax	**107,635,803**	-	-	-

Purpose of the IPO:

The purpose of the IPO was to raise money for repayment of term loan.

1) **Permission for IPO within very short time of operation**

The company has started its commercial operation from 24 October 2009. But within one year of its operation it has been given the permission to raise money from the capital market. Such time is not sufficient to judge the profitability of the company and general investors' money may be at risk.

2) **Excess capital raised**

The net asset value per share of the company was Tk. 11.70 but its issue price per share was Tk. 60. As a result the share was overvalued and the company raised excess capital from the capital market.

3) **Low depreciation rate**

The rate of depreciation of the company was lower than standard. As a result the company has overstated its net assets and profit before tax. For example-

Name of assets	Rate of depreciation
Plant and Machinery	3%
Office and Electricial equipment	20%
Furniture and Fixtures	10%

4) **Long time period for preliminary expenses writing off**

The company has taken decision to write off its pre-operating expenses within 15 years. This is a long time and as a result the company has charged lower expenses through profit and loss during the year and profit has been overstated.

কেস - ৭ঃ ১৩

Salvo Chemical Industry Limited

Purposes: The company has material commitment for capital expenditure and therefore the proceeds from initial public offering (IPO) will be utilized to finance the expansion of the project as well as loan repayment.

After the analysis of the financial statement of Salvo Chemical Industry Limited; some inconsistencies have been identified.

1. Fixed assets and depreciation expenses

Particulars	2009 (Taka)	2008 (Taka)	Growth		Note	Page no.
			Amount (Taka)	Percentage		
Fixed assets at WDV	118,644,629	94,142,611	24,502,018	26%	7	59
Depreciation expenses	7,919,516	8,474,029	(554,513)	-7%	7	59
Fixed assets addition	32,421,534	18,508,593	13,912,941	75%	7	59

In 2009 the company's written down value (WDV) of fixed assets was Tk. 118,644,629 which is 26% higher than the previous financial year. The addition during the year was Tk. 32,421,534 which is 75% higher than the previous financial year. Here, in both the situation the rate has been increased significantly, whereas the percentage of depreciation has been decreased by 7% in the current financial year. As per company's accounting policy, depreciation is to be charged on all assets acquired during the year starting from the month of acquisition.

It seems there that might be manipulation in favor of increasing the profit of the company by understating depreciation charge during the current year.

2. Sales

Particulars	2009 (Taka)	2008 (Taka)	Growth		Note	Page no.
			Amount (Taka)	Percentage		
Container sales	17,790,400	1,765,800	16,024,600	907%	12	61
Sales-net of VAT	63,398,016	110,126,475	(46,728,459)	-42%	24	61

In 2009, sales have decreased by Tk. 46,728,459 which is 42% lower than the sales of the previous financial year, whereas the container sales (containers are used for containing chemicals for sale) have increased by Tk. 16,024,600 which is 907% higher than the previous year.

If the rate of sales has decreased by 42% then we wonder how the container sales rate has significantly increased by 907% during the year.

3: Non-operating income

Particulars	2009 (Taka)	2008 (Taka)	Growth		Note	Page no.
			Amount (Taka)	Percentage		
Wastage, scrap and unused material sales	5,785,332	82,400	5,702,932	6921%	28	69

During the year, wastage, scrap and unused material sales have increased by Tk. 5,702,932 or 6921% compared to the previous financial year which is inconsistent and indeed a significant increase of non-operating income.

This head of accounts includes sale of unused materials along with scrap and wastage sales. Here, question arises (as there is no proper disclosure about unused materials) whether the materials are the raw materials or other stocks of the company? The company's business is sale of chemicals - not to sell its raw materials to generate other income.

Furthermore, as in the financial statement the company has not recorded any expenses as write off of unused stocks, the income of the company is overstated. The unused materials should be written off first as expenses and after that when the unused materials are sold the sale proceeds may be treated as other income.

4. Accounts receivable

Particulars	2009 (Taka)	2009 (Taka)	Growth		Note/ statement	Page no.
			Amount (Taka)	Percentage		
Sales-net of VAT	63,398,016	110,126,475	(46,728,459)	-42%	24	61
Accounts receivable	47,452,190	6,294,667	41,157,523	654%	15	62
% of accounts receivable of sales	75%	6%				
Cash received from customer (operating income)	63,398,016	126,645,465	(63,247,449)	-50%	Cash flow statement	53
Cash received from customer (non-operating income)	8,207,556	1,223,636	6,983,920	571%	Cash flow statement	53

In 2009, it has appeared that sales have decreased to Tk. 46,728,459 which is 42% lower than previous year's sales, whereas accounts receivable have increased by Tk. 41,157,523 or 654% higher than the previous year's accounts receivable. We further note that the cash flow statement shows that cash received from customers during the year was Tk. 63,398,016 (which is exactly equivalent to company's sale) meaning that all sales were made in cash and if it is so, then how have the accounts receivable increased significantly? Again all non-operating income was received in cash. It is inconsistent that sales rate has decreased and accounts receivable have significantly increased. The receivables in the financial statement has been apparently manipulated which proves the incorrectness of the balance sheet.

United Airways (BD) Limited
Variance table

Particulars	01 July to October 2009 (Taka)	01 July to October 2008 (Taka)	Growth	
			Figures	Percentage
Ticket sales	312,248,724	118,475,957	193,772,767	163.55%
Travel tax	21,620,600	5,928,800	15,691,800	264.67%
Embarkation fee	3,801,525	929,406	2,872,119	309.03%
Cargo sales	2,656,649	-	2,656,649	100.00%
Operating expenses	139,066,249	73,418,686	65,647,563	89.42%
Aircraft fuel	83,130,374	50,002,070	33,128,304	66.25%
Aircraft maintenance	9,287,663	526,366	8,761,297	1664.49%
Air navigation charge, aeronautical bill and others	6,025,445	1,699,802	4,325,643	254.48%
Catering expenses	5,267,768	1,555,718	3,712,050	238.61%
Flying allowance	2,273,304	951,900	1,321,404	138.82%
Aircraft insurance	14,855,965	4,351,762	10,504,203	241.38%
Overflying charges	3,752,844	-	3,752,844	100.00%
Depreciation for air craft and spare parts	15,472,886	14,331,068	1,141,818	7.97%
Gross profit	150,416,999	38,199,065	112,217,934	293.77%
General and administrative expenses	129,476,020	31,834,839	97,641,181	306.71%
Selling expenses	10,096,566	2,368,420	7,728,146	326.30%
Financial expenses	4,510,170	7,664,464	(3,154,294)	-41.15%
Other income	10,649,490	10,662,793	(13,303)	-0.12%
Net profit before tax	16,983,733	6,994,135	9,989,598	142.83%
Provision for tax	6,368,900	-	6,368,900	100.00%
Net profit after tax	10,614,833	6,994,135	3,620,698	51.77%

Reason of variance: There are suspected cases (could not be verified due to lack of sufficient information) of over/under provisioning/statement of income and expenses which led the company to overstate earnings and assets.

Objective of utilization of fund through capital raising:

United Airways (BD) Limited raised capital by BDT 500,000,000 issuing 5,000,000 ordinary shares of Taka 100.00 at par during the year 2009. This amount is intended to be utilized by the company for the future growth by expanding international flight operations through procuring new aircraft and parts and accessories of aircrafts.

Observations

1. **Effect on percentage earnings per share**

By increasing the income and reducing expenses in profit and loss account during the period from 01 July to 31 October 2008, the earnings per share (EPS) has been shown at Taka 4.42 instead of the actual amount of Taka 4.15. It is also noted that the calculation of weighted average number of share is not accurate as the amount of share capital in balance sheet shows different figures (e.g. number of share capital for the accounting year 2008-2009 is 5,000,000 share @ Taka 100 whereas number of share capital for the accounting year 2008-2009 is 470,166,100 share @ Taka 100). As a result, earnings per share (EPS) is higher by an excess amount of Taka 0.27.

Source

- Page no - 47, 63 and 67 of UABL's prospectus

2. **Avoidance of income tax in the period**

It is noted that the company did not consider income tax during the accounting year 2008-2009 for calculating earnings per share (EPS), though it increases the value of earning per share by Taka 1.83 (Taka 4.42 without considering income tax and Taka 2.59 after making income tax provision thereon).

Source

- Page no - 47, and 67 of UABL's prospectus
- Head of accounts "**Provision for tax**" inProfit and loss account for the period ended 31 October 2009

3. **Profitability ratios analysis not made properly**

Based on our review of the ratio analysis along with the rate of percentage schedule [selected ratio analysis as specified in Rule 8B (20) I-annexure B of the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006], we noted that the information furnished on **a.** Net income ratio (after tax) = 8.90%, **b.** Return on assets = 9.48%, **c.** Return on equity = 9.48% and **d.** Earnings per share = 9.48 were not calculated properly. Based on our calculation the percentage would be **a.** 8.31%, **b.** 8.86%, **c.** 8.86% and **d.** 8.87. As per our understanding, it happened due to the fact that profit before tax amounting Taka 47,379,928 was used instead of taking the net profit after tax amounting Taka 44,280,349.

Source

- Page no – 78 and 79 of UABL's prospectus
- Head of accounts "**Ratio analysis table**"

4. Analysis of other income

On our analysis of other income in profit and loss account we note that for the year ended 30 June 2009 this showed Taka 13,581,893 as other income whereas Taka 10,662,793 has been shown in the period from 01 July to 31 October 2008. This raises suspicion about the reported amount.

Source

- Page no – 47 and 76 of UABL's prospectus
- Head of accounts **"Other income"** Profit and loss account for the period ended 31 October 2009

5. Overstatement of earnings and assets

The company has shown depreciation expenses less than the actual amount. As a result, the company overstated the earnings and assets by Taka 12,376,672 (ignoring four months depreciation of assets during the period).

Source

- Page no – 68 of UABL's prospectus, annexure-1, title of the annexure "schedule of fixed assets"

Beacon Pharmaceuticals Limited
Variance Analysis

Items	2009	2008	Growth	
			Amount (Taka)	Percentage
Sales	350,808,145	227,819,297	122,988,848	53.99%
Cost of goods sold	164,914,909	119,403,592	45,511,317	38.12%
Administrative expenses	14,806,995	11,512,814	3,294,181	28.61%
Selling and distribution expenses	70,863,859	58,584,300	12,279,559	20.96%
Financial expenses	81,896,647	55,500,911	26,395,736	47.56%

Purpose of the IPO:
The purpose of the initial public offering (IPO) was to raise money to meet up the working capital requirements.

MAJOR OBSERVATIONS

1) Overstatement of net profit before tax

The company has recognized Tk. 81,896,647 as financial expense (reference page no.-49 in the prospectus) in the income statement. However, as per the movements of variance loan balances the actual financial expenses during the year was Tk. 230,924,992. As a result, the net profit of the company for that year has been overstated by Tk. 149,028,345 Details are as follows-

Name of banks	Amount (Taka)	Page no. in prospectus	Note no.
Janata Bank Ltd.	28,959,284	71	3
Agrani Bank Ltd.	31,038,996	72	3
Social Islami Bank Ltd.	15,233,527	72	3
The City Bank Ltd.	35,567,608	72	3
Dhaka Bank Ltd.	8,754,179	72	3
Social Bank Ltd.	30,275,018	72	3
Shahjalal Islami Bank Ltd.	6,907,861	72	3
Southeast Bank Ltd.	8,745,151	73	3
First Security Bank Ltd.	11,693,335	73	4
Janata Bank Ltd.	2,060,098	73	4
Janata Bank Ltd.	23,342,030	73	4
The City Bank Ltd.	11,946,295	73	4
The City Bank Ltd.	5,959,354	73	4
Shahjalal Islami Bank Ltd.	1,677,533	74	4
ICB Islami Bank Ltd.	4,016,469	74	4
The Royal Trading Corporation Ltd.	4,748,254	63	19
Total financial expense	**230,924,992**		
Amount charged in profit and loss account	**81,896,647**		

Net profit before tax overstated by	**149,028,345**			

The difference is capitalized.

2) Overstatement of equity

The company has revalued its assets just before IPO. But justification of revaluation for some assets seems to be illogical. Details are as follows-

Name of assets	Revalued amount (Tk.)	Remarks	Page/note-no.	
Land and land development	**168,084,972**		60/9	
Buildings	21,449,683	Generally value of these assets decrease		
Vehicles	9,588,957			
Electrical Installation	7,429,282			
Machineries	209,857,872			
Total	**248,325,794**			

3) Understatement of purchase

By calculating the amount of cash flow statement and balance sheet, it is observed that the company has understated its purchase and cost of sales. As a result, the net profit of the company has been increased by Tk. 13,014,036. Details are as follows-

Particulars		Page/note-no.	Amount (Taka)
Cash paid to suppliers as per cash flow statement		50	292,842,000
Decrease in trade payables as per balance sheet TK. (15,286,708-12,933,529)		48	353,179
Total purchase as per calculation			**292,488,821**
Purchase as per profit and loss account		61/16.1	279,474,785
Net profit increased by			**13,014,036**

Classification

The company has disclosed BDT 1.4 Billion as long-term loans without giving the terms and conditions of those loans. Furthermore, the entire amount is shown as long-term whereas it is expected that a portion of the loans would be repayable within the next 12 (twelve) months and therefore should have been disclosed as current liability. This has deceived the potential shareholders as the company has shown an improved current ratio.

MI Cement Factory Limited
Variance Analysis

Items	From 01 July to 31 December 2009 (Taka)	From 01 July to 31 December 2008 (Taka)	Growth	
			Amount (Taka)	Percentage
Sales	1,360,619,108	1,019,792,217	340,826,891	33.42%
Cost of goods sold	1,121,972,416	839,758,171	282,214,245	33.61%
Gross profit	238,646,692	180,034,046	58,612,646	32.56%
Other operating income	14,943,112	23,194,709	(8,251,597)	-35.58%
Administrative expenses	11,011,030	6,690,062	4,320,968	64.59%
Selling and distribution expenses	32,471,594	16,115,481	16,356,113	101.49%
Other non-operating income	861,296	1,813,090	(951,794)	-52.50%
Financial expenses	32,491,814	62,894,650	(30,402,836)	-48.34%
Profit before income tax	178,476,662	119,341,653	59,135,009	49.55%
Income tax	66,928,748	44,753,120	22,175,628	49.55%
Net profit	111,547,914	74,588,533	36,959,381	49.55%

Purpose of initial public offering (IPO):
The purpose of initial public offering (IPO) was to raise money for the implementation of expansion plan of MI Cement Factory limited. At present the company has 03 units for production and the intention of management to introduce 4th production units.

Reason for variance

1. Other operating income
Its variance is -35.58%. The reason behind the variance is that it is the decrease of some irregular income. For example-income from rent of covered van has decreased amounting to Tk. 4,699,618 and carriage income decreased amounting to Tk. 2,895,545.

2. Other non-operating income
Its variance is -52.50%. The reason behind the variance is that it is the decrease of some irregular income. For example-income from sale of scrap has decreased amounting to Tk. 5,600,520 and other income decreased amounting to Tk. 400,274.

3. Administrative and selling and distribution expenses
Reason behind increase is initiation of some staff benefits and increase of advertising expenses.

Major observations

1. Overstatement of sales

Sales revenue during the period 2008-2009 (6 months) has been disclosed at Tk. 1,360,619,108 which is inconsistent with the cash flow and balance sheet amount as shown below:

Particulars	Page no.	Note no/accounts title	Amount (Taka)
Amount received from customers as per cash flow statement	61	Cash flows from operating activities	1,272,037,298
Increase in trade receivables as per balance sheet (266,150,550-251,502,609)	58	8	14,647,941
Total sales as per calculation			**1,286,685,239**
Sales as per profit and loss account	59	22	1,360,619,108
Excess sales shown in the profit and loss account			**73,933,869**

2. Overstatement purchase and cost of sales

Purchases during the period 2008-09 (06 months) have been shown as Tk. 968,706,619 which contradicts with the cash flow and balance sheet amount, as calculated below:

Particulars	Page no.	Note/accounts title	Amount (Taka)
Cash paid to suppliers as per cash flow statement	61	Cash flows from operating activities	929,002,212
Decrease in trade payables as per balance sheet	58	17	8,118,637
Total purchase as per calculation			**920,883,575**
Purchase as per profit and loss account	71	23	968,706,619
Excess purchase and cost of sales shown in the profit and loss account			**47,823,044**

3. Significant increase in sales without major investment

The sales revenue of the company has been increased by 33.42% in comparison to the same period of the previous year. But addition in fixed assets during the same period was Tk. 4,241,234 (3,710,779+283,455+247,000) which is not consistent with the increase in sales. We understand the company does not have enough spare capacity to increase its sales without further investment.

Reference: Page no-59 for sales; Page no-77 (Annexure-A, in **addition** column) for investment in fixed assets. Page no-22 for capacity utilization, title-capacity and utilization of the facility.

4. Excess capital collected from the capital market

Before raising capital from the capital market, the production capacity of the company was 2,800 metric ton per day and the total investment was Tk. 1,164,044,893, i.e. Tk. 415,730 per metric ton of production capacity. But capital has been proposed to be raised from the capital market amounting to Tk. 3,350,510,126 for 3000 metric ton i.e. Tk. 1,116,837 per metric ton. Therefore, we think that excess capital was proposed to be raised than what was necessary.

Reference: Page no-17, title-usage of IPO proceeds and stages of utilization and background of the project.

কেস ৭ঃ ১৭

ফু-ওয়াং সিরামিক্স লিমিটেড

২৭.১২.২০১০ তারিখে এসইসি তার ফু-ওয়াং কোম্পানীকে ইস্যু অফ ক্যাপিটাল রুল্স ২০০১ এর বিধি অনুসারে পরিশোধিত মূলধন ৩৩ কোটি টাকা থেকে ৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫ হাজার ৪০০ শত টাকায় বর্ধিত করার অনুমতি প্রদান করে। কোম্পানীকে প্রদত্ত পরিচালকের ব্যক্তিগত ঋণ নীচের বর্ণনা অনুযায়ী শেয়ার মূলধনে পরিণত করে, শেয়ারগুলো তাদেরকে প্রাইভেট প্লেসমেন্টে প্রদান করার মাধ্যমে শেয়ার বর্ধিতকরণের অনুমতি দেয়া হয় ঃ

ঋণের পরিমান ঃ ১৮০,৪৭২,৩৭৪ টাকা

শেয়ারের পরিমান ঃ ১,০৭৭,০৫৪ টি

শেয়ারের অভিহিত মূল্য ঃ ১০০ টাকা প্রতিটি

ইস্যু মূল্য ঃ ১৬৭.৫৬ টাকা প্রতিটি

শেয়ার গ্রহীতা - ঃ (১) চিন হুয়া সু
(২) মিসেস চিন হুয়া সু
(৩) আলেকজান্ডার লিঃ

এই শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকার পরিমান
১	ইস্যুকৃত শেয়ারের মোট মূল্য	১৮০,৪৭১,১৬৮.২৪
২	ইস্যু তারিখ ২৯.১২.১০ এ শেয়ারের সমাপনী বাজার মূল্য	৫৬৩.২৫
৩	ইস্যু তারিখে শেয়ারের মোট বাজার মূল্য	৬০৬,৬৫০,৬৬৫.৫০
৪	বাজার মূল্যে মুনাফা	৪২৬,১৭৯,৪৯৭.২৬
৫	সম্ভাব্য মুনাফার হার	২৩৬.১৫%

এসইসি কে প্রদত্ত আবেদনে পরিচালকদের প্রদত্ত ঋণ সম্বন্ধে কোন বিশদ তথ্য দেয়া হয়নি। শেয়ারগুলো বাজারমূল্যের চেয়ে উল্লেখযোগ্য কম দামে পরিচালকদের দেয়া হয়। ১৮ কোটি টাকার বিনিময়ে তৎকালীন হিসাবে ৪২ কোটি টাকা বাজারমূল্যের শেয়ার প্রদান করা হয়। শেয়ারগুলো ১৬৭.৫০ টাকায় মূল্যায়িত করার পেছনে কোন যুক্তি প্রদান করা হয়নি এবং এসইসি ও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। এই প্রতিবেদন লেখার তারিখে অর্থাৎ ২৪.০৩.২০১১ তারিখে কোম্পানীর শেয়ারের সমাপনী মূল্য ৪৪৯.২৫ টাকা, অর্থাৎ বাজারে মূল্য সংশোধনের পরও ইস্যুকৃত এই শেয়ার সমূহের বাজার মূল্য ৪৮ কোটি টাকার উপরে। সাধারণ বিনিয়োগকারী শেয়ারহোল্ডারদের dilute করে ঋণ প্রদানকারী প্রদানকারী পরিচালককে একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুবিধা এবং মুনাফা দেয়া হয়েছে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে এসইসি'র পক্ষে এই সম্মতি প্রদানের পিছনে কোন উদ্দেশ্য বা প্রনোদনা ছিল কি না ?

অষ্টম অধ্যায়

৮. দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট তথ্য ও বিশেষ পর্যবেক্ষণ

অনৈতিকতার তথ্য ঃ

৮.০ পুঁজিবাজারে সংঘটিত বিপুল অনিয়ম-অনৈতিকতা এবং অনিয়ম-অনৈতিকতার সাথে জড়িত বিশাল অংকের লেনদেন পর্যালোচনায় তদন্ত কমিটির অনুমিতি (inference) হলো, এ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি বিদ্যমান। এক একটি লেনদেন তদন্ত করে দুর্নীতি নিরুপন করা বেশ সময়সাপেক্ষ। সামগ্রিক লেনদেন তদন্ত করে দুর্নীতির সামগ্রিক চিত্র উন্মোচন অসম্ভব না হলেও কয়েক বছরের কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, তদন্ত কমিটি অল্প কয়েকটি নমূনা হিসাবের লেনদেন পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। এত অল্প সংখ্যক নমূনায় (sample) দুর্নীতি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কারণ সব হিসাবেই দুর্নীতি থাকে না। পরীক্ষান্তে কমিটি নিশ্চিত হয়েছে যে, এত অল্প নমূনার মধ্যেও দুর্নীতি প্রমানিত হয়েছে। দুর্নীতির নির্দেশক হিসাবে সুনির্দিষ্টভাবে প্রাপ্ত তথ্যগুলো পরিবেশিত হল। এসইসি পুনর্গঠিত হয়ে সক্ষমতা অর্জন করলে, একই প্রক্রিয়ায় সংস্থাটি সন্দেহজনক লেনদেন হিসাব পরীক্ষাকার্য গ্রহন করতে পারে।

৮.১ দুর্নীতি চিত্র-১ ঃ তদন্ত কমিটির গোচরীভূত হয়েছে যে, জনাব আনোয়ারুল কবির ভূইয়া, নির্বাহী পরিচালক, এসইসি, তাঁর স্ত্রী রোকসানা আখতার- এর নামে চারটি বিও একাউন্ট পরিচালনা করেন, যার বৃত্তান্ত নীচের ছকে দেয়া হ'ল ঃ

ব্রোকারের নাম	বিও একাউন্ট নম্বর	একাউন্টের ধরণ	ব্যাংক একাউন্ট
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১২০৪২৯০০২০২৯৬২৭৮	মার্জিন	Standard Chartered Bank, Sheraton Branch Account No.182728915-01
বিএল আই সিকিউরিটিজ লিঃ	১২০১৫০০০০৪৮০৪৫৪৩	মার্জিন	-do-
লঙ্কাবাংলা সিকিউবিটিজ লিঃ	১২০১৮৩০০০৪৮০৪৫৪৩	ক্যাশ	-do-
এনবিএল সিকিউরিটিজ লিঃ	১২০৩৯৮০০২৩৫১৮৭৭০	মার্জিন	এনবিএল, দিলকুশা শাখা A/c No.0234186705

চারটি বিও একাউন্টের লেনদেনের বিস্তারিত হিসাব এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল। তদন্ত কমিটির বক্তব্য হ'ল ঃ এসইসি-র দপ্তরাদেশঃ এসইসি/প্রশাসন/৫৩.০০/২০০১-২০০২-২২১২, তারিখঃ ১১ এপ্রিল ২০১০ অনুযায়ী "কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজ বা স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও পোষ্যদের নামে প্রাইমারী বা সেকেন্ডারী মার্কেটে সিকিউরিটিজ লেনদেন করতে কিংবা উক্ত প্রকার লেনদেনে কোনভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না।" উল্লেখ্য যে, দপ্তরাদেশটি জনাব আনোয়ারুল কবির ভূঁইয়ার স্বাক্ষরেই ইস্যু করা হয়েছিল।

জনাব আনোয়ারুল কবির ভূইয়ার স্ত্রী রুখসানা আখতার উল্লেখিত চারটি ব্রোকার হাউজের প্রতিটিতে অনেকগুলি কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন করেছেন। কোম্পানী-ওয়ারিভাবে লেনদেনের তথ্য ছক সংযুক্ত হলো ঃ

ছক-৮.১

এসইসি'র ইডি জনাব আনোয়ারুল কবির ভূইয়ার স্ত্রী-রুখসানা আখ্তার- এর শেয়ার লেন-দেন এর চিত্র সময়কাল ঃ জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১০

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ **BO ID 1204290020296278**

কোম্পানীর নাম	ক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকায়)
তিতাস গ্যাস	১৩১.৮২	১৩২.১০
সামিট পাওয়ার	৭১.১৪	৭২.৩১
লংকা-বাংলা ফিনান্স	১৫২.৪৬	১৫৮.৮২
আফতাব অটো	১০০.২০	১০৭.৮৪
অন্যান্য	৫০০.০০ (প্রায়)	৫৪০.০০ (প্রায়)

লংকা-বাংলা সিকিউরিটজ লিঃ **BO ID 1201830004804543**

কোম্পানীর নাম	ক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকায়)
লংকা-বাংলা ফিনান্স	৩০০.৩৮	৩১২.৯৮
সামিট পাওয়ার	১৪৯.২৪	২০.৬৯
তিতাস গ্যাস	৪৯.২৪	৪৫.৫৪
অন্যান্য	১১৫.০০ (প্রায়)	১২.০০ (প্রায়)

বিএলআই সিকিউরিটিজ লিঃ **BO ID 1201500004804543**

কোম্পানীর নাম	ক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকায়)
বেক্সফার্মা	৪.২৭	৪.৯৮

এনবিএল সিকিউরিটজ লিঃ **BO ID 1203980023518770**

কোম্পানীর নাম	ক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকায়)
বেক্সটেক্স	৯৩.৪২	৯৩.৬১
যমুনা অয়েল	২২৭.১৩	২১৫.০০ (প্রায়)
লংকা-বাংলা	১৬.০০	৭.৮৮
অন্যান্য	১৭০.০০	১৮০.০০ (প্রায়)

স্ত্রীর নামে চারটি বিও একাউন্ট পরিচালনা করা সরাসরি এইইসি-র দপ্তরাদেশের লংঙ্ঘন। তাছাড়া, এ সমস্ত বিও একাউন্টগুলিতে বৃহদাংকের লেনদেন হয়েছে। ব্যাপারটি সম্বন্ধে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত করতে পারে।

৮.২ **দুর্নীতি চিত্র-২ঃ** বর্তমান কেসে দায়ী ব্যক্তি হলেন জনাব কফিলউদ্দিন আহমদ চৌধুরী। তিনি ঘটনার সময়ে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ছিলেন। ২২/৩/১১ তারিখে মহাব্যবস্থাপক (General Manager) হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে (HBFC)- তে যোগদান করেছেন। তিনি শেয়ার লেনদেন করেছেন তাঁর স্ত্রী ফারজানা আকতার এবং স্ত্রীর ভাই মনসুর বিল্লাহ-এর হিসাবের মাধ্যমে। IDLC ফিনান্স লিঃ এর অমনিবাস একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন সংঘটিত হয়েছে। দু'জনেই IFIC ব্যাংকে একাউন্ট খুলেছেন। ফারজানা আকতার ও কফিলউদ্দিন চৌধুরীর যৌথ হিসাব নং- 1001-280669-111 (IFIC মতিঝিল) এবং মনসুর বিল্লাহের একাউন্ট নম্বর 1001-113239-001 (IFIC মতিঝিল)।

মনসুর বিল্লাহ ২২/৩/২০১০ তারিখে শেয়ার একাউন্ট থেকে ২০৫৬৬৯৯ নং চেক মারফত IFIC ব্যাংক হিসাবে ৭২,০০,০০০ টাকা জমা করেন এবং ঐ টাকা ২৪/৩/২০১০ তারিখে উত্তোলন করে দু'টি FDR করেন NCC ব্যাংক মতিঝিল শাখায় - (১) কফিলউদ্দিন আহমদ চৌধুরীর নামে ৩৬,০০,০০০ টাকা (FDR No.0002-0330033082) এবং (২) ফারজানা আকতারের নামে ৩৬,০০,০০০ টাকা (FDR No.0002-0330033073)। অর্থাৎ মনসুর বিল্লাহের নামে 'ডামি একাউন্ট' এবং প্রকৃত সুবিধাভোগী কফিলউদ্দিন চৌধুরী ও তার স্ত্রী ফারজানা আকতার।

একইভাবে ২৪/২/২০১০ তারিখে মনসুর বিল্লাহ চেক নং ২০৫৬০৯৩ এবং ২০৫৬০৮৭ মাধ্যমে ৭০,০০,০০০ টাকা জমা করেন এবং ২৫/২/২০১০ তারিখে একই একাউন্ট থেকে ৮০,০০,০০০ টাকা উত্তোলন পূর্বক IFIC ব্যাংক মতিঝিল শাখায় ফারজানা আকতারের নামে চল্লিশ লক্ষ করে মোট ৮০,০০,০০০ টাকার ২টি FDR করে দেন (FDR No.1057367 এবং 1057368)।

একই প্রক্রিয়ায় ২০১০ সালের মার্চ মাসে IDLC Finance Ltd. ফারজানা আকতারের ইনভেষ্টর্স একাউন্টের টাকা হাতবদল হয়ে তার স্বামী কফিলউদ্দিন আহমদ চৌধুরীর যমুনা ও এক্সিম ব্যাংকে তিনটি ফিক্সড ডিপজিটে মোট ১ কোটি টাকা জমা করা হয় এবং ফারজানা আকতারের নামে NCC ব্যাংক মতিঝিল শাখায় দুটি FDR এ ৬০ লক্ষ টাকা জমা হয় (এক্সিম ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা ৩টি FDR No.0004-24100020641, 000424100020664 এবং 000424100020670; যমুনা ব্যাংক ধানমন্ডি শাখা FDR No.0011-0330036328 কফিলউদ্দিন আহমদ চৌধুরীর নামে। ফারজানা আকতারের নামে NCC Bank, Motijheel শাখায় দু'টি FDR No. 0002-033003282 এবং 0002-0330032841)

এভাবে মাত্র দু'মাসের মধ্যে কফিলউদ্দিন চৌধুরী ও তার স্ত্রীর নামে FDR হয়েছে ৩ কোটি টাকা। এবং হিসাবে আরো জমা রয়েছে ১৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ দু'মাসে তার অর্জন ৩ কোটি টাকার বেশী। নিরীক্ষা ছকটি (দু'পৃষ্ঠা) এইসাথে সংযোজন করা হলো (ছক ৮.২)। আরো অনেক টাকা ব্যাংক হয়ে পুনরায় সিকিউরিটিজ কোম্পানীতে ঢুকেছে।

Statement of Deposit & Withdrawal of Fund (Layer-Final)

Name of the Broker:- IDLC Finance Ltd.
Name of the Investor:- Monsur Billah
Name of the Bank:- IFIC Bank, Motijheel Branch
Account Number:-1001-113239-001
Name of the Account Holder:- Monsur Billah

Name of the Investor	Date	Cheque No.	Deposited Amount (Tk.)	Withdrawal Date	Withdrawal Amount(Tk.)	Name of Payee	Remarks
Monsur Billah	22.03.2010	2056699	7,200,000.00				
				24.03.2010	3,600,000.00	Kafiluddin Ahmed Chowdhury	FDR with NCC Bank Motijheel Branch, Dhaka
				24.03.2010	3,600,000.00	Farjana Akhter	FDR with NCC Bank Motijheel Branch, Dhaka
	24.02.2010	2056093	3,500,000.00				
	24.02.2010	2056087	3,500,000.00				
				25.02.2010	4,000,000.00	Farjana Akhter	FDR with NCC Bank Motijheel Branch, Dhaka
				25.02.2010	4,000,000.00	Farjana Akhter	FDR with NCC Bank Motijheel Branch, Dhaka
	18.01.2010	2007058	3,000,000.00				
				19.01.2010	3,000,000.00	Farjana Akhter	Link with layer-02
	19.11.2009	2005822	1,400,000.00				
				24.11.2009	1,000,000.00	Mahmood Hassan	Link with layer-02
				24.11.2009	400,000.00	Farjana Akhter	Link with layer-02
	09.09.2009	1919179	4,000,000.00				
	09.09.2009	1919197	3,500,000.00				
				13.09.2009	5,050,000.00	Bangladesh Mutual Securities Ltd.	
				13.09.2009	2,300,000.00	Bangladesh Mutual Securities Ltd.	
	01.09.2009	1919027	2,000,000.00				
	01.09.2009	1919034	1,500,000.00				
	01.09.2009	1919039	1,500,000.00				
				08.09.2009	2,500,000.00	Bangladesh Mutual Securities Ltd.	
				08.09.2009	2,500,000.00	Bangladesh Mutual Securities Ltd.	

Statement of Deposit & Withdrawal of Fund (Layer-Final)

Name of the Broker:- IDLC Finance Ltd.
Name of the Investor:- Farjana Akhter
Name of the Bank:- IFIC Bank, Motijheel Branch
Account Number:-1001-280669-111
Name of the Account Holder:- Farjana Akther & Kafil Uddin A. Chowdhury

Name of the Investor	Date	Cheque No.	Deposited Amount (Tk.)	Withdrawal Date	Withdrawal Amount(Tk.)	Name of Payee	Remarks
Farjana Akhter	30.03.2010	2056902	1,000,000.00	04.04.2010	500,000.00	Prime Bank Portfolio A/c	
				04.04.2010	500,000.00	Prime Bank Portfolio A/c	
	28.03.2010	2056590	5,000,000.00				
	23.03.2010	2056677	5,000,000.00				
				24.03.2010	5,000,000.00	Kafiluddin Ahmed Chowdhury	FDR with EXIM Bank,Khatungonj Br.
				24.03.2010	2,500,000.00	Kafiluddin Ahmed Chowdhury	FDR with Jamuna Bank Dhaanmondi Br.

							Dhaka
				24.03.2010	2,500,000.00	Kafiluddin Ahmed Chowdhury	FDR with Jamuna Bank Dhanmondi Br. Dhaka
	14.03.2010	2056502	2,500,000.00				
	14.03.2010	2056507	2,500,000.00				
				15.03.2010	3,000,000.00	Farjana Akhter	FDR with NCC Bank Motijheel Br. Dhaka
				15.03.2010	3,000,000.00	Farjana Akhter	FDR with NCC Bank Motijheel Br. Dhaka
	17.12.2009	2006357	100,000.00				
	22.11.2009	2005805	1,600,000.00				
	09.09.2009	1919183	2,200,000.00				
				17.09.2009	3,500,000.00	IDLC Finance Ltd. Portfolio A/C	

২৪ মার্চ ২০১১ বিকেল ৫ টায় কমিটির সামনে বক্তব্য প্রদানের জন্য জনাব কফিলউদ্দিনকে আহবান করা হয়। তিনি হাজির হয়ে কমিটিকে বলেছেন যে, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্লেসমেন্ট ফেসভ্যালুতে নিয়ে বিক্রি করে লাভ করেছেন। তিনি কাজটি দোষণীয় মনে করেন না। তিনি বলেন, আই,সি,বি-এর প্রায় সব কর্মকর্তা-কর্মচারীই শেয়ার লেনদেন করেন। সার্ভিস রুলে কর্মকর্তাদের শেয়ার ব্যবসার অনুমতি আছে কিনা, জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন যে, তিনি জানেন না এবং তিনি সার্ভিস রুল পড়েন নাই। স্ত্রী ও শ্যালকের নামে ব্যবসা করা বৈধ মনে করেন তিনি। স্ত্রী ও শ্যালকের শেয়ার ট্রেডিং এর টাকা তাঁর নিজ নামে FDR হল কেন, এ প্রশ্নের জবাব দেন নাই। তিনি দাবি করেন আয়কর পরিশোধ করা হয়েছে।

একজন ডিজিএম (ICB) কি করে দু'মাসে এত বড় অংকের টাকা জমা করেন, তা পরীক্ষা করা যেতে পারে। কমিটির মতে, (ক) যেহেতু তিনি বর্তমানে HBFC এর মহাব্যবস্থাপক, অতএব অর্থ মন্ত্রণালয় বিভাগীয় মামলা রুজু করতে পারে। (খ) বিষয়টি দুর্নীতি দমন বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে।

৮.৩ দুর্নীতি চিত্র-৩ঃ মোঃ আব্দুস সালাম লঙ্কাবাংলা ফিনান্স লিঃ এ অমনিবাস (শ্যাডো) একাউন্টে শেয়ার ব্যবসা করেন। তিনি বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান শাখায় ০২১৬-০১-০০০০৩৩০ নং হিসাব পরিচালনা করেন।

তিনি ১৩/৪/২০১০ তারিখে চেক নং ৮৭৮৩৮০৭ এবং ৮৭৮৩০৬ মাধ্যমে ১,৩৯,৮০,০০০ টাকা জমা করেন এবং ১৫/৪/২০১০ তারিখে ঐ একাউন্ট থেকে টাকা তুলে পে-অর্ডার মারফৎ ২ কোটি টাকা GMG এয়ারলাইনস লিঃ কে প্রদান করেন। সম্ভবতঃ এই টাকা GMG কোম্পানীকে প্লেসমেন্ট বাবদ দেয়া হয়ে থাকতে পারে, যদিও GMG এখনো IPO অনুমতি পায় নাই। GMG এয়ারলাইনসের সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন, শেয়ারমূল্য নির্ধারণ, প্লেসমেন্ট, আইপিও ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ও সুশীল সমাজে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, অতএব কমিটির মতে SEC পুনর্গঠিত হবার পর বিষয়টি নিয়ে বিশদ তদন্ত হতে পারে। কেসটি পূর্নাঙ্গ তদন্তের একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিতবহ তথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। তথ্য-ছক (৮.৩) সংযোজিত হল।

ছক-৮.৩

Statement of Deposit & Withdrawal of Fund (Layer-Final)
Name of the Broker:- Lanka Bangla Finance Ltd.
Name of the Investor:- Md. Abdus Salam
Name of the Bank:- Basic Bank Ltd., Main Branch
Account Number:-0216-01-0000330
Name of the Account Holder:- Md. Abdus Salam

Name of the Investor	Date	Cheque No.	Deposited Amount (Tk.)	Withdrawal Date	Withdrawal Amount(Tk.)	Name of Payee	Remarks
Md. Abdus Salam	13.04.2010	8783807	3,980,000.00				
	13.04.2010	8783806	10,000,000.00				
				15.04.2010	20,000,232.00	Yourself for Pay order	In favour of GMG Airlines Ltd.

৮.৪ তথ্য চিত্রঃ লঙ্কাবাংলা ফিনান্স লিঃ এর মাধ্যমে ইনভেষ্টর শামিমা শরিফ ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৪,১০ ও ১৬ তারিখে এবং অক্টোবর মাসের ৫ তারিখে ট্রেড করে কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোনের একাউন্ট নং ৪৪০২০০১৩৩৩ মাধামে ১.৫২ কোটি টাকা ক্যাশ উত্তোলন করেছেন এবং SAR সিকিউরিটি ও লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিতে প্রবেশ করিয়েছেন। শামিমা শরিফের স্বামী DSE এর মেম্বার। সন্দেহজনক চিহ্নিত করা হল। SEC তদন্ত করে দেখতে পারে। ১.৫২ কোটি টাকা নগদ উত্তোলন মানি লন্ডারিং হিসাবে বিবেচিত হবে কিনা, পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠান যায় (ছক ৮.৪)।

ছক-৮.৪

Statement of Deposit & Withdrawal of Fund (Layer-Final)
Name of the Broker:- Lanka Bangla Finance Ltd.
Name of the Investor:- Shamima Sharif
Name of the Bank:- Commercial Bank of Seylon, Corporate Branch
Account Number:-8802001333
Name of the Account Holder:- Mrs. Shamima Sharif

Name of the Investor	Date	Cheque No.	Deposited Amount (Tk.)	Withdrawal Date	Withdrawal Amount(Tk.)	Name of Payee	Remarks
Mrs. Shamima Sharif	5/10/2010	9188259	7,000,000.00				
				07/10/2010	3,825,000.00	SAR Securities Ltd.	
				10/10/2010	250,000.00		
				27/10/2010	3,110,000.00		
	04/02/2010	8578391	3,300,000.00				
				04/02/2010	810,000.00	Cash	
	10/02/2010	8604090	1,100,000.00				
				11/02/2010	2,250,000.00	SAR Securities Ltd.	
	16/02/2010	8629720	5,500,000.00				
				18/02/2010	2,800,000.00	SAR Securities Ltd.	
				22/02/2010	725,000.00	Cash	
				28/02/2010	1,500,000.00	SAR Securities Ltd.	

৮.৫ **আর,ওয়াই, শমসের ঃ** এবি ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী কোম্পানী এবি ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী (CEO) জনাব আর,ওয়াই, শমসের নিজ নামে ১১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার প্লেসমেন্ট শেয়ার গ্রহন করেছেন, যদিও প্রধান নির্বাহী হিসাবে কাজটি অনৈতিক এবং স্বার্থ-সংঘাতমূলক (conflict of interest) । নিজ নামে প্লেসমেন্ট নিয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে লাভবান হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। নিচের ছকে কোন্ ফান্ডের কত টাকা প্লেসমেন্ট নিয়েছেন তা প্রদর্শিত হল ঃ

জনাব আর, ওয়াই, শমসের এর প্রাপ্ত প্লেসমেন্ট শেয়ারের তালিকা

কোম্পানীর নাম	পরিমান (লক্ষ)	মূল্য (লক্ষ টাকায়)
ওরিয়ন ফার্মা	১০	১০০০
মালেক স্পিনিং	২	৫০
বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস	৪	৪০
ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ	০.৪০	৪০
ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২.৫	২৫
জনতা ব্যাংক ফার্ষ্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২	২০
প্রাইম ব্যাংক ফার্ষ্ট আইসিটি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	১.৪	১৪
স্যালভো কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি লিঃ	১	১০
	মোট টাকা	১১৯৯ লক্ষ

৮.৬ **শেয়ারের মূল্য বিভাজনের কারসাজিঃ** শেয়ার মূল্য বিভাজনের কারণে কোন কোন ট্রেডার নিজেদের মধ্যে bulk transaction-এর মাধ্যমে অতি সহজে artificial active trading environment সৃষ্টি করে। যার ফলে শেয়ারের বাজার মূল্য বেড়ে যায় এবং সেই সুযোগে কারসাজির হোতারা শেয়ার বিক্রি করে বেরিয়ে আসে। এরকম কিছু নমূনা তদন্ত কমিটির কাছে এসেছে, যা নিম্নের সারণীতে দেয়া হ'ল।

বিনিয়োগকারীর / ট্রেডারের নামে	ব্রোকারের নাম	ইস্যু কোম্পানীর নাম এবং ট্রেডিং এর পরিমান	ট্রেডিং সময়
১. সৈয়দ সিরাজউদ্দৌলা এবং সহযোগীরা* - রাশেদা আক্তার মায়া(সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী) - হাবিবুর রহমান (সিরাজউদ্দৌলা একাউন্ট introducer)	PFI Securities PFI Securities PFI Securities	Peoples Leasing and Financial Services Buy -304,200 Sell- 373,700 Total Trade Tk.6.03 crore.	15-09-10 To 04-11-10
২. ইয়াকুব আলী খোন্দকার এবং সহযোগীরা** - সারাহ খন্দকার (ইয়াকুব এর কন্যা) - ইয়াসিন খন্দকার (ইয়াকুব এর ভাই)	প্রাইম ব্যাংক লিঃ প্রাইম ব্যাংক লিঃ প্রাইম ব্যাংক লিঃ	Peoples Leasing and Financial Services Buy -970,000 Sell- 1,334,700 Total Trade Tk.2.93 crore.	06-09-10 To 24-10-10
৩. আনোয়ার খান মর্ডান হসপিটল - মর্ডান ফার্মা ইন্ডাষ্ট্রিজ - হাজী শাখাওয়াত আনোয়ার চক্ষু হাসপাতাল- (তিনটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জনাব আনোয়ার হোসেন খান)	প্রাইম ফাইনান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ প্রাইম ফাইনান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	Peoples Leasing and Financial Services Buy -5,55,100 Sell- 371,900 Total Trade Tk.3.2 crore.	02-09-10 To 24-10-10

নোটঃ * সিরাজউদ্দৌলা এবং সহযোগীরা আফতাব অটোমোবাইলস্ লিঃ শেয়ার ও bulk buying এবং selling- এর মাধ্যমে দামকে প্রভাবিত করেছে।

** ইয়াকুব এবং সিরাজউদ্দৌলা যৌথভাবে Dream Holdings Ltd- এর মালিক।

সূত্রঃ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ তথ্য ভান্ডার

উপরোক্ত কার্যক্রমগুলি The Securities and Exchange Ordinance, 1969- এর 17(e) ধারার (Prohibition of fraudulent acts, etc.) বরখেলাপ। তাদের বিরুদ্ধে আইনগতঃ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৮.৭ <u>ইষ্টার্ন হাউজিং লিমিটেড এর শেয়ারের সিরিয়াল ট্রেডিং ঃ</u> অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে ০১.০১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১০ সময়কালে দু'জন বিনিয়োগকারী "সিরিয়াল ট্রেডিং" এর মাধ্যমে ইষ্টার্ন হাউজিং লিমিটেড (ইএইচএল) এর শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে মুনাফা করেছে - যা ১৯৬৯ সালের অর্ডিন্যান্সের ধারা ১৭(ই)(ii) এবং (v) এর সুস্পষ্ট লংঘন। এই লেনদেনের ক্রম স্পষ্ট হবে টেবিল- " ছক-৮.৭" তে বিধৃত তথ্য পর্যালোচনা করলে। টেবিলে ২৭.০৭.২০১০ থেকে ১৯.০৮.২০১০ পর্যন্ত আবু সাদাত মোঃ সায়েম এবং আব্দুল মোবিন মোল্লাহ (প্রথমোক্ত ব্যক্তির ভাই) এর নিজ নিজ এবং যুগ্ম বিও একাউন্টে নেলদেনের চিত্র দেখা যাচ্ছে। এ সময়ে ৮টি ভিন্ন বিও একাউন্টে প্রতিদিন একাধিক ট্রেডের মাধ্যমে বাজারে এই শেয়ারে সম্পন্ন লেনদেনের প্রায় ২৫ শতাংশ এরাই সম্পন্ন করে শেয়ারে উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এ সময়কালে ইএইচএল এর শেয়ারমূল্য গড়ে স্বল্পাধিক ৭৫০ টাকা থেকে প্রায় ১৩৪১-১৩৪৫ টাকায় উন্নীত হয়। এই একাউন্টগুলোর মাধ্যমে গড় মূল্যের মোট ৫,৮৬,৯২০ টি শেয়ার ৪৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়, এবং ২,৫৫,২৪০ টি শেয়ার ২৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়। এতে ১৬ দিনের সময়কালে প্রায় ৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়।

৮.৮ <u>মূল্য কারসাজির তথ্য ঃ গোলাম মোস্তফাঃ</u> পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত পুঁজিবাজারে মূল্য উল্লম্ফনের সময় যে সমস্ত ট্রেডার মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম জনাব গোলাম মোস্তফা (অনুচ্ছেদ-৫)। কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে, তিনি মূল্য উল্লম্ফনে অবদান রেখেছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

(ক) ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং তারিখে তিনি "অলিম্পিক" শেয়ার ক্রয় করার জন্য মোট ১৩ টি Buy Order দিয়েছিলেন, এবং রহস্যজনকভাবে প্রত্যেকটি Buy Order-ই প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে বাই অর্ডার বাজারে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে অলিম্পিকের দাম বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অলিম্পিকের মূল্য ২৭.১২.০৯ তারিখে ১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮০ টাকায় উপনীত হয়।

(খ) গত ২৬ শে জানুয়ারী ২০১০ ইং তারিখে জনাব মোস্তফা এবং নাসিমা আক্তার (মোস্তফার স্ত্রী) "UNIONCAP" -এর ৭৫২,০০০ এবং ৮০০০ শেয়ার ক্রয় করেছিলেন যথাক্রমে PFI Security এবং Wifang Security-র মাধ্যমে। একই সময়ে জনাব মোস্তফা উপরোক্ত ২টি ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে তাঁর অন্য একটি একাউন্টে "UNIONCAP " এর মোট ৬১৮,৫০০ টি শেয়ার বিক্রয় করেছেন। একইদিনে জনাব মোস্তফা Wifang Security-র মাধ্যমে "NAVANA CNG"- এর ৩০২,৭০০ টি শেয়ার ক্রয় করেন এবং তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌথ একাউন্টের নামে PFI Security-র মাধ্যমে "NAVANA CNG"- র ৪০২,০০০ টি শেয়ার বিক্রয় করেন।

হক-৮.৭

Date	Abu Sadat Md.Sayem(N00035) Buy	Avg Rate	Sell	Avg Rate	Abu Sadat Md.Sayem(200035) Buy	Avg Rate	Sell	Avg Rate	Abdul Mobin Mollah(00014) Buy	Avg Rate	Sell	Avg Rate
	Client of IDFC Capital Ltd.				Client of IDFC Finance Ltd.				Client of IDFC Capital Ltd. Brother of Adu Sadat Md. sayem			
27-07-2010												
29-07-2010												
01-08-2010	52,000	783.61			80,300	792.47			128,220	808.03		
2/8/2011												
03-08-2010	21,280	839.07										
04-08-2010											10,000	862.08
05-08-2010									6,240	932.75	45,460	892.90
08-08-2010									23,020	942.24	24,140	948.97
09-08-2010									15,060	930.72	220	909.09
10-08-2010			20,440	905.21					22,520	901.88		
11-08-2010									15,040	952.73	2,380	979.85
12-08-2010									6,200	998.92		
16-08-2010	16,280	1,000.50									2,120	1,072.23
17-08-2010												
18-08-2010			2,340	1,345.00							57,080	1,341.93
19-08-2011												
Total	89,560		22,780		80,300				216,300		141,400	
Total Buy/Sell		58,603,129.60		21649792.4		63635341				185664875.4		153522704.6
Avr.		654.344904		950.39		792.47				858.37		1,085.73
Gain				6,743,815.49								32,149,549.81

Date	Abu Sadat Md.Sayem(M526) Buy	Avg Rate	Sell	Avg Rate	Abu Sadat Md.Sayem & Abdul Mobin Mollah(00014) Buy	Avg Rate	Sell	Avg Rate	Abdul Mobin Mollah(OM380) Buy	Avg Rate	Sell	Avg Rate
	Client of Salta Capital Ltd.				Client of Salta Capital Ltd.				Client of Salta Capital Ltd. Brother of Adu Sadat Md. sayem			
27-07-2010	14,500	728.76										
29-07-2010									22,000	750.86		
01-08-2010			14,500	789.99	2,760	825.08						
2/8/2011												
03-08-2010					120	841.33					22,000	842.03
04-08-2010	13,200	872.60			10,020	864.93	1,480	849.62	1,080	862.20		
05-08-2010					240	937.41			7,720	915.16	20	899.00
08-08-2010					180	960.55						
09-08-2010					20	969.75	11,860	923.66	20,300	900.00	1,000	925.66
10-08-2010											540	907.79
11-08-2010					11,280	950.96					8,180	942.62
12-08-2010			10,920	986.34	20	1,020.00			900	980.00	19,360	999.78
16-08-2010	10,500	1,037.46							18,800	1,006.18		
17-08-2010					500	1,119.79	500	1,170.00				
18-08-2010												
19-08-2011									700	1,284.28	700	1,340.00
Total	38,200		25,420		25,140		13,840		71,500		51,800	
Total Buy/Sell		32978670		22225687.8		22769175.2		12797045.2		63482311.2		47962879
Avr.		863.32		874.34		905.70		924.64		887.86		925.92
Gain				280,195.88				162,224.80				1,971,498.30

Date	Abu Sadat Md.Sayem(1858) Buy	Avg Rate	Sell	Avg Rate	Abu Sadat Md Sayem & Abdul Mobin Mollah(670) Buy	Avg Rate	Sell	Avg Rate	Total Trade by Mr. Sayem & His Associates	Total Trade	Percentage of Total Trade
	Client of IDLC Finance Ltd.				Client of IDLC Finance Ltd.						
27-07-2010									14,500	97,700	14.84
29-07-2010									22,000	95040	23.15
01-08-2010									277,780	418990	66.30
2/8/2011	120	820.00							120	204590	0.06
03-08-2010	37,500	826.86			28,300	832.32			109,200	255970	42.66
04-08-2010									35,780	218089	16.41
05-08-2010									59,680	276980	21.55
08-08-2010									47,340	200470	23.61
09-08-2010									48,460	162880	29.75
10-08-2010									43,500	173126	25.13
11-08-2010									36,880	192529	19.16
12-08-2010									37,400	142240	26.29
16-08-2010									47,700	211545	22.55
17-08-2010									1,000	318926	0.31
18-08-2010									59,420	211202	28.13
19-08-2011									1,400	257,340	0.54
Total	37,620				28,300				842,160	3,437,617	24.50
Total Buy/Sell		31105615				23554656					
Avr.		826.84									
Gain											

	Amount (crore Tk)	Share Qty
Total Buy	46.1794	586,920
Total Sell	25.8158	255,240
Total Gain between 07.07.10 to 19.08.11	4.1407	

নি.বা.

(গ) জনাব মোস্তফা কোন কোন সময় "most favourable price" - এ buy or sell order place না করে মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক এমন মূল্যে order place করে। যেমন ঃ ১৭ই নভেম্বর, ২০০৯ ইং তারিখে ২৫০০ "Premier Lease" ক্রয় করার জন্য ৫২৫/- টাকায় buy order দিয়েছিলেন। যদিও সেদিন lowest sell offer ছিল ৫২০ টাকা।

(ঘ) জনাব গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন ষ্টক ব্রোকার এবং মার্চেন্ট ব্যাংক- এ মোট ৬টি একাউন্ট পরিচালনা করছেন, যা নিম্নরূপ ঃ

Client Code	Broker House
MOI	Saad Securities
3863	Saad Securities
666	Al-Arafah Islami Bank
1301	Al-Arafah Islami Bank
P1348	Wifang Securities PFI Securities
P1301	Wifang Securities PFI Securities

বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

৮.৯ **ষ্টক স্প্লিট বা মূল্য বিভাজনের প্রভাব ঃ** ষ্টক স্প্লিট বা শেয়ার বিভাজনের মাধ্যমে শেয়ারের অভিহিত মূল্যকে খন্ডিত করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বা ছোট denomination - এ রূপান্তরিত করা হয়। শেয়ার বিভাজনের ফলে কোম্পানীর আয় বা সম্পদের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। তাই, বিভাজনের কারনে অভিহিত মূল্য সমন্বয় সাধন ছাড়া শেয়ারের বাজার মূল্যের উপর অন্য কোন প্রভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু তদন্তে বের হয়েছে যে, শেয়ার বিভাজনের কারনে ২০০৯-২০১০ সালে পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্য ও তারল্যের উপর অপ্রত্যাশিত প্রভাব পড়েছে । বিনিয়োগকারী, বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাকে পুঁজি করে বিভাজিত শেয়ার ক্রয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে শেয়ারের বাজার মূল্যের উপর অতিমাত্রায় প্রভাব ফেলা হয়েছে। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে মোট ৬২টি তালিকাভুক্ত কোম্পানী শেয়ার বিভাজন করেছে। কোম্পানীগুলো শেয়ার বিভাজন শুরু করে জুলাই, ২০০৯ থেকে। জুলাই ৯, ২০০৯ তারিখে প্রথম শেয়ার বিভাজন ঘোষনা প্রদান করে প্রাইম ফাইনান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ। জুলাই ০২, ২০০৯ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ৫, ২০১০ সময়কালে পুঁজিবাজারের সার্বিক market capitalization কি পরিবর্তন হয়েছে, বিভাজন ঘোষনাকারী কোম্পানীগুলোর এবং বিভাজন প্রক্রিয়ায় অংশ না নেয়া কোম্পানীগুলোর market capitalization – তুলনামূলক পরিবর্তন কেমন ছিল, তা পরের ছকে দেখান হল ঃ

অবিভাজিত ও শেয়ার বিভাজনকারী কোম্পানীসমূহের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিবর্তন

	০২-০৭-০৯ (কোটি টাকায়)	০৫-১২-১০ (কোটি টাকায়)	পরিবর্তন		সার্বিক প্রভাব (%)
			পরম (Absolute)	শতকরা	
শেয়ার বিভাজিত কোম্পানী (৬২টি)	৩০,০০৬	২,২৬,৫৭৩	১,৯৬,৫৬৭	৬৫৫	৮১.৫
শেয়ার অবিভাজিত কোম্পানীসমূহ	৯৬,৮৭৯	১,৪১,৪৯৮	৪৪,৬১৯	৪৬	১৮.৫
সকল কোম্পানী	১,২৬,৮৮৫	৩,৬৮,০৭১	২,৪১,১৮৬	১৯০	১০০

সূত্রঃ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ তথ্যভান্ডার।

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (MC) এর উর্দ্ধগতি শুধুমাত্র শেয়ার বিভজন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু উপরের সারনী থেকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শেয়ার বিভাজিত কোম্পানীসমূহের MC বেড়েছে ৬৫৫% আর অন্যদিকে শেয়ার অবিভাজিত কোম্পানীসমূহের MC বেড়েছে মাত্র ৪৬%। জুলাই ০২, ২০০৯ তারিখে অবিভাজিত কোম্পনীসমূহের MC ছিল বিভাজিত কোম্পানীসমূহের ৩ গুনেরও বেশী। অথচ ডিসেম্বর ০৫, ২০১০ এ বিভাজিত কোম্পাণীসমূহের MC অভিবাজিত কোম্পানীর MC এর প্রায় দ্বিগুন হয়ে যায়। জুলাই, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত MC এর বৃদ্ধির পিছনে শেয়ার বিভাজিত কোম্পানীসমূহের অবদান ৮১.৫% । এখানে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, শেয়ারের বিভাজনকারী কোম্পানীসমূহের মধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। মোট ৬২টি শেয়ার বিভাজিত কোম্পানীর মধ্যে ২৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ শতাংশই শেয়ার বিভাজন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। তাছাড়া, ২১টি ইন্সুরেন্স কোম্পানী ও ৭টি টেক্সটাইল কোম্পানী ও শেয়ার বিভাজন করেছিল। কিন্তু ঔষধ ও রাসায়নিক সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত কোন কোম্পানী শেয়ার বিভাজন করেনি। জুন, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত উপরোল্লিখিত খাতসমূহের MC এর বৃদ্ধির হার নিম্নের সারনীতে দেখানো হ'ল।

<u>খাত ওয়ারী মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বৃদ্ধির হার</u>
(জুন, ২০০৯- ডিসেম্বর, ২০১০)

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	MC বৃদ্ধির হার (%)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৬০
ঔষধ ও রাসায়নিক	৭৮
ইন্সুরেন্স কোম্পানী	২২৯
টেক্সটাইল কোম্পানী	২৮৯

সুত্রঃ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ তথ্যভান্ডার।

খাতওয়ারী চিত্র ও সার্বিক চিত্রের মতই। ঔষধ ও রাসায়নিক খাতের কোন কোম্পানী শেয়ার বিভাজন করেনি, তাই ঐ খাতের MC বৃদ্ধিও সর্বনিম্ন। তবে টেক্সটাইল খাতের MC -এর বৃদ্ধি অন্যান্য খাত থেকে বেশী। শেয়ার বিভাজনের কারনে পুঁজি বাজারে শেয়ার মূল্যের উপর যে সার্কিট ব্রেকার আরোপ করা হয়। এর কার্যকারিতা বেশ খনিকটা ব্যাহত হয়। শেয়ার মূল্যের স্তর (slab) যত বড় হবে, শেয়ার মূল্যেও হ্রাসবৃদ্ধি সংযমিত করার জন্য আরোপিত সার্কিট ব্রেকার এর হারও তত কম হবে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, শেয়ার মূল্য ২০০ টাকা পর্যন্ত সার্কিট ব্রেকার ২০% আর অন্যদিকে শেয়ারের বাজার দর ৫০০০ টাকার উর্ধ্বে হলে সার্কিট ব্রেকার ৭.৫%। শেয়ার বিভাজনের কারনে উচ্চতর সার্কিট ব্রেকার প্রযোজ্য হয় বিধায়, বিভাজিত শেয়ারগুলো বাজার মূল্য বা মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এসইসি'র ভূমিকাও অত্যন্ত দোদুল্যমান অর্থাৎ দৃঢ় ছিল না। এসইসি মার্চ ০১, ২০১০ তারিখে সার্কুলারের মাধ্যমে একটি uniform অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা ধার্য করলো, সেটা আবার মে ১০, ২০১০ এর সার্কুলারের মাধ্যমে পরিবর্তন করলো ১০ টাকায়। ১০ই মে, ২০১০ এর সার্কুলার এর কার্যকারিতা সাসপেন্ড রাখলো ফেব্রুয়ারী ০২, ২০১১ সার্কুলারের মাধ্যমে। এসইসি ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বাজার নিয়ন্ত্রনকারীদের দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং ঐ সুযোগ ব্যবহার করে বাজার কারসাজীর হোতারা।

List of Stock Split Companies and their Market Capitalization			
Sl. No.	Name of the Company	Market Capitalisation as on 02.07.2009(Tk. in million)	Market Capitalisation as on 05.12.2010 (Tk. in million)
1	NBL	17093.45	77256.41906
2	Pubali Bank	16979.24	57735.132
3	UCBL	9544.65	765099.524
4	Uttara Bank	20777.12	43391.15434
5	ICB Islamic Bank Ltd	7946.52	13958.7483
6	Eastern Bank	11583.39	39460.16201
7	Uttara Finance	2475.00	21859.2
8	Al-Arafah Islami Bank	6687.61	32413.54596
9	Prime Bank	15747.27	57186.03429
10	Southeast Bank	10584.51	45708.89244
11	Dhaka Bank	7324.53	21250.18642
12	NCCBL	7511.61	37404.66294
13	Social Islami Bank	6762.96	16044.57058
14	MIDAS Financing Ltd.	1560.80	12483.34189
15	Standard Bank	6953.95	22424.51598
16	Export Import (Exim) Bank	12498.38	42838.32531
17	People's Leasing	2023.89	33180.04845
18	Prime Finance & Invest.	10172.48	43690.10246
19	Jamuna Bank	5100.82	17602.8311
20	Shahjalal Islami Bank	7583.21	309117.0349
21	Premier Bank Ltd.	6889.42	20200.74418
22	Bangladesh Finance & Investment Co.	2039.68	12199.5232
23	Phoenix Insurance	1059.30	4151.263249
24	First Security Islami Bank Ltd.	4347.00	12963.72
25	Aftab Automobiles	2768.41	24360.48259
26	National Tubes	2438.57	2398.64625
27	Chittagong Vegetable	59.25	3853.8
28	Summit Power Ltd.	30367.85	44320.01546
29	Saiham Textile	212.81	54981.25
30	Mithun Knitting	128.75	1158.75
31	Sonargaon Textiles	273.05	1756.832
32	Prime Textile	858.55	3749.33
33	CMC Kamal	168.56	4648.644
34	Safka Spinnings	121.60	1222.8
35	R.N. Spinning	-	13839.2001
36	Delta Brac Housing Fin. Corp. Ltd.	5607.23	13637.06297
37	Summit Alliance Port Limited	17914.32	19106.26016
38	Confidence Cement	997.50	10645.206
39	Meghna Cement	1297.71	9222.91396
40	Niloy Cement	230.00	0
41	BGIC	1207.82	4162.303524
42	Green Delta Insurance	2853.09	15362.0712
43	Peoples Insurance	1558.50	5256.9
44	Eastland Insurance	1570.90	5151.997744
45	Karnaphuli Insurance	938.04	3381.228459
46	Rupali Insurance	908.11	3278.050142
47	National Life Insurance	4289.56	17700.02707
48	Federal Insurance	384.77	3022.597956
49	Reliance Insurance	1911.78	5834.556
50	Purabi Gen. Insurance	241.65	2044.053
51	Pragati Insurance	4393.75	7155.2531
52	Sandhani Life Insurance	1640.28	59799.68076
53	Prime Insurance	450.45	3678.644933

54	Global Insurance Co. Ltd.	405.00	2147.59875
55	Popular Life Insurance	2594.93	109891.8293
56	Fareast Islami Life	4267.15	12551.38038
57	Meghna Life Insurance	2208.05	7515.785216
58	Prime Islami Life Insurance	1794.83	6892.938
59	City General Insurance Co. Ltd.	598.95	2962.08
60	Takaful Islami Insurance Ltd.	516.38	2429.23125
61	Asia Insurance Co. Ltd.	635.63	4029.3
62	United Airways	-	15666
	Total	**300,060.51**	**2,265,734.38**

সূত্রঃ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ।

৮.১০ **রাইট শেয়ার ইস্যু ঃ** যে সকল কোম্পানীর বোনাস দেয়ার মত লভ্যাংশ নেই কিন্তু আইনী প্রয়োজনে মূলধন বাড়াতে হবে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন, সে সমস্ত কোম্পানী existing শেয়ারহোল্ডারদের রাইট অফার / রাইট শেয়ার ইস্যু করে থাকে। রাইট অফার সাধারণতঃ 2R:10 - এভাবে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ কারো কাছে ১০ টা শেয়ার থাকলে তিনি দুইটি শেয়ারের রাইট পাওয়ার অধিকারী হবেন। ২০০৯ সালে মোট ৬টি কোম্পানী রাইট ইস্যুর মাধ্যমে ১৪৫ কোটি টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করেছে। ২০১০ সালে মোট ২২টি কোম্পানী ২৪৭২ কোটি টাকার রাইট অফার করেছে। প্রায় ৭০ ভাগ কোম্পানী প্রিমিয়ামে রাইট ইস্যু করেছিল, তার মধ্যে কনফিডেন্স সিমেন্ট লিঃ ৬০০%; বে লিজিং ২৫০%; প্রাইম ব্যাংক এবং ইষ্টার্ন ইন্সুরেন্স ২০০%; এবং দি সিটি ব্যাংক, ফিনিক্স ফাইনান্স এবং এশিয়া ইন্সুরেন্স ১০০% প্রিমিয়াম-এ রাইট ইস্যু করেছিল।

রাইট শেয়ার ইস্যু করার ফলে কোম্পানীর শেয়ার প্রতি আয় (earnings per share) কমে যাবে, কারণ শেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তখন শেয়ারের দাম কমার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ঘট্ছে উল্টো ঘটনা। এখানে রাইট ইস্যু ঘোষণার পর থেকেই শেয়ার মূল্য বাড়তে থাকে। বাজার কারসাজির হোতারা কিভাবে এ অপকর্মটি করে থাকে, তা নিম্নের ২টি ঘটনা থেকে ধারণা করা যাবে।

১. এশিয়া ইন্সুরেন্স লিঃ

তারিখ	ঘটনা	Closing Price
১১.০৪.১০	রাইট ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (অভিহিত মূল্য- ১০০ টাকা)	টাকা ৮৪১.৭৫
১৭.০৬.১০	EGM অনুষ্ঠিত হবে	-
১৪.০৯.১০	-	টাকা ১০১৬.০০
১৫.০৯.১০	SEC রাইট অফার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে, কারণ একজন পরিচালক (ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন) ঋণখেলাপী	টাকা ৯৫০.২৫
১৩.১২.১০	এসইসি রাইট অফার ইস্যু অনুমোদন করে (অভিহিত মূল্য - ১০ টাকা)	টাকা ২৩১.৬ (শেয়ার বিভাজনের পর)
১১.০৪.১০ থেকে ১৩.১২.১০ পর্যন্ত সময়ে এশিয়া ইন্সুরেন্স লিঃ এর শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭৫%।		

সূত্রঃ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ তথ্য ভান্ডার।

২. বাংলাদেশ ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড্স লিমিটেড

তারিখ	ঘটনা	Closing Price
০৫.০৭.১০	রাইট ইস্যুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	টাকা ১০৯.১
০৫.০৮.১০	EGM অনুষ্ঠিত হবে	
০৮.১১.১০	SEC রাইট অফার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে, কারণ একজন পরিচালক (দিনা হক) ঋণখেলাপী	-
০৯.১১.১০	কোম্পানী এসইসি-র সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করে। যদিও কোম্পানী মনে করে খেলাপী ঋণটি কোম্পানী বা ব্যক্তিগতভাবে concerned পরিচালক সম্পর্কিত নয়।	-
২৪.০১.১১	এসইসি রাইট অফার ইস্যু অনুমোদন করে	- টাকা ২৬৬.০
০৫.০৭.১০ থেকে ২৪.০১.১১ পর্যন্ত সময়ে বিডি ইলেকট্রোড্স লিমিটেড এর শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪৪%।		

সূত্রঃ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ তথ্য ভান্ডার।

উপরোক্ত ২টি কেসেই দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী EGM-এ রাইট ইস্যু সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করার অনেক আগেই সংবাদটি online- এ প্রচার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এর একটা প্রভাব শেয়ারের মূল্যের উপর ছিল। এসইসি কর্তৃক রাইট ইস্যু অনুমোদনের পূর্বশর্ত CIB ক্লিয়ারেন্স (অর্থাৎ কোন পরিচালক ঋণ খেলাপী নন)। এটা কি কোম্পানী জানত না ? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোম্পানী তা জেনেশুনেই করেছে। কারণ কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল রাইট ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়টি বাজারে প্রচার করে শেয়ারের দাম বাড়ানো, এসইসি থেকে রাইট-ইস্যুর অনুমোদন নেয়া কোম্পানীর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। অন্যদিকে এসইসি'র ভূমিকাও রহস্যজনক। সিদ্ধান্ত নিতে এসইসি কেন এত সময় নিল ? রাইট-ইস্যু প্রস্তাব গ্রহন বা প্রত্যাখান করার জন্য ৪/৫ মাস সময় লাগ্‌বে কেন ? এসইসি'র সময়ক্ষেপন কোম্পানী ২টির শেয়ারের দাম বাড়ানোর জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী। সেজন্য আমাদের প্রস্তাব ঃ রাইট-ইস্যু সংক্রান্ত বিধিমালায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। EGM- এর অনুমোদন নিয়ে কোম্পানী রাইট-ইস্যু প্রস্তাব এসইসি'র নিকট পেশ করবে। এসইসি এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাবে। এসইসি'র সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত কোম্পানী রাইট-ইস্যু সংক্রান্ত সংবাদ online-এ দিতে পারবে না বা অন্য কোনভাবে প্রচার করতে পারবে না।

২০০৯ ও ২০১০ দু'বছরে ২৮টি কোম্পানী রাইট ইস্যু করেছে। পরবর্তী সারণীতে কোম্পানী-ওয়ারী রাইট ইস্যু, প্রিমিয়ামের পরিমান, ইস্যু প্রাইস উল্লেখ করা হলো ঃ

Right Issue approved from 01.01.2010 to 31.12.2010

2010

Serial No.	Name of the Company	Number of rights share issued	Face Value	Premium	Issue Price (Tk.)	Amount (Tk.)
1	Southeast Bank Ltd.	17,113,186	100	60	160	2,738,109,760
2	Prime Bank Limited	11,552,734	100	200	300	3,465,820,200
3	Maksons Spinning Mills Limited	104,880,000	10	15	25	2,622,000,000

4	The City Bank Ltd.	19,639,125	100	100	200	3,927,825,000
5	Islamic Finance & Investment Ltd.	1,992,191	100	50	150	298,828,650
6	Asia Pacific General Insurance Co. Ltd.	2,117,500	100	50	150	317,625,000
7	Confidence Cement Limited	752,400	100	600	700	526,680,000
8	Daffodil Computers Ltd.	22,853,600	10	0	10	228,536,000
9	Bay Leasing & Investment Limited	3,060,000	100	250	350	1,071,000,000
10	Phoenix Finance & Investment Limited	874,087	100	100	200	174,817,400
11	Al-Arafah Islami Bank Limited	233,863,968	10	0	10	2,338,639,680
12	Jamuna Bank Limited	7,433,628	100	0	100	743,362,800
13	Golden Son Limited	48,268,360	10	20	30	1,448,050,800
14	Agni Systems Limited	10,256,850	10	10	20	205,137,000
15	EXIM Bank Ltd.	227,742,293	10	0	10	2,277,422,930
16	First Securities Islami Bank Limited	50,600,000	10	0	10	506,000,000
17	Fu-Wang Ceremic Industry Ltd.	1,650,000	100	25	125	206,250,000
18	Uttara Finance & Investment Ltd.	13,200,000	100	20	30	396,000,000
19	Eastern Insurance Company Ltd.	1,866,240	10	200	300	559,872,000
20	Asia Insurance Limited	1,650,000	100	100	200	330,000,000
21	Fu-Wang Foods Limited	20,240,000	10	0	10	202,400,000
22	Continental Insurance Limited	907,500	100	50	150	136,125,000
Total						24720,502,220

Right Issue approved from 01.01.2009 to 31.12.2009

2009

Serial No.	Name of the Company	Number of rights share issued	Face Value	Premium	Issue Price	Amount
1	Central Insurance Co. Ltd.	360000	100	0	100	36,000,000
2	Metro Spinning Ltd.	20700000	10	5	15	310,500,000
3	Bangladesh General Insurance Co. Ltd.	2088252	100	100	200	417,650,400
4	S.Alam Cold Rolled Steels Ltd.	2667240	100	0	100	266,724,000
5	Delta Spinners Ltd.	1528760	100	0	100	152,876,000
6	Karnaphuli Insurance Co. Ltd.	1337670	100	100	200	267,534,000
Total						1451,284,400

৮.১১ **অগ্রাধিকার শেয়ার (PREFERENCE SHARE)ঃ** কোম্পানী মুনাফা অর্জন করলে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেয়া হয়। অগ্রাধিকার শেয়ার বিভিন্ন মেয়াদের হতে পারে। যে সকল বিনিয়োগকারী নির্দিষ্ট হারে লাভ পেতে ইচ্ছুক তাদের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার-এ বিনিয়োগ নিরাপদ। অগ্রাধিকার শেয়ারকে আকর্ষণীয় করার জন্য আবার রূপান্তরের সুবিধা দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে এ সমস্ত শেয়ারকে বলা হয় convertible preference share. বাংলাদেশে এর খুব বেশী প্রচলন ছিল না। কিন্তু গত ২০০৯ এবং ২০১০ সালে এক দেড় বছরে হঠাৎ করেই শেয়ার বাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানীগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়ার হিড়িক পড়ে যায়। রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে গত ২০১০ ইং সালে মোট ৮ টি কোম্পানী শেয়ার বাজার থেকে মোট ১১৮২.৯৮ কোটি টাকা উত্তোলন করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেক্সিমকো ফার্মা, সামিট পাওয়ার লিঃ, আফতাব অটোমোবাইল্ লিঃ এবং পিপল্স লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিঃ। এ সমস্ত কোম্পানীগুলো ২০১০ সনে পুঁজিবাজার থেকে যথাক্রমে ৪১০ কোটি, ৩০০ কোটি, ১৮০ কোটি ও ১২০ কোটি টাকা রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে উত্তোলন করেছে।

Features of the Convertible Preference Shares

Name of Issuer	Duration (months)	Dividend Rate	Private Placement(%)	Conversion Rate
Aftab Automobile	4	5%	82%	35% Discount to weighted average price of 4 months
Agni System Ltd.	12	8%	100%	Issue price of Tk.20 (including premium of Tk.10)
BD Thai Aluminium Ltd	2.5	5%	77%	45% Discount to weighted average price of 2.5 months
BD Com Online Ltd.	6	6%	Substantial (but not clear)	Issue price of Tk.20 (including Tk.10 as premium).
Beximco Pharma Ltd.	50% for 3 months & the rest 50% for 6 months	2.5%	63%	25% Discount to weighted average price of duration.
Peoples Leasing and Financial Service	1	3%	58%	30% Discount to weighted average price of 1 month.
S. Alam Cold Rolled Steels	50% for 3 months and the rest 50% for 6 months	3%	60%	30% discount to weighted average price of duration.
Summit Power Ltd.	1	2.5%	69%	Tk.118.27 per share of Tk.10

সূত্রঃ এসইসি এবং ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ।

রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারগুলোর বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এগুলো একই রকম (uniform) নয়। এ ধরণের শেয়ার ছাড়ার ব্যাপারে এসইসি-র কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণেই এমনটি হয়েছে। নীতিমালা না থাকার কারণে কোম্পানীগুলো তাদের সুবিধা অনুযায়ী এসইসি থেকে প্রস্তাব অনুমোদন করে নিয়েছে, এমন অভিযোগ অনেকেই করেছেন। অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের মাধ্যমে কোম্পানীর

বিনিয়োগকারীরা কৌশলে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করে নিয়েছেন (সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে)। রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রেও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট- এর আধিক্য ও অনৈতিক ট্রেডিং-এর অভিযোগ রয়েছে। রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রশ্ন এসেছে এদের মেয়াদকাল ও রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে। বাস্তবে, এত অল্প মেয়াদকালের জন্য রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ দেখা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েক বছরের মেয়াদে ঋণপত্র (debenture) এবং অগ্রাধিকার শেয়ার রূপান্তরযোগ্য শর্তে পুঁজিবাজারে ছাড়া হয়। এজন্য ঋণপত্রহোল্ডার বা অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার প্রতি বছর নির্ধারিত হারে সুদ বা মুনাফা পেয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র ২-৩ মাসের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়া হয়েছে। সামিট পাওয়ার এবং পিপল্স লিজিং মাত্র ১ মাসের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে। অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ার-এ রূপান্তরের সময় নির্দিষ্ট সময়ের বাজার মূল্যের গড়ের চেয়ে ২৫-৪৫% ছাড় দেয়া হয়েছে সত্যি, কিন্তু রূপান্তরকরণের আনুপাতিক হার (যেমনঃ ১০ টা অগ্রাধিকার শেয়ার মেয়াদ শেষে ৩টি সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য অর্থাৎ ১০ঃ৩) এমনভাবে ধরা হয়েছে যাতে করে ইস্যু কোম্পানী বেশ কিছু প্রিমিয়াম পায়। অবশ্য ২/১টি কোম্পানী উপরোক্ত জটিল প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে সরাসরিভাবে প্রিমিয়ামে রূপান্তর মূল্য নির্ধারণ করেছিল। যেমনঃ সামিট পাওয়ার লিঃ, প্রতিটি ১০ টাকার অভিহিত মূল্যের অর্ডিনারি শেয়ারের জন্য রূপান্তর মূল্য ধার্য করেছিল ১১৮.২৭ টাকা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, যখন বাজার মন্দা থাকে বা আইপিও সহায়ক নয় সে সময় অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়া হয়। অথবা নুতন কোন কোম্পানী বা পুরাতন কোম্পানী তাদের উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা সৃষ্টির জন্য প্রথমে বাজারে অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়ে। কিন্তু বাংলাদেশে ইস্যু কোম্পানীগুলো আস্থা সৃষ্টির জন্য নয়, বরঞ্চ যে কোন উপায়ে কিছু অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উত্তোলনের জন্য এসমস্ত কারসাজির সহায়তা নিয়েছে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাইট শেয়ার বা প্রিমিয়াম শেয়ার ছাড়ার যোগ্যতা না থাকলেও কোন কোন কোম্পানী অগ্রাধিকার শেয়ার-এর মাধ্যমে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে। এসব কিছুই করা সম্ভব হয়েছে এসইসি-র নীতিমালার অভাবে দুর্বলতার কারণে।

৮.১২ <u>প্রাইভেট প্লেসমেন্ট/প্রি-আইপিও প্লেসমেন্টঃ</u> একটি ইস্যু কোম্পানী পাবলিক ইস্যু, রাইট ইস্যু ও প্রাইভেট প্লেসমেন্টে শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে বাজার থেকে কোম্পানীর মূলধন উত্তোলন করতে পারে। কোন কোম্পানী আইপিও-তে আসার পূর্বে ইস্যু ম্যানেজার বা পরিচালকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজেদের পছন্দসই লোকদের কাছে কিছু শেয়ার বিক্রি করে থাকে - এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাইভেট প্লেসমেন্ট বা প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট। আইপিও-তে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মূলধন উত্তোলন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই এক বছরের অধিক সময় প্রয়োজন হয়। ইতোমধ্যে কোম্পানী প্রাইভেট প্লেসমেন্ট-এর মাধ্যমে তহবিল যোগাড় করে কার্যক্রম শুরু করতে পারে। প্রাইভেট প্লেসমেন্টে একাউন্টিং ডিস্ক্লোজার থাকে না বিধায়, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অনেক ক্ষেত্রেই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই উন্নত বিশ্বে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট সাধারণতঃ মার্চেন্ট ব্যাংক বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আমাদের জানামতে, বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজারে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্তু তা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রয়োগ (practice) করা হয়। **কিন্তু আমাদের পুঁজিবাজারে কিভাবে প্লেসমেন্ট বিক্রি করা হবে, কতমূল্যে বিক্রি হবে, কার কাছে বিক্রি হবে, কত শেয়ার বিক্রি হবে ইত্যাদির জন্য এসইসি কোন নীতিমালা না থাকায় প্রাইভেট প্লেসমেন্ট প্রক্রিয়াটির যথোপযুক্ত ব্যবহার না হয়ে, কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করার মাধ্যমে শেয়ার মূল্য উল্লম্ফনের একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।** ২০০৯ এবং ২০১০ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে লিষ্টিং-এর জন্য আবেদনকৃত কোম্পানী সমূহের প্রস্পেক্টাস এবং তথ্য মেমোরেন্ডামে প্রতিফলিত প্রাইভেট প্লেসমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে।

২০০৯ এবং ২০১০ সালে মোট ৩৪টি কোম্পানী প্রাইভেট প্লেসমেন্ট-এর মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করেছিল। তারমধ্যে ৮টি ছিল নন-লিস্টেড কোম্পানী ও ২৬টি লিস্টেড কোম্পানী। এ কোম্পানীগুলো গত দু'বছরে মোট তিন হাজার সাতশত আটাশি কোটি টাকার (৩,৭৮৮,০২,৬২,৩২০) উপরে পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করেছে। লক্ষণীয় যে, কোন কোন কোম্পানী তাদের পরিশোধিত মূলধনের সিংহভাগ (৯০%) বা বিরাট অংশ (৬০%, ৫০%) প্রাইভেট

প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিতরণ করেছে। প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে অত্যধিক পর্যায়ে পরিশোধিত মূলধন উত্তোলিত হলে, এমনিতেই free-floating শেয়ারের পরিমান কমে যায়, যার ফলে অন্য কোন কারসাজি (manipulation) - এর আশ্রয় না নিয়েও চাহিদা-যোগানের পার্থক্যের কারণে শেয়ার মূল্যে উর্ধগতি হওয়াটা স্বাভাবিক। পরিশোধিত মূলধনের তুলনায় ২৫% এর অধিক প্রাইভেট প্লেসমেন্টে নিয়োজিত কোম্পানীগুলোর (লিষ্টেড ও নন-লিষ্টেড) তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

লিষ্টেড কোম্পানী সমূহের প্রাইভেট প্লেসমেন্ট

ক্রমিক নং	ইস্যু কোম্পানী	শেয়ার সংখ্যা/ ইউনিট (লক্ষ)	আর্থিক মূল্য (কোটি টাকায়)
১.	ACI (20% Convertible Zero Coupon Bond)	৮.০১	৮০.১৫
২.	Active Fine Ceramics Ltd.	৪০.০০	৪.০০
৩.	AIBL 1st Islamic Mutual Fund	৪০০.০০	৪০.০০
৪.	Beacon Pharmaceuticals	১৩০০.০০	১৩০.০০
৫.	BRAC Bank (25% Subordinated Convertible Bonds)	২৭.০০	২৭০.০০
৬.	DBH First Mutual Fund	৬০.০০	৬০.০০
৭.	Deshbandhu Polymer Ltd.	৮০.০০	৮.০০
৮.	EBL First Mutual Fund	৬০০.০০	৬০.০০
৯.	First Janata Bank Mutual Fund	৫০০.০০	৫০.০০
১০.	Grameen Phone Ltd.	৬৫৬.৮৫	৪৮৬.০৭
১১.	Green Delta Mutual Fund	৬০০.০০	৬০.০০
১২.	ICB AMCL 3rd NRB Mutual Fund	১০০.০০	১০.০০
১৩.	ICB Employees Providend Mutual Fune one	১৫০.০০	১৫.০০
১৪.	IFIC Bank First Mutual Fund	৫৫০.০০	৪৪.০০
১৫.	IFIL Islamic Mutual Fund	৪০০.০০	৪০.০০
১৬.	Maksons Spinning Mills Ltd.	১২০.০০	১২.০০
১৭.	Malek Spinning Mills	৫০০.০০	১২৫.০০
১৮.	MBL 1st Mutual Fund	৪০০.০০	৪০.০০
১৯.	Phoenix Finance 1st Mutual Fund	১০০.০০	১০.০০
২০.	PHP First Mutual Fund	৮০০.০০	৮০.০০
২১.	Popular Life First Mutual Fund	৮০০.০০	৮০.০০
২২.	Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund	৪০০.০০	৪০.০০
২৩.	Prime Finance First Mutual Fund	৬০.০০	৬.০০
২৪.	RAK Ceramics (Bangladesh Ltd.)	১০০.০০	৪০.০০
২৫.	Trust Bank 1st Mutual Fund	১২০০.০০	১২০.০০
২৬.	United Airways (BD) Ltd.	৫০.০০	৫০.০০

মোট =১,৯৬০.০৭ কোটি টাকা

সূত্রঃ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ তথ্যভান্ডার।

নন-লিষ্টেড কোম্পানী সমূহের প্রাইভেট প্লেসমেন্ট

ক্রমিক নং	ইস্যু কোম্পানী	শেয়ার সংখ্যা/ ইউনিট (লক্ষ)	আর্থিক মূল্য (কোটি টাকায়)
১.	Barakatullah Electro Dynamics Ltd.	৪৩২.৭১	৪৩.২৭
২.	GMG Airlines Ltd.	৬০০.০০	৩০০.০০
৩.	Keya Cotton Mills Ltd.	৬০.০০	১২.০০
৪.	Lanka Bangla Securities	৫০.০০	১২৫.০০
৫.	Orion Pharma Ltd.	৭৫০.০০	৭৫০.০০
৬.	Salvo Chemical Industry Ltd.	৬০.৬০	০৬.০৬
৭.	STS Holdings (Apollo Hospitals)	৮৬৯.৭৯	১৩০.৪৬
৮.	Unique Hotel and Resorts	৩০০.০০	৪৫০.০০

মোট ১,৮১৬.৭৯ কোটি টাকা

মোট প্রাইভেট প্লেসমেন্ট

লিষ্টেড কোম্পানী	টাকাঃ ১৯৬০.০৭ কোটি
নন-লিষ্টেড কোম্পানী	টাকাঃ ১৮১৬.৭৯ কোটি
সর্বমোট	টাকাঃ ৩,৭৭৬.৮৬ কোটি

বড় ধরণের প্লেসমেন্ট বিক্রি করা কোম্পানীগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ফোন লিঃ, ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড, ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস লিমিটেড, জিএমজি এয়ারলাইন্স, এসটিএস হোল্ডিংস (এপোলো হাসপাতাল) লংকা বাংলা সিকিউরিটিজ, মালেক স্পিনিং মিলস্ ব্রাক ব্যাংক লিঃ এবং ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ, এরা সবাই একশত কোটি টাকার উপরে শেয়ার প্লেসমেন্টে বিক্রি করেছে। এ সমস্ত প্লেসমেন্টের সুবিধা ভোগকারী অল্প কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপ গ্রামীন ফোন লিমিটেডের ৪৮৬ কোটি টাকার প্লেসমেন্টের প্রায় ১২ শতাংশ (৫৮ কোটি টাকা) একাই পেয়েছে চট্টগ্রামের এ,কে,খান এন্ড কোম্পানী লিঃ। মোহাম্মদ নূর আলী, এবি ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ এর একাউন্টধারী কো ইউ চুয়ান ও নিউ ইংল্যান্ড ইকুয়িটি লিমিটেড একত্রে জিএমজি এয়ারলাইন্স লিমিটেডের ১৫ শতাংশের বেশী শেয়ার প্লেসমেন্ট সুবিধা পেয়েছেন। সবচেয়ে বেশী উদ্বেগের কারণ ইতোমধ্যে ৮টি কোম্পানী প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রচুর টাকা (১৩৬৭ কোটি টাকা) পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করেছে, কিন্তু এখনও লিষ্টেড হয়নি। ফলে অনেক ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর টাকা আটকে যাওয়ায় পুঁজিবাজারে বিদ্যমান তারল্য সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। প্লেসমেন্টের কারণেই পুঁজিবাজারের বাইরে শেয়ার লেনদেনের নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনী । এ সুযোগে বেশ কিছু দূর্বল কোম্পানী সাজানো আর্থিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা অপরিপক্ক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তুলে নিয়েছে।

ব্যক্তি পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্লেসমেন্ট প্রাপ্তদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	ইস্যুর সংখ্যা (লক্ষ)	আর্থিক মূল্য (কোটি টাকায়)
১.	মোঃ নুর আলী	৩৩	১৬.৫
২.	রিচার্ড ডি রোজারিও	১৬.২০	১৫.৬২
৩.	কো ইউ চুয়ান	২৬.৪৫	১৩.৭২
৪.	আর ওয়াই সমসের	২৩.৩০	১১.৯৯
৫.	তাস্‌মিয়া আমবেরীন	৫৬.১০	১১.২৫
৬.	হেলাল উদ্দিন আহমেদ +(3A & Company Ltd.)	৩৩.৫০ +(৪৫.০০)	৩.৭৬ +(৪.৫০)
৭.	সৈয়দ জালাল আহমেদ	১৮.৮০	৩.৩৫
৮.	কফিল উদ্দিন ভূঁইয়া	৩.০০	৩.০০
৯.	সোমা আলম রহমান	৩০.০০	২.৮৯
১০.	মনসুর বিল্লাহ	২৬.৫০	৩.০০

১১.	আব্দুল মজিদ মন্ডল	২.৭৫	২.৭৫
১২.	বিলকিস বানু	২৩.০০	২.৭৫
১৩.	সৈয়দ গোলাম ওয়াদুদ	৩.৭০	২.৭৫
১৪.	কে বি এম মঈনুদ্দিন চিশতি	২৬.০০	২.৬০
১৫.	খালেদ হোসেন খান	২১.০০	২.৫৯
১৬.	আফসারউজ্জামান	৮.৭০	২.১৭
১৭.	খন্দকার জামিলউদ্দিন	১.২০	২.১০
১৮.	মোহ্‌সীন আহমেদ	২.৭০	২.০১
১৯.	আব্দুল কাইয়ুব চৌধুরী	২.২০	১.৮৭
২০.	মোঃ আবদুস সালাম	৯.৫০	১.৮৫
২১.	ফারজানা আখতার	১৭.০০	১.৭৫
২২.	জিনাত বেগম	১৬.০০	১.৭৫
২৩.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৪.০০	১.৭৬
২৪.	শামীমা শরীফ	১২.০০	১.৫৬
২৫.	শমীর দত্ত	১.৫০	১.৫০
২৬.	মোঃ রেজাউল করিম	১১.০২	১.৪৭
২৭.	শাহনাজ বেগম রোজী	৬.১৯	১.৪০
২৮.	আনোয়ার হোসেন	৯.৯৩	১.৩০
২৯.	আহমেদ রশীদ	৭.৯৫	১.২৩
৩০.	রফিকুল আনোয়ার	৯.২০	১.২২

সূত্রঃ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ তথ্যভান্ডার।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিনিয়োগ একাউন্ট ধারীরা কেমন প্লেসমেন্ট পেয়েছেন, তা উপরের সারনী থেকে দেখা যেতে পারে। তবে, একথা বলা প্রয়োজন যে, মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর অমনিবাস একাউন্টস্-এর constituents দের পৃথক তালিকা বিবেচনায় না নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্লেসমেন্টধারীদের পূর্নাঙ্গ তালিকা তৈরী করা সম্ভব নয়। বিষয়টি অসম্ভব নয়, তথাপি প্রচুর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সেজন্য প্লেসমেন্টের ব্যাপারে অমনিবাস একাউন্ট বিবেচনায় না নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিনিয়োগকারীদের কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হ'ল। ১ কোটি টাকার উপরে প্লেসমেন্ট পেয়েছেন- এখানে যেমন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তেমনি আছেন ষ্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বার ও পরিচালক, কোন কোন মার্চেন্ট ব্যাংক এর CEO, আইসিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আত্মীয় স্বজন, ব্যাংক পরিচালকের স্ত্রী ইত্যাদি। অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এসইসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও ষ্টক এক্সচেঞ্জের অনেক মেম্বার ও বোর্ডের পরিচালক লিষ্টিং প্রদান করার শর্তস্বরূপ অনেক প্লেসমেন্ট আদায় করেছেন। প্লেসমেন্ট বিষয়টি অনৈতিকভাবে ব্যবহার করে বাজার শেয়ারের দাম নির্বিঘ্নে বাড়ানোর জন্য ইস্যু ম্যানেজার বা ইস্যু কোম্পানী বা তাদের প্রতিনিধিরা অনেক উর্ধ্বতন বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাকেও প্লেসমেন্ট প্রদান করেছে। প্রসপেক্টাস এর নাম ঠিকানা দেখে এদের পূর্নাঙ্গ পরিচয় জানা সম্ভব নয়। সেজন্য এদের ব্যাপারে পূর্নাঙ্গ পুলিশি/গোয়েন্দা তদন্ত করা সম্ভব হলে, অনেক অজানা কাহিনী জানা যাবে, আড়ালে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উম্মোচন হবে এবং ভবিষ্যতে পুঁজিবাজারে এধরনের জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হবে। (বৃহৎ অংকের প্লেসমেন্টধারী ১০০ জনের একটি তালিকা পরিশিষ্ট-গ তে সংযোজিত হল)।

৮.১৩ মিউচ্যুয়াল ফান্ডঃ

বিনিয়োগ পোর্টফলিও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর কৌশল সর্বজনবিদিত। কিন্তু ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পক্ষে তাদের অর্থ ও জ্ঞানের স্বল্পতাহেতু এমন কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। পুঁজিবাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও বহুমুখীকরণের সুবিধা প্রদান করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ৮০ এবং ৯০ এর দশকে মিউচ্যুয়াল ফান্ড ছিল মাত্র ৯টি। তারমধ্যে একটি বাদ দিয়ে বাকী সবগুলোই আইসিবি-র নিয়ন্ত্রনাধীনে ছিল। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে মোট ১৫টি মেয়াদী (closed ended) এবং ১টি অমেয়াদী (open ended) মিউচ্যুয়াল ফান্ড পুঁজিবাজারে ছাড়া হয়। ২০১১ সালেও আরও ২টি closed ended মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে আসে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে মোট ৩৩টি closed ended এবং ৩টি open ended

মিউচ্যুয়াল ফান্ড আছে। এখানে লক্ষণীয় যে, শেয়ারবাজার যখন বেশ উর্ধমুখী ও যোগান ঘাটতি (supply shortage) জনিত সমস্যায় নিপতিত, ঠিক সে সময়েই (২০০৯ এবং ২০১০ সালে) এতগুলো মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে ছাড়া হয়। মিউচ্যুয়াল ফান্ড-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের সমন্বয়ে বিনিয়োগ পোর্টফলিও তৈরী করা হয় বিধায়, প্রকৃত অর্থে মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজার সরবরাহ বৃদ্ধি করে না। বরঞ্চ সরবরাহ কমিয়ে উর্ধমুখী বাজারের শেয়ারমূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অন্যান্য পাবলিক ইস্যুর ন্যায় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিতরণের ক্ষেত্রেও ২০০৯ এবং ২০১০ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের পরিমান ফান্ডের ৫০-৬০% এরও অধিক ছিল। আরও উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উপর কোন লক-ইন ছিল না। সে সুযোগে মিউচ্যুয়াল ফান্ড- এর প্লেসমেন্টধারীরা off-load করে বাজার থেকে প্রচুর অর্থ তুলে নেন। তদন্ত কমিটির হিসাব অনুযায়ী ৬-৭টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্লেসমেন্টধারীরা বাজার থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা তুলে নেন। তদন্ত কমিটির সাথে আলোচনাকালে এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর নির্বাহীরা এ মর্মে অভিযোগ করে যে, এসইসি সব সময় ২/৩টি AMC- কে অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকে, যার জন্য দেখা যাবে যে, ২০০৯ এবং ২০১০ সালে যতগুলো মিউচ্যুয়াল ফান্ড এসইসি'র অনুমোদন পেয়েছে, এ সবগুলো সম্পদ ব্যবস্থাপক (AMC)- হচ্ছে, Race Management PLC (RMP), L.R. Global এবং ICB AMCL। এই তিনটির মধ্যে প্রথমোক্ত ২টির CEO-দের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ আছে (যেমনঃ U.S. Court-এ মামলা, ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি)। RMP এবং LR Global - এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হ'ল বাংলাদেশের মত এত ছোট পুঁজিবাজারে এরাই স্পন্সরদের মিথ্যা আশ্বাস (বেশী মুনাফার ব্যবস্থা করে দেয়া, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট-এর ব্যবস্থা ইত্যাদি) দিয়ে অত্যধিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে নিয়ে এসেছে। আর তাদের এ সমস্ত কাজে সহায়তা করেছে এসইসি'র উর্ধতন কর্তৃপক্ষ।

নবম অধ্যায়

সুপারিশ মালা

৯.১ সীমিত সময়ের মধ্যে সর্বাধিক প্রচেষ্টায় তদন্ত কমিটি যে সকল তথ্য-উপাত্ত, মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করেছে, সেগুলো তদন্ত প্রতিবেদনের দ্বিতীয় থেকে অষ্টম অধ্যায়সমূহে বিষয়-ওয়ারিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহ বর্ণিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশমালা প্রনয়ন করেছে। সরকারের বিবেচনার্থে এই অধ্যায়ে প্রনীত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হল। অনুধাবনের সুবিধার্থে প্রতিটি সুপারিশের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে।

৯.২ ব্যর্থতার মূল দায়-দায়িত্ব ঃ

প্রেক্ষাপটঃ ২০০৯-২০১০ দু'বছরের পুঁজিবাজার উত্থান-পতন, উল্লম্ফন-ধস এর কারণ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, (ক) প্রাইমারি ইস্যু কর্মকান্ডে ডাইরেক্ট লিষ্টিং, কোম্পানীর সম্পদ পূনর্মূল্যায়ন, শেয়ারের উচ্চমূল্য নির্ধারণ, বুক-বিল্ডিং প্রক্রিয়ার অপপ্রয়োগ, ফেসভ্যালু বা কমমূল্যে বিশেষ ব্যক্তি/সংস্থাকে প্লেসমেন্ট প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে অনৈতিক কর্মকান্ডে ইস্যুয়ার, ইস্যু-ম্যানেজার, ভ্যালুয়ার, অডিটর, ডিলার-ব্রোকারসহ অনেকেই সম্পৃক্ত। (খ) সেকেন্ডারি মার্কেটে সার্কুলার ট্রেডিং, ব্লক ট্রেডিং, অস্বাভাবিক লেনদেন প্রভৃতি বিষয়ে ডিলার-ব্রোকার, বিনিয়োগকারীসহ সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি/সংস্থা জড়িত। (গ) রাইট শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, আইপিও-রিপিট আইপিও, আনরিয়েলাইজড প্রফিটের বিপরীতে ষ্টক শেয়ার ইস্যু প্রভৃতি বিষয়ে অনিয়ম বা অসঙ্গতি বিদ্যমান। (ঘ) এছাড়া ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনাকালে, অনেক অসংগতি, অনৈতিকতাকে বৈধতা দান এবং দায়িত্ব অবহেলার উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি মনে করে, এসইসি ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগ করলে, পেশাগতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করলে এবং অসংগতি-অস্বাভাবিকতাকে বৈধতা প্রদান না করলে, এবারের পুঁজিবাজার ধস হতো না। অতএব, ব্যর্থতার মূল দায়িত্ব এসইসি-কেই বহন করতে হবে।

সুপারিশ ঃ অনৈতিকতাকে বৈধতা প্রদান প্রক্রিয়ায় মূল ঘটকের ভূমিকায় ছিলেন এসইসি মেম্বার জনাব মনসুর আলম। চেয়ারম্যানের আনুকুল্য ও সম্মতি ছাড়া যেহেতু কমিশনের অনুমোদন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয় না, অতএব চেয়ারম্যান এবং মেম্বার জনাব মনসুর আলম উভয়েই দায়ী। শীর্ষ দায়ী কর্মকর্তাদ্বয়কে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করে অন্যায় করেছেন দু'জন নির্বাহী পরিচালক জনাব আনোয়ারুল কবির ভূইয়া এবং জনাব তারিকুজ্জামান। এসইসি'র অনেক কর্মকর্তা সুবিধা গ্রহন ও অনৈতিক কাজে সহায়তা করেছেন এই চারজন প্রধান নির্বাহীর ছত্রছায়ায়। অতএব, চেয়ারম্যান জনাব জিয়াউল হক খন্দকার, নির্বাহী পরিচালকদ্বয় জনাব আনোয়ারুল কবির ভূইয়া এবং জনাব তারিকুজ্জামানকে এসইসি থেকে অপসারণ প্রয়োজন, এবং এদেরসহ মনসুর আলমের ব্যাপারে নিবিড় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

৯.৩ এসইসি পূনর্গঠন ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) পুঁজিবাজার বিনষ্টকরনে এসইসি'র সাম্প্রতিক ভূমিকা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা হয়েও মার্কেট-প্লেয়ারদের পরামর্শে পরিচালিত হওয়া ও যোগসাজশে অনৈতিক কর্মে বৈধতা প্রদান, বাজার নিয়ন্ত্রণে দূর্বলতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন প্রভৃতি কারনে এসইসি'র ভাবমূর্তি অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কমিশনের বৈধ নির্দেশ না মানার সাহস জন্মেছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ২১/৩/১১ তারিখে এসইসি এর অনুমতিক্রমে প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেডে তদন্ত কমিটি কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য কর্মকর্তা পাঠালে, কোম্পানীর CEO শেখ মুর্তজা আহমেদ তাদের কার্যালয়ে প্রবেশ করতে দেননি। এসইসি পরদিন ২২/৩/১১ তারিখে পুনরায় ফোন করে লোক পাঠালে, শেখ মুর্তজা পুনরায় বাধা দেন। আরো দু'একটি ঘটনা কমিটি প্রত্যক্ষ করেছে। ক্ষয়িষ্ণু ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে এসইসি'র বড়রকম পূনর্গঠন প্রয়োজন। (খ) পুঁজিবাজার বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের মত

লোকবল কমিশনের নাই। তদুপরি কর্মকর্তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ায় অচলাবস্থা বিরাজ করছে। (গ) এসইসি-তে কোয়ালিফায়েড একাউন্ট্যান্ট, ফিনান্সিয়াল এনালিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ না থাকায়, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পেশাগতভাবে সম্পন্ন হয় না। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া জোরদার থাকে। (ঘ) কর্মকর্তাদের বেতনকাঠামো মেধা আকর্ষণ করে না, দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করে।

সুপারিশ ঃ দায়ী বর্তমান শীর্ষ কর্মকর্তাদের ভাবমূর্তি সর্বনিম্নে বিধায় তাদের দ্বারা সংস্থা পুনর্গঠন সম্ভব নয়। দায়ী ব্যক্তিদের অব্যাহতি দান করে, সৎ, দক্ষ, অতীতে সফল এবং গ্রহনযোগ্য একজন চেয়ারম্যানসহ শীর্ষপদ পূরণের পরই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। (খ) এবার জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ দানের পর, ভবিষ্যতে একটি উচ্চ পর্যায়ের সার্চ কমিটির দ্বারা বাছাইকৃত একটি প্যানেল থেকে সরকার চেয়ারম্যান ও মেম্বার নিয়োগ দেবেন। সার্চ কমিটি প্রতি পদের বিপরীতে তিনজনের প্যানেল প্রস্তুত করবেন। আবেদন করেননি, এমন যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে নিয়ে (সম্মতি থাকলে) তালিকাভূক্ত করার ক্ষমতা সার্চ কমিটির থাকা উচিৎ। (গ) কমিশন চেয়ারম্যানসহ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট হতে পারে। তারা হতে পারেন চাটার্ড/কষ্ট একাউন্ট্যান্ট, আইন বিশেষজ্ঞ, ব্যাংকার, একাউন্টিং/ফিনান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রাজ্ঞ ও সফল ব্যক্তিত্ব (প্রশাসক/ব্যবস্থাপক/ সাধারণ)। (ঘ) নুতন চেয়ারম্যান-মেম্বার নিয়োগের পর নবগঠিত কমিশন একটি "এসইসি রিষ্ট্রাক্চারিং প্লান" প্রস্তুত করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারে। পুনর্গঠন পরিকল্পনায় একটি শক্তিশালী ইন্সপেকশন বিভাগ এবং একটি কোম্পানী হিসাব যাচাই বিভাগ অবশ্যই থাকতে হবে। এছাড়াও 'পুঁজিবাজার বিধি পরিচালন' বিভাগও থাকা উচিৎ। ইন্সপেকশন বিভাগ নিয়মিত ইন্সপেকশন করবে (সকল ডিলার-ব্রোকার হাউজ, মাচেন্ট ব্যাংকার, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী ইত্যাদি)। বিধি পরিচালন বিভাগ বিচ্যুতির জন্য শাস্তি প্রয়োগ করবে। এটি আইন বিভাগ নয়, বরং আইনের প্রয়োগ বিভাগ হবে। (ঙ) অর্গানাইজেশন ষ্টাডির ভিত্তিতে পূনর্গঠনের অন্যান্য উপাত্ত বের হবে। (চ) প্রতিটি ডেস্কের 'জব স্পেসিফিকেশন' ও 'জব ডেসক্রিপশন' তৈরী করতে হবে। (ছ) একটি উপযুক্ত বেতন কাঠামো এজেন্ডায় থাকা উচিৎ।

৯.৪ ষ্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচুয়ালাইজেশন ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) বাংলাদেশের দুটি ষ্টক এক্সচেঞ্জ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ (CSE)। দুটি ষ্টক এক্সচেঞ্জই পুঁজিবাজারের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক, যদিও প্রধান নিয়ন্ত্রক এসইসি। সেই বিচারে ষ্টক এক্সচেঞ্জের একটি নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাঠামো থাকা উচিৎ। (খ) দু'টি ষ্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক পরিষদ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট - ১২ জন ডিলার-ব্রোকার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত, ১২ জন মনোনীত, বাকীজন হলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। বাস্তবে নির্বাচিত পরিচালকেরাই প্রশাসন চালিয়ে থাকেন, যেহেতু মনোনীত সদস্যদের উৎসাহ ও সম্পৃক্ততা কম দেখা যায়। ফলশ্রুতিতে, যারা পুঁজিবাজারের প্লেয়ার, তারাই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। স্বার্থের সংঘাত (conflict of interest) সংস্থার নিয়ন্ত্রক ভূমিকাকে প্রায়ই নিষ্ক্রীয় করে দেয়। (গ) এ প্রেক্ষিতে ডিমিউচুয়ালাইজেশন ধারণাটি এসেছে সঙ্গত কারণে। ডিমিউচুয়ালাইজেশন এর মর্মার্থ হলো, নিয়ন্ত্রিতের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলী থেকে পৃথক করে, প্লেয়ারের ওপর নিরপেক্ষভাবে 'রুলস অব দি গেম' প্রয়োগের জন্য নিয়ন্ত্রন-প্রশাসনকে ক্ষমতা প্রদান এবং প্লেয়ারদের প্রভাব বলয় থেকে বাইরে সরিয়ে রাখা। (ঘ) ভারতের মুম্বাই ষ্টক এক্সচেঞ্জ সরকারী চাপে ডিমিউচুয়ালাইজ করা হয়েছে। পাকিস্তানে প্রক্রিয়াধীন। (ঙ) তদন্ত কমিটি পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ব্যক্তি এবং সিভিল সমাজের সাথে যে ব্যাপক আলোচনা করেছে, তাতে ডিমিউচুয়ালাইজেশন করার পক্ষে ব্যাপক দাবী ও সমর্থন পাওয়া গেছে, যদিও প্লেয়ারদের অনেকের অবস্থান দুর্বল। (চ) ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ স্বপ্রনোদিত হয়ে ডিমিউচুয়ালাইজেশনের বিষয়টি পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। (ছ) ডিএসই এর মূল মালিক সদস্যগণ, ক্ষমতাও তাদের। তারা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা তুলে দেবে প্রশাসনের হাতে, এমনটা স্বাভাবিক চিন্তা নয়। এ কারণে ভারত সরকার ন্যাশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ গঠনের মাধ্যমে মুম্বাই ষ্টক

এক্সচেঞ্জের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ডিএসই'র গঠিত কমিটি কি ফল দেবে, আদৌ দেবে কি দেবে না, তা সময়েই বলে দেবে।

সুপারিশ ঃ (ক) ডিএসই একটি ডিমিউচুয়ালাইজেশন কমিটি গঠন করলেও কমিটিকে কোন সময়সীমা প্রদান করে নাই (এটাই স্বাভাবিক)। সরকার ডিএসই কে পরামর্শ দিতে পারে কমিটিকে পুর্নাঙ্গ রিপোর্টের জন্য তিনমাস সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে। (খ) ৩ মাস পর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। (গ) কমিটির সুপারিশ এবং ডিএসই'র অবস্থান সন্তোষজনক না হলে, সরকার নিজে 'ডিমিউচুয়ালাইজেশন পরিকল্পনা' তৈরীর জন্য বিশ্বব্যাংক বা অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য নিতে পারে। পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক গৃহীত হবার পর বাস্তবায়নের জন্য সরকার (এসইসি'র মাধ্যমে) ডিএসই তে প্রশাসক নিয়োগ দিতে পারে। (ঘ) ইমপ্লিমেন্টেশন সিডিউল অনুযায়ী ডিমিউচুয়ালাইজেশন বাস্তবায়নের পর সংশোধিত ডিএসই মেমোরেন্ডাম অনুযায়ী নির্বাচন দিয়ে পুনর্গঠন সম্পন্ন করে প্রশাসক বিদায় নেবেন। (ঙ) বিষয়টি স্বার্থ-সংঘাত বিষয়ক এবং জটিলতা মিশ্রিত বিধায়, সরকার যথাসময়ে 'ডিমিউচুয়ালাইজেশন ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং সেল' গঠন করতে পারে। সেলটি এসইসি-তে কাজ করতে পারে।

৯.৫ ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও এসইসি কর্মসমন্বয় ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) এসইসি এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়, উভয়েই নিয়ন্ত্রন-কার্যাবলী পরিচালনা করে। ডিএসই/এসইসি প্রাইমারি রেগুলেটর এবং এসইসি প্রধান রেগুলেটর। একারণে উভয়ের কর্মপরিধিতে ওভার-ল্যাপ রয়েছে, যেহেতু এ পর্যন্ত র‍্যাশনালাইজেশন করা হয় নাই। (খ) তদন্ত কমিটি লক্ষ্য করেছে যে, ডিএসই এবং এসইসি উভয় সংস্থাতেই সার্ভেলেন্স বিভাগ আছে একই কাজের জন্য। ডিএসই সার্ভেলেন্স বিভাগ কিছু কাজ করেছে। এসইসি'র সার্ভেলেন্স দুর্বল। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় নাই। (গ) তদন্ত কমিটি আরো লক্ষ্য করেছে, ডিএসই এবং সিএসই'র লিষ্টিং কমিটি প্রাইমারি রেগুলেটর হিসাবে কোম্পানীর তালিকাভূক্তির আবেদন যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেকগুলো কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিরূপ মন্তব্য করেছে, অথচ এসইসি সে সব উপেক্ষা করে ষ্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়কে লিষ্টিং এ বাধ্য করেছে, কোন যুক্তি না দিয়েই।

সুপারিশ ঃ (ক) একটি ষ্টাডি টিম গঠন করে ষ্টক এক্সচেঞ্জ এবং এসইসি'র ওভার-ল্যাপ কর্ম ও গ্রে-এরিয়াগুলো চিহ্নিত করে কর্মতালিকা সুনির্দিষ্ট করা উচিৎ। (খ) তদন্ত কমিটির মতে সার্বক্ষণিক সার্ভেলেন্সের দায়িত্ব ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাছে ন্যস্ত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ডিএসই/সিএসই'র সার্ভেলেন্স বিভাগ আরো শক্তিশালী করতে হবে। কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে, পদ্ধতি আধুনিকীকরণ করতে হবে। বাজারের যে কোন অস্বাভাবিক লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার সক্ষমতা প্রদান করতে হবে। (গ) এসইসি'র সার্ভেলেন্স বিভাগকে পুনর্গঠন করে 'ইন্সপেকশন বিভাগে' রূপান্তর করতে হবে। বাজারের সকল সংস্থায় নিয়মিত ইন্সপেকশন পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে। (ঘ) কোম্পানী লিষ্টিং ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাজ। তাদের লিষ্টিং প্রতিবেদন নিয়ে এসইসি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে, কিন্তু উপেক্ষা করতে পারবে না।

৯.৬ পুঁজিবাজারে ব্যাংকের অর্থায়ন ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) পুঁজিবাজার এবং অর্থ বাজারকে পৃথক রাখা বিশ্ব স্বীকৃত রীতি। ব্যাসেলের পরবর্তী নীতিমালায় 'এ্যাবসলুট সেপারেশন' এর কথা থাকছে। কারণ হলো, পুঁজিবাজার নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগের জন্য। আমানতকারীর জমা অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের অধিকার গ্রাহক ব্যাংককে দেয়নি। প্রয়োজনে গ্রাহক নিজের টাকা নিজেই পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করবে। কিন্তু গ্রাহকের টাকা বিনানুমতিতে ব্যাংক কর্তৃক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ অনৈতিক। (খ) এ কারণে, ভারতীয় ব্যাংকিং আইনে এবং পাকিস্তানের ব্যাংকিং আইনে কোন ব্যাংক কর্তৃক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের পরিমান নির্ধারণ করা হয়েছে ব্যাংকের ইকুইটি (অর্থাৎ মালিকের নিজস্ব পুঁজি) এর সঙ্গে। আমানত বা ব্যাংকের দায়ের সঙ্গে নহে। অথচ বাংলাদেশের ব্যাংক

কোম্পানী আইনের ২৬(২) ধারায় ব্যাংকগুলিকে দায় অর্থাৎ মোট আমানতের ১০% পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। (গ) এ কারণে ব্যাংকের বড় অংকের ঋণ পুঁজিবাজারে প্রবেশ করেছে, তারল্য বাড়িয়েছে, শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এমনকি, অর্থ বাজারেও সংকট সৃষ্টি করেছে। (ঘ) **তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ মতে, এ ব্যবস্থা সংশোধন করা না হলে, ভবিষ্যতে পুঁজি ও অর্থ উভয় বাজারে গুরুতর সংকট সৃষ্টি হবে এবং দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে পারে।**

সুপারিশ ঃ (ক) ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কাসহ প্রতিবেশী দেশ সমূহের অনুসরণে এবং ব্যাসল নীতিমালার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে ব্যাংক কোম্পানী আইনের ২৬(২) ধারা অবিলম্বে সংশোধন করে ব্যাংকের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে ব্যাংকের মূলধন (টিয়ার-১) এর অংশ হিসাবে ধার্য করা হোক। আমানতের সাথে সংযোগ রহিত করা হোক। (খ) যে সব ব্যাংক ২০০৯ ও ২০১০ সালে আইন ভেঙ্গে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছে এবং উল্লম্ফনে সাহায্য করেছে, তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিৎ। (গ) পুঁজিবাজারে ব্যাংকের অবৈধ (কখনো অনাকাঙ্খিত) পদচারণা বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর তদারকিতে থাকা উচিৎ এবং নিবৃত্ত করা উচিৎ।

৯.৭ প্রাক আইপিও এবং আইপিও প্রক্রিয়া ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) শেয়ার অজড়করণ ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ যান্ত্রিকীকরণে পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাজারে প্রবেশের পূর্বের স্তরগুলো এখনো অস্বচ্ছ। ষ্টক এক্সচেঞ্জের লিষ্টিং কমিটির সুপারিশ না থাকলেও আইপিও-র জন্য আবেদন গ্রহন করা হয়। সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন অস্বাভাবিক হলেও এসইসি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই গ্রহন করে। অস্বাভাবিক ইনডিকেটিভ মূল্য নির্ধারণে যৌক্তিকতা থাকে না। (খ) এসইসি যেন শুধু অনুমোদনের জন্যই, কোন পেশাগত ডিউ ডিলিজেন্সের লক্ষণ নাই। মূলতঃ এ কারণেই প্রাক আইপিও/আইপিও পর্যায়ে প্লেসমেন্ট প্রক্রিয়ায় এবং 'প্লেসমেন্ট বাণিজ্যে কার্ব মার্কেট' সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ব্যাপক মূল্যস্ফীতি ঘটেছে। সে কারণে আসল পুঁজিবাজারের অর্থ ঘাটতি ঘটায় এবারের পুঁজিবাজার ধস ঘটেছে।

সুপারিশ ঃ (ক) প্রাক আইপিও/আইপিও প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে নিয়মাচার তৈরী ও তা প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসইসি নিয়মাচার তৈরী করতে পারে। তবে নিয়মাচার প্রকাশিত হতে হবে এবং পরিপালন কর্মও স্বচ্ছ হতে হবে।

৯.৮ প্লেসমেন্ট 'বাণিজ্য'/কার্ব মার্কেট ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) তদন্ত কমিটির জনমত সংগ্রহে বেরিয়ে এসেছে যে, 'প্লেসমেন্ট' এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইপিও মূল্যের চাইতে কম মূল্যে প্লেসমেন্টের অনুমতি থাকছে। ফলে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 'প্লেসমেন্ট' দিয়ে প্রভাবিত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। (খ) এসইসি'র কোন প্লেসমেন্ট নিয়মাচার নাই। (গ) পাবলিক অফারের উদ্দেশ্য জনগণের অংশগ্রহন। কিন্তু প্লেসমেন্টের ফলে জনগণের অংশ কমে গেছে। (ঘ) রূপান্তরযোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ার ২০০৯-১০ দু'বছরে ৮টি কোম্পানী ছেড়েছে, যার মধ্যে গড়ে ৬৯% প্লেসমেন্টে গেছে (সর্বোচ্চ ১০০% অগ্নি সিষ্টেম এবং সর্বনিম্ন ৫৮% পিপলস লিজিং)। এ অবস্থায় জনগণের অংশ গ্রহনের সুযোগ সংকুচিত। (ঙ) প্রাথমিক ইস্যুতে জনগণের অংশ সংকুচিত করে বড় অংশ প্লেসমেন্টে প্রদানের ফলে 'চিঠা হাতবদল' বা প্লেসমেন্ট বাণিজ্যের ঘটনা ঘটেছে। এটি কার্ব মার্কেটের সাথে তুলনীয়। অস্বচ্ছতা চরম পর্যায়ে। ৮ম অধ্যায়ে ৮.১২ পর্বে শীর্ষ প্লেসমেন্টধারীদের তালিকা দ্রষ্টব্য।

সুপারিশ ঃ (ক) সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি, গবেষক, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের সাথে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে 'প্লেসমেন্ট নিয়মাচার' তৈরী করতে হবে। পুনর্গঠিত এসইসি এ কাজটি করতে পারে। (খ) প্লেসমেন্ট বরাদ্দপত্র ইস্যু করতে হবে, যার কপি এসইসিকে দিতে হবে। (গ) বরাদ্দপত্র হস্তান্তরযোগ্য হবে

না। বরাদ্দপত্রের বিপরীতে প্লেসমেন্ট ক্রয়ের অর্থ বিও একাউন্টে জমা করতে হবে, যার বিপরীতে শেয়ার ইস্যু হবে। বরাদ্দপত্র ওয়ারেন্ট ধরণের হবে এবং শেয়ারে কনভার্ট হবার পর প্রাইভেট প্লেসমেন্টের শেয়ার অন্ততঃ এক বছর লক-ইন থাকবে, যেহেতু আইপিও ভ্যালুর চেয়ে কমমূল্যে দেয়া হয়েছে। (ঘ) বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর আরো প্রক্রিয়াযুক্ত করে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের অস্বচ্ছ কার্ব মার্কেট বন্ধ করতে হবে। (ঙ) আইপিও শেয়ারমূল্যের ২৫% এর বেশী প্লেসমেন্ট হওয়া উচিৎ নয়। (চ) বর্তমানে আইপিও প্রায় ২৩ গুন ওভারসাবসক্রাইবড হচ্ছে, এ প্রেক্ষিতে প্লেসমেন্ট নিস্প্রয়োজন। (ছ) ৮.১২ তে বর্ণিত ৩০ জন শীর্ষ প্লেসমেন্টধারীর অর্থ সংস্থান, আন্তঃসংযোগ (nexus) নিবিড় পরীক্ষা করবে এসইসি।

৯.৯ অস্বচ্ছ অমনিবাস একাউন্টে স্বচ্ছতা আনয়নঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) ষষ্ঠ অধ্যায়ে অমনিবাস একাউন্টের আইনী ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যাতে প্রক্রিয়াটি আইনানুগ নয় বলে প্রতীয়মান হয়। (খ) সিডিবিএল-এ পরিচালিত প্রতিটি অমনিবাস একাউন্টের আড়ালে তিন হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত গোপন হিসাব থাকে প্রতিটি মার্চেন্ট ব্যাংকারের খাতায়। অর্থাৎ ৩-১০ হাজার একাউন্টের মোট অংক বিও হিসাবে যাচ্ছে মার্চেন্ট ব্যাংকারের নামে। ইনডিভিজুয়াল একাউন্ট অপ্রদর্শিত থাকছে। তদন্ত কমিটির তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ ধরণের একাউন্টেই অনৈতিক লেনদেন অধিক। (গ) শেয়ার লেনদেন যেহেতু বিও একাউন্টের মাধ্যমে হওয়া বাধ্যতামূলক, অতএব মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক রক্ষিত হিসাবে শেয়ার লেনদেন দৃষ্টির বাইরে থাকে।

সুপারিশ ঃ (ক) অমনিবাস একাউন্টের আড়ালে থাকা সব ইনডিভিজুয়াল হিসাবের জন্য পৃথক পৃথক বিও একাউন্ট খুলতে হবে। বিও একাউন্টের মাধ্যমে শেয়ার লেনদেন হবে। (খ) মার্চেন্ট ব্যাংকার তাদের হিসাবের সুবিধার জন্য শ্যাডো একাউন্ট রাখতে পারে। (গ) মার্চেন্ট ব্যাংকার ক্লায়েন্টের শেয়ারের ওপর প্রয়োজনে জেনারেল লিয়েন রাখতে পারে, যাতে শেয়ার লেনদেনে বাধা সৃষ্টি না করে হয় এবং মার্চেন্ট ব্যাংকারের ঋণ সিকিওরড থাকে।

৯.১০ সরকারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শেয়ার লেনদেন ঃ

প্রেক্ষাপটঃ (ক) সরকারি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের মধ্যে শেয়ার লেনদেনের প্রবনতা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অফিসের কাজকর্ম ফেলে কম্পিউটারে বসে শেয়ার ট্রেডিং এ ব্যস্ত থাকার দৃশ্য প্রতিটি অফিসেই দেখা যাচ্ছে। এতে অফিসের কাজকর্মে ক্ষতি হচ্ছে। (খ) চাকুরী বিধিতে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বাস্তবায়ন নেই। অষ্টম অধ্যায়ে তথ্যচিত্র-১ এবং ২ নমূনা প্রমান। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসইসি-তে অনুরূপ ঘটনা অহরহ ঘটছে বলে ব্যাপক ধারণা। ব্যাংক সমূহেও প্রবনতা প্রবল। চাকুরীবিধি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত না থাকায় বিধিভঙ্গ বাড়ছে। (গ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইপিও সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কমমূল্যে প্লেসমেন্ট প্রদান ঘুষ প্রদানের নতুন সংস্করণ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রভাবশালী কর্মকর্তাসহ অন্যান্যদের আনুকুল্য লাভের প্রত্যাশায় এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ 'বেনামী'-তে প্লেসমেন্ট নিয়ে থাকেন বলে ব্যাপক গণ-ধারণা রয়েছে। 'বেনামী' চিহ্নিত করাও কঠিন। (ঘ) সরকারি তথা প্রভাবশালী মহল সুবিধা গ্রহনের ফলে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রনযোগ্য মহলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং অকার্যকর হয়ে পড়েছে। (ঙ) অষ্টম অধ্যায়ে ৮.১০ পর্বে প্লেসমেন্ট বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

সুপারিশ ঃ (ক) এসইসি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিবিএল, বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফশিলি ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শেয়ার লেনদেন (ট্রেডিং) সম্পুর্ণ বন্ধ করতে হবে। তবে তারা শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারবেন। চাকুরী বিধিতে নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভূক্তকরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। কর্মকর্তাগণ নিজ নামে, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন, পিতা-মাতার নামে অথবা বেনামীতে শেয়ার লেনদেন করবেন না। (খ) প্রমান হলে গুরুদন্ডের বিধান থাকতে হবে। (গ) মার্চেন্ট ব্যাংকার, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট

কোম্পানী এবং ব্রোকার-ডিলার কোম্পানীর কর্মকর্তাবৃন্দও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলবেন। (ঘ) সরকারি আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণ শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারবেন কিন্তু প্লেসমেন্ট নিতে পারবেন না এবং লেনদেন (ট্রেডিং) করতে পারবেন না। প্লেসমেন্ট ঘুষ হিসাবে বিবেচিত হবে। বিনিয়োগের জন্য বিও একাউন্ট থাকবে এবং বিও একাউন্ট নম্বর সহ কত টাকা শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছে, তা নিজ নিজ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং আয়কর রিটার্নে উল্লেখ করতে হবে।

৯.১১ সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) বর্তমানে সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন পদ্ধতির দুর্বলতার সুযোগে কোম্পানী তার সম্পদের অতিমূল্যায়ন করছে, যা সম্পদের প্রকৃত মূল্যের সাথে সঙ্গতিহীন। (খ) অতি মূল্যায়িত সম্পদের ওপর NAV হিসাব করলে, ইনডিকেটরটি ভুল সিগন্যাল দেবে। (গ) অনেক কোম্পানী পুনর্মূল্যায়িত সম্পদ মূল্যের আনরিয়েলাইজড গেইনের বিপরীতে বোনাস শেয়ার ইস্যু করেছে, যা বিধিসম্মত নয়। (ঘ) সম্পদ পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'স্থগিত কর দায়' (deferred tax) এর বিপরিতে সংস্থান (provision) করার বিধি রয়েছে ভবিষ্যতে কর প্রদানের সুবিধার্থে। কিন্তু পুনর্মূল্যায়নকারী কোম্পানীসমূহ তা করছে না। (ঙ) বাংলাদেশে সার্টিফায়েড সার্ভেয়ার নাই (ইনষ্টিটিউট অব সার্ভেয়ার্স ও নাই)। আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট একই সঙ্গে কোন কোম্পানীর অডিট এবং ভ্যালুয়েশন করতে পারেন না।

সুপারিশ ঃ (ক) যে পর্যন্ত দেশে চার্টার্ড সার্ভেয়ার্স ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, সে পর্যন্ত ভ্যালুয়েশন বা মূল্যায়নের দায়িত্ব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম পালন করবে। তবে শর্ত থাকে যে, একই কোম্পানীর ভ্যালুয়ার এবং অডিটর দু'টি পৃথক চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট সংস্থা হতে হবে, কোন অবস্থাতেই অভিন্ন হবে না। (খ) এসইসি'র কাছে কোন কোম্পানী পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের হিসাব পেশ করলে, এসইসি সন্তুষ্ট না হলে মূল্যায়ন প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

৯.১২ স্থিরমূল্য পদ্ধতিতে শেয়ার মূল্য নির্ধারণঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) স্থিরমূল্য (fixed price) পদ্ধতিতে শেয়ারমূল্য নির্ধারনে জটিলতা কম হলেও অধিকতর বাস্তবসম্মত এবং অবজেকটিভ করার সুযোগ রয়েছে। (খ) ভবিষ্যৎ তিন বছরের প্রক্ষেপিত (projected) আয় বিবেচনার সুযোগ আইনে রাখা হয়েছে, যা প্রশ্নসাপেক্ষ। (গ) পূর্ববর্তী বছরের সমজাতীয় ষ্টক (similar stock) এর বাজারমূল্য বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সমজাতীয় ষ্টকের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দেয়া হয় নাই।

সুপারিশ ঃ (ক) তিন বছরের প্রজেক্টেড মূল্য নির্ণয়ের ভিত্তি, assumption, পদ্ধতি এবং ভ্যালুয়েশন লিপিবদ্ধ করতে হবে। এসইসি'র নিকট গ্রহনযোগ্য বিবেচিত না হলে, প্রত্যাখ্যান করা হবে। (খ) সমজাতীয় ষ্টকের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হবে। তদন্ত কমিটির মতে, বিবেচনাকালীন সময়ে যে সব কোম্পানীর NAV আবেদনকারি কোম্পানীর NAV এর তিনগুনের মধ্যে থাকবে এবং পিই রেশিও ১৫ এর বেশী হবে না, সে সব কোম্পানী সমজাতীয় কোম্পানী হিসাবে বিবেচত হওয়া উচিৎ, তবে শর্ত থাকে যে, সমজাতীয় কোম্পানীর ব্যবসাক্ষেত্র একই রকমের থাকবে। একই ধরণের ব্যবসা কিনা, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এসইসি। (গ) সম্পদ মূল্যায়ন সতর্কভাবে পরীক্ষা করবে এসইসি।

৯.১৩ বুক-বিল্ডিং পদ্ধতিতে শেয়ারমূল্য নির্ধারণঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) বাজার বিকৃতি (distortion) এর একটি প্রধান প্রক্রিয়া হিসাবে বের হয়ে এসেছে বুক-বিল্ডিং এর মাধ্যমে শেয়ারের উচ্চ-মূল্য নির্ধারণ। (খ) বুক-বিল্ডিং মেথডে (ডাইরেক্ট লিষ্টিং) কেপিসিএল-এর ১০ টাকা শেয়ারের ইনডিকেটিভ মূল্য ধার্য হয় ১৬২ টাকা, প্রথমদিন বিক্রিমূল্য ছিল ১৯৪.২৫ টাকা

এবং বর্তমানে (২৯.৩.১১) বাজারমূল্য মাত্র ৯৬.৯০ টাকা অর্থাৎ প্রথম বিক্রিমূল্য থেকে ৯৭.৩৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। বুক-বিল্ডিং মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে ওসিএল এর ১০ টাকার শেয়ারের ইনডিকেটিভ মূল্য ছিল ১২১.৪০ টাকা, প্রথম বিক্রি মূল্য ১৪৫ টাকা এবং বর্তমানে (২৯.৩.১১) বাজারমূল্য ১০৯.১০ টাকা অর্থাৎ প্রথম বাজারমূল্যের চেয়ে ৩৬.৯০ টাকা কম। প্রমান হয় যে, কোম্পানী দু'টির মূল্য নির্ধারণ ভুল ছিল। (গ) মূল্য নির্ধারনে কারসাজি না করলে যে মূল্যক্ষয় হয় না, তার প্রমান RAK Ceramics কোম্পানী। একই বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে RAK Ceramics এর ১০ টাকার শেয়ারের ইনডিকেটিভ মূল্য ধার্য হয় ৪০ টাকা, প্রথম বিক্রিমূল্য ছিল ৪৮ টাকা এবং বর্তমান (২৯.৩.১১) মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০৮.৭০ টাকা অথাৎ প্রথম বিক্রিমূল্যের চেয়ে ৬০.৭০ টাকা বেশী। (ঘ) ওপরের তিনটি উদাহরণ থেকে প্রমান হয় ইস্যুয়ার কোম্পানী এবং ইস্যু ম্যানেজার সৎ ও পেশাদার হলে মূল্য বিকৃতি ঘটে না। কিন্তু ইস্যুয়ার ও ইস্যু ম্যানেজার এই পদ্ধতিতে মূল্য ম্যানিপুলেট করতে পারে। পদ্ধতির দুর্বলতা দূর করা প্রয়োজন।

সুপারিশ ঃ (ক) মূল্যবিকৃতি রোধকল্পে বিধান করতে হবে, যে সব কোম্পানী প্রাইস বিড করবে, তারা সবাই মিলে ওয়েটেড গড় মূল্যে মোট ইস্যুযোগ্য শেয়ারের অন্ততঃ ১০% হারাহারিভাবে ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। আর্থিক দায় বা স্টেক না থাকলে, মূল্য নির্ধারনে দায়িত্ববোধ থাকে না। (খ) বিডারদের এইভাবে ক্রয়কৃত শেয়ারে অন্ততঃ ১৮০ দিনের লক-ইন থাকবে।

৯.১৪ সম্পদ অধিক মূল্যায়নের টেষ্ট কেস ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ সম্পদ মূল্যায়নের ফলে যে সব কোম্পানীর শেয়ার প্রতি NAV ১০০% এর বেশী এসেছে, তাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

কোম্পানীর নাম	শেয়ার প্রতি (NAV) টাকা		
	পুনর্মূল্যায়নের পূর্বে	পুনর্মূল্যায়নের পর	% পরিবর্তন
লিব্রা ইনফিউশনস	৪৩৮	১৫,৬৬৭	৩৪৭২%
সোনালী আঁশ ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৯৭	২,১৫৬	৬২৬%
রহিম টেক্সটাইল	১২৭	৭৮৫	৫১৮%
বিডি থাই এলুমিনিয়াম	১৪২	৫৬৬	২৯৮%
অরিয়ন ইনফিউশন লিঃ	২০	১০১	৪১৩%
ওশেন কন্টেইনার্স লিঃ	১৩	৫০	২৯৬%
শাইনপুকুর সিরামিকস	১২	২৬	১২০%
ইষ্টার্ন ইন্সুরেন্স	১৫১	৩০৯	১০৪%

সুপারিশ ঃ টেষ্ট কেস গন্য করে উপরোক্ত ৮টি কোম্পানীর সম্পদ পুনর্মূল্যায়নের যথার্থতা ৫ সদস্যবিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট কমিটি দ্বারা পুনঃপরীক্ষা করা হোক। পুনঃমূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ প্রমানিত হলে, অতিমূল্যায়িত কোম্পানী, ভ্যালুয়ার ও ইস্যু ম্যানেজারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক। অন্যায়ের শাস্তি না হলে, অন্যায় পুনঃসংঘটিত হয়ে থাকে।

৯.১৫ নিয়ন্ত্রণকারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) অষ্টম অধ্যায়ে দুর্নীতি চিত্র-১ এ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব আনোয়ারুল কবির ভূঁইয়ার স্ত্রী রোকসানা আখতারের নামে চারটি একাউন্টের মাধ্যমে বিপূল অংকের শেয়ার লেনদেনের সুনির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। (খ) অষ্টম অধ্যায়ের দুর্নীতি চিত্র-২ এ আইসিবি'র তৎকালিন উপ-মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক) জনাব কফিল উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর স্ত্রী ফারজানা আকতার এবং শ্যালক মনসুর বিল্লাহের নামে শেয়ার লেনদেন ও প্লেসমেন্ট গ্রহনের সুনির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। লেনদেনের মুনাফার অর্থ কফিল উদ্দিন চৌধুরীর

নিজ নামে স্থায়ী আমানত হিসাবে রক্ষিত হয়েছে, সে তথ্যও এফডিআর নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে। (গ) অষ্টম অধ্যায়ের ৮.৫ তথ্যচিত্রে এবি ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী (CEO) আর,ওয়াই, শমসের কর্তৃক নিজ নামে প্রায় ১২ কোটি টাকার প্লেসমেন্ট শেয়ার গ্রহনের সুনির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এটি স্বার্থ-সংঘাতজনিত কাজ।

সুপারিশ ঃ (ক) প্রথম দু'জনেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় মামলা গঠন করা উচিৎ। (খ) দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বিভাগীয় মামলার অতিরিক্ত দুর্নীতির মামলা গঠনের উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন বিভাগে প্রেরণ করা উচিৎ। (গ) জনাব আর,ওয়াই, শমসের CEO হয়েও প্লেসমেন্ট নিয়ে অনৈতিক কাজ করেছেন বিধায় তাকে পদ থেকে অপসারণ করা উচিৎ।

৯.১৬ সিরিয়াল ট্রেডিং ও কারসাজি ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) অষ্টম অধ্যায়ে ৮.৬ প্যারায় জনাব সিরাজউদ্দৌলা ও সহযোগীবৃন্দ, ইয়াকুব আলী খন্দকার ও সহযোগীবৃন্দ এবং আনোয়ার হোসেন খান ও সহযোগীবৃন্দের নিজেদের মধ্যে bulk লেনদেন করে কৃত্রিম ট্রেডিং পরিবেশ সৃষ্টির তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। (খ) ৮.৭ প্যারাতে আবু সাদত মোঃ সায়েম ও তার ভাই আব্দুল মোবিন মোল্লার সিরিয়াল ট্রেডিং এর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। (গ) ৮.৮ প্যারাতে গোলাম মোস্তফার ৬টি ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়, কারচুপি এবং অনৈতিকভাবে মূল্য-উত্তেজক কর্মের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

সুপারিশ ঃ অনৈতিক কাজগুলির সুষ্ঠু তদন্ত করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ। ৮.৬ প্যারায় বর্ণিত কারসাজি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ আইনের ১৭(ই) ধারার পরিপন্থী।

৯.১৭ শেয়ারের ফেস-ভ্যালু ইউনিফর্মকরণ ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) অষ্টম অধ্যায়ের ৮.৯ পর্বে দেখান হয়েছে যে, ষ্টক স্প্লিটের ফলশ্রুতিতে বাজার বিচ্যুতি ঘটেছে ৮১.৫%। (খ) সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও সুশীল সমাজের সাথে কমিটির সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে শেয়ারের ফেস ভ্যালু ইউনিফরম করার পক্ষে ব্যাপক সুপারিশ প্রদান করা হয়। তবে সমমূল্য ১০০ নাকি ১০ টাকা হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। (গ) ফেস-ভ্যালুতে ভিন্নতা থাকায়, মার্কেট প্লেয়ারদের পার্সেপশন সমস্যা প্রকট, একথা নিশ্চিত। এটি দেশজ সমস্যা। ১০০ টাকার শেয়ার ৫০০ টাকা হলে যেমন চোখে পড়ে, ১০ টাকার শেয়ার ৫০ টাকা হলে তেমন চোখে পড়ে না। সাধারণ ক্রেতা ৫০০ টাকার তুলনায় ৫০ টাকায় শেয়ার ক্রয় শ্রেয় মনে করে, যাতে করে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

সুপারিশ ঃ যেহেতু (ক) ১০০ টাকার অনেক শেয়ার এরিমধ্যে ১০ টাকায় রূপান্তরিত হয়েছে, এবং (খ) ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০ টাকার শেয়ার ক্রয় সহজসাধ্য, অতএব কমিটি মনে করে, অন্যান্য মূল্যমানের শেয়ারগুলো সমমূল্য করার সুবিধার্থে ১০ টাকায় রূপান্তর করা হোক। ১০ টাকা ফেস-ভ্যালু নয় এমন লিষ্টেড কোম্পানীগুলোকে ২০১১ সালের মধ্যে শেয়ারের ফেস-ভ্যালু ১০ টাকায় কনভার্ট করার উৎসাহমূলক উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৯.১৮ রাইট শেয়ার/প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুতে অনৈতিকতা ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) অষ্টম অধ্যায়ে ৮.১০ পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাইট শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে কনফিডেন্স সিমেন্ট ৬০০% প্রিমিয়ামে, বে লিজিং ২৫০% প্রিমিয়ামে, ইষ্টার্ন ইন্সুরেন্স ২০০% প্রিমিয়ামে এবং দি সিটি ব্যাংক, ফিনিক্স ফাইন্যান্স ও এশিয়া ইন্সুরেন্স প্রত্যেকে ১০০% প্রিমিয়ামে রাইট শেয়ার ইস্যু করেছে। এসইসি'র অনুমোদন প্রশ্নবিদ্ধ। শেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিতে দাম কমার কথা। কিন্তু রাইট ইস্যুর পর দাম বেড়েছে। রহস্যজনক। (খ) রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের প্রচলন দেশে খুব একটা ছিল না। অথচ ২০০৯-১০ দু'বছরে ৮টি কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা উত্তোলন করেছে

(বিস্তারিত ৮.১১)। বেক্সিমকো ফার্মা ৪১০ কোটি টাকা, সামিট পাওয়ার ৩০০ কোটি টাকা, আফতাব অটোমোবাইলস ১৮০ কোটি টাকা এবং পিপলস লিজিং ১২০ কোটি টাকা তুলেছে। (গ) অনেক প্রেফারেন্স শেয়ার মাত্র ২/৩ মাসের মেয়াদে ছাড়া হয়েছে। মাত্র ১ মাসের জন্য ছাড়ার নজির ও রয়েছে। এত অল্প মেয়াদে রূপান্তরকরণ বিদেশে সাধারণত দেখা যায় না।

সুপারিশঃ

যেহেতু প্রেক্ষাপটে বর্ণিত অস্বাভাবিকতা ছিল রাইট/প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়ায় এবং যেহেতু এ সবকিছুই হয়েছে এসইসি'র অনুমোদনে, অতএব এসইসি'র সিদ্ধান্ত নৈতিকতা বর্জিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ। এসইসি পূনর্গঠিত হবার পর, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা যেতে পারে, দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। রাইট শেয়ার রূপান্তর/হস্তান্তরকরণে অন্ততঃ তিন বছরের বাধানিষেধ থাকা উচিৎ।

৯.১৯ শীর্ষ প্লেয়ারদের সন্দেহজনক লেনদেন ঃ

প্রেক্ষাপটঃ (ক) পঞ্চম অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে স্পর্শকাতর সময়ে শীর্ষ লেনদেনকারী ব্যক্তিদের মাঝে ছিলেন গোলাম মোস্তফা, আবু সাদাত মোঃ সায়েম, ইয়াকুব আলী খন্দকার, সৈয়দ সিরাজুদ্দৌলা, মোঃ খলিলুজ্জামান, মোঃ শহীদুল্লাহ, আরিফুর রহমান, সোমা আলম রহমান, প্রমুখ। (খ) শীর্ষ লেনদেনকারী সংস্থার মধ্যে ছিল আইসিবি, ফ্রন্টিয়ার ফান্ড (বারমুডা), ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স, এবি ব্যাংক, সাউথইষ্ট ব্যাংক, উত্তরা ফিনান্স, ন্যাশনাল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক প্রভৃতি।

সুপারিশ ঃ এসইসি এসব সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের শেয়ার লেনদেনের ওপর বিস্তারিত তদন্ত করতে পারে। আইনের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। (খ) এই একাউন্টগুলো সার্বক্ষণিক ভিজিলেন্সের আওতায় রাখতে হবে। এই তালিকা এসইসি চলমানভাবে আপ-ডেট করবে।

৯.২০ অমনিবাস একাউন্টের শ্যাডো হিসাবে কারসাজি ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) সময় স্বল্পতায় তদন্ত কমিটি অমনিবাস একাউন্টের অন্তরালে থাকা কয়েক লক্ষ ছায়া-হিসাব পরীক্ষা করতে পারে নাই। নমুনা চয়ন করে কয়েকটি হিসাব পরীক্ষাকালে (পঞ্চম অধ্যায় ৫.১৩ প্যারা) আলহাজ মোসাদ্দেক আলী ফালু, ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস লিঃ, ডাঃ এইচ,বি,এম, ইকবাল, মুনিরুদ্দিন আহমদ, রোকসানা আমজাদ, গোলাম মোস্তফা, আহসান ইমাম, ইয়াকুব আলী খন্দকার, নিউ ইংল্যান্ড ইকুইটি লিঃ, মোঃ লুৎফর রহমান (বাদল), সোমা আলম রহমান, প্রমুখের (প্যারা ৫.১৫) ছায়া-হিসাবে লেনদেন হিসাবের মাধ্যমে যথাযথ জমা-উত্তোলন প্রতিফলিত হয়নি।

সুপারিশঃ (ক) পূনর্গঠিত এসইসি সকল অমনিবাস একাউন্টের আড়ালে থাকা ছায়া-হিসাবগুলো যথাযথ পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবে। (খ) অনতিবিলম্বে হিসাবগুলিকে বিও একাউন্টে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহন করবে। (গ) তিনমাসের মধ্যে অমনিবাস একাউন্ট ইনডিভিজুয়াল বিও একাউন্টে রূপান্তরের সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিৎ না হলে অমনিবাস একাউন্ট বন্ধ ঘোষণা করবে এসইসি।

৯.২১ ব্লক প্লেসমেন্ট ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) পঞ্চম অধ্যায়ের ৫.১৯ পর্বে মাত্র ২টি ঠিকানায় ১৯ জন ব্যক্তিকে ১৯ কোটি টাকার শেয়ার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা সন্দেহজনক ব্লক ট্রেডিং। (ঘ) ৫.২০ প্যারা-তে আহসান ইমাম, সোমা আলম রহমান, শামিমা শরীফ, লূৎফর রহমান বাদল, মনসুর বিল্লাহ প্রমুখ নামে বিপুল অংকের শেয়ার বরাদ্দের তথ্য রয়েছে।

সুপারিশঃ এসইসি পূনর্গঠনের পর এসব তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তারিত তদন্ত করে এদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ, যোগসাজোশে বরাদ্দ গ্রহন প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্নাঙ্গ তথ্য বের করে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৯.২২ কেস-ষ্টাডি পর্বে চিহ্নিত সমস্যা ঃ

প্রেক্ষাপটঃ সপ্তম অধ্যায়ে মোট ১৭টি কোম্পানীর কেস-ষ্টাডি উপস্থাপন করা হয়েছে। সীমাবদ্ধতার মধ্যে সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

সুপারিশঃ কেসসমূহে চিহ্নিত অস্বাভাবিকতা, অনিয়ম, আইন লঙ্ঘন, প্রভৃতির জন্য কে দায়ী এবং এগুলোকে অনুমোদনের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কে কে দায়ী, তা পরীক্ষা করে নিরুপন করা প্রয়োজন। পূনর্গঠিত এসইসি এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। দায়দায়িত্ব নিরূপন, শাস্তিবিধান, ত্রুটি সংশোধন প্রয়োজন। শুধুমাত্র উপস্থাপিত ১৭টি কেসের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এসইসি একটি 'একশন কমিটি' গঠন করতে পারে।

৯.২৩ তদন্ত পরবর্তী ধারাবাহিক কর্ম ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ শেয়ার লেনদেনের অর্থ বিও একাউন্ট, মার্চেন্ট ব্যাংকার একাউন্ট, ব্যাংক একাউন্ট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কখনো বা নগদায়ন হয়। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্য সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রক এসইসি। উভয় সংস্থার 'সম্মিলিত পরিদর্শন ও তদন্ত' ব্যতিরেকে অর্থের হদিস করা অসম্ভব। তদন্ত কমিটি নিজস্ব প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের যৌথ তদারকিতে তদন্ত চালিয়ে কয়েকটি নমূনা একাউন্ট পরীক্ষা করেছে। আশ্চর্যজনকভাবে, এত অল্প নমূনা পরীক্ষাতেও দুর্নীতির তথ্য বের হয়ে এসেছে, যা অষ্টম অধ্যায়সহ অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। কমিটি নিশ্চিত, নিবিড় যৌথ তদন্ত অব্যাহত থাকলে, আরো অনেক দুর্নীতি-অনিয়ম বের হয়ে আসবে এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুপারিশঃ যৌথ তদন্ত অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে, এসইসি, ডিএসই, সিএসই, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর সমন্বয়ে একটি সার্বক্ষণিক 'যৌথ ইন্সপেকশন দল' গঠন করা যেতে পারে। নেতৃত্বে থাকবে এসইসি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'জন নির্বাহী পরিচালক (নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত)। এ দু'জন 'ইন্সপেকশন পরিকল্পনা' প্রনয়ন করবে এবং যৌথদল তদনুযায়ী কাজ করে উভয়ের কাছে রিপোর্ট প্রদান করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরীক্ষা করবে অর্থের সংস্থান কোত্থেকে আসছে, অর্থ কোথায় যাচ্ছে, মানি লন্ডারিং হচ্ছে কিনা ? এসইসি দেখবে লেনদেনে কারসাজি, অনৈতিকতা বা আইনভঙ্গ হচ্ছে কি না ?

৯.২৪ বাস্তবায়ন মনিটরিং ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ (ক) ১৯৯৬ সনের শেয়ার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন দুরের কথা, বিবেচিত হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন রয়েছে। ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে, পরিস্থিতি অন্যরকম হতো। (খ) বর্তমান কমিটি অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছে, দুর্নীতি-অনিয়ম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে, নমূনা ইন্সপেকশন করেছে এবং তদনুযায়ী সুপারিশ প্রনয়ন করেছে। এসবের যুক্তিযুক্ত পরিণতি থাকা উচিৎ।

সুপারিশ ঃ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন, বিশেষ করে সুপারিশ পর্যালোচনা করে সরকার যেগুলি গ্রহন করবে, সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য একটি 'বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটি' গঠন করা প্রয়োজন। ব্যাংকিং বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে এসইসি'র চেয়ারম্যান ও দু'জন মেম্বার সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হতে পারে। কমিটি প্রথম তিনমাস সাপ্তাহিক ভিত্তিতে, পরবর্তী ছয়মাস পাক্ষিক ভিত্তিতে এবং তৎপরবর্তীতে মাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন তদারকী করবে। কমিটি মাসিক ভিত্তিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত করবে। সম্পুর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

৯.২৫ সরকারের সতর্কতা প্রয়োজন ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ ১৯৯৬ সনের তদন্ত প্রতিবেদনে সন্দেহের তালিকায় ছিলেন ইমতিয়াজ হোসেন, খোরশেদ আলম, সালমান এফ রহমান, এনায়েতুর রহিম, রকিবুর রহমান, শাকিল রিজভি প্রমুখ। বর্তমান তদন্তে এঁদের মধ্যে জনাব সালমান এফ রহমান এবং জনাব রকিবুর রহমানের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক মতামত এসেছে এবং কিছু তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে। এসইসি-কে প্রভাবিত করতে দু'জনেই সক্রিয় ছিলেন মর্মে অনেকেরই ধারণা। এসইসি'র বর্তমান চেয়ারম্যানের নিয়োগ এবং মেম্বার মনসুর আলমের পূনর্নিয়োগে জনাব সালমান ও জনাব রকিবের জোরালো তদবির ও সমর্থন ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। বিডি থাই এলুমিনিয়ামের অস্বচ্ছ কেসটির তদ্বিরে জনাব সালমান নিজেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের কাছে ধর্না দিয়েছেন। জিএমজি, ইউনিক হোটেল প্রভৃতি কেসে জনাব সালমান সম্পৃক্ত রয়েছেন (৭ম অধ্যায়, কেস ৭.৩)। কেসগুলি অস্বচ্ছ। এসইসি পরিচালনায় দু'জনেরই অনাকাঙ্খিত প্রভাব ছিল। এ কারণে সাধারন্যে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে।

সুপারিশ ঃ পুঁজিবাজার লেনদেন ও পরিচালনায় জনাব সালমান ও জনাব রকিবের প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন বলে তদন্ত কমিটি মনে করে। মার্কেট প্লেয়ারবৃন্দ এসইসি'র ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হলে, এসইসি অকার্যকর হয়ে থাকবে। বিপর্যয় পূনঃসংঘটিত হবে।

৯.২৬ বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ

(ক) বিও একাউন্ট খোলার সময় টিন (TIN) নম্বর প্রদানের বিধান করা হোক।

(খ) এসইসি'র অবসরপ্রাপ্ত, পদত্যাগকারী, অন্য কোনভাবে অপসারিত বা চাকুরী অবসায়নকৃত কর্মকর্তাদের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিয়োগ, পরামর্শক, উপদেষ্টা বা অন্য কোনভাবে পূর্ণ বা খন্ডকালিন নিয়োগ প্রদান এবং শেয়ার-ইস্যু বা পুঁজিবাজার সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে পরামর্শ-সার্ভিস প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থাকে এবং স্বার্থ সংঘাত সৃষ্টি হয়। (এসইসি'র প্রাক্তন মেম্বার জনাব সাহাবুব আলম কনসালটেন্সির সুযোগে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে)।

(গ) সিডিবিএল থেকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে তালিকাভূক্ত কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডিংয়ের তথ্য কোম্পানীকে প্রদান বন্ধ করা হোক। সিডিবিএল ও ষ্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরো সংহত করতে হবে, কারণ তথ্য পাচারের অভিযোগ রয়েছে এবং পাচারকৃত ছাপান তালিকা তদন্ত কমিটির হস্তগত হয়েছে।

(ঘ) গুজব নির্ভর শেয়ার ট্রেডিং বন্ধ করার লক্ষ্যে এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ সহায়তা প্রদানের জন্য এসইসি "বিনিয়োগ পরামর্শক" (investment adviser) নিবন্ধন প্রথা প্রচলন করতে পারে।